Boighar.com

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

দুঃস্বপ্ন

প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

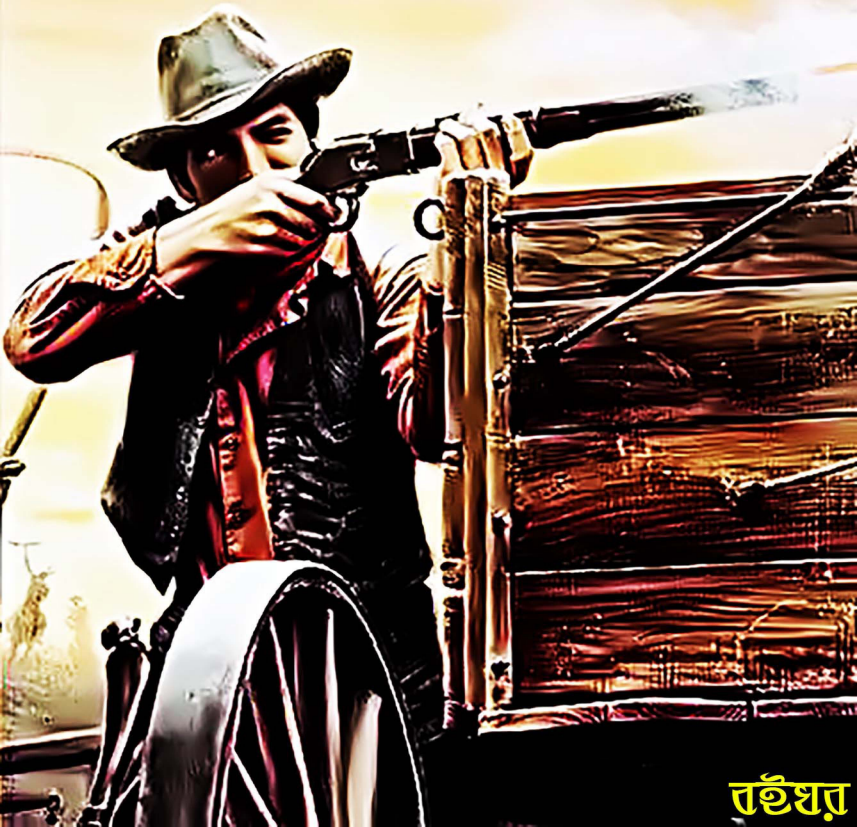

বইঘর

Boighar.com

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

দুঃস্বপ্ন

প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

বন্দুক সারাতে শহরে এসে গোলাগুলির মুখে পড়ে গেল নেভিল।
একাই আতঙ্ক হয়ে উঠল তিন ব্যাঙ্ক ডাকাতের জন্য।
ওর গুলিতে মারা পড়ল দুই ডাকাত, আরেকজন পালাল লেজ তুলে।
কিন্তু সেখানেই থেমে রইল না ঘটনা।
ক'দিন পর দুঃস্বপ্নের মতো হাজির হলো উড়ো চিঠি।
বাপ-ভাই হত্যার বদলা নেবার হুমকি দিয়েছে পলাতক ডাকাত।
ফিরে আসবে সে, অবশ্যই!
দীর্ঘ আটটি বছর অদৃশ্য সেই হুমকি তাড়া করে ফিরল নেভিলকে।
ততদিনে সংসারী হয়েছে ও, কাঁধে তুলে নিয়েছে
স্থানীয় ব্যাঙ্কের গুরুদায়িত্ব। জীবনে হানা দিয়েছে নতুন সমস্যা।
রাতারাতি উদয় হওয়া দুই প্রতারকের খপ্পর থেকে সরল
মানুষদেরকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই হয়ে উঠেছে সবার শত্রু।
তারই মাঝে আবার ফিরে এল সেই পলাতক ডাকাত—
চিঠির পাতা ছেড়ে, সশরীরে ওর দোরগোড়ায় উদয় হলো দুঃস্বপ্ন।
প্রতিশোধ নেবে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী
বইঘর

ওয়েস্টার্ন

দুঃস্বপ্ন

www.boighar.com

প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

সেবা প্রকাশনী
১৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-8351-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৭

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপুব

মুদ্রাকর www.boighar.com
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩১৪১৮৪, ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

DUSHWAPNO
A Western Novel
By: Pranta Ghosh Dastider

চুরাশি টাকা

দুঃস্বপ্ন

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

...::MG::...

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Presents

EDIT ...::MG::...

SCAN

Visit Us at ...::MG::...

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

দুঃস্বপ্ন

প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

SCAN & EDITED BY:

..::MG::..

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

IF YOU LIKE THIS BOOK
Please buy the original book and help writer & publisher

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইভার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিষ্ঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ড স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অন্তদ্রু প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা, ছন্নছাড়া। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল। **ইসমাইল আরমান:** মুক্ত রাতাস, দেশান্তর, কাপুরুষ, মরণডাক, রক্ষক, হনন। **আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা। **এ. টি. এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ, আমি টাইগার বলছি। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু, একশো রাইফেল। **কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিষ্ঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী, অধিকার, শক্তপাল্লা, শিকড়, ত্রাতা। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসূরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি, রক্ষা, ছোবল, খেসারত, শাস্তি, আঁতাত, ফাঁসির দড়ি, জুলুম, দুর্জয়, জট, বিল হিকক, ভূমিগ্রাস, আস্তানা, সতর্ক প্রহরী, নিশানা, লড়াকু, দাবদাহ, একা, বিনাশ, শত্রু। **গোলাম মাওলা নঈম ও মুনতাসির রহমান অর্ণব:** হাঙ্গামা। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা, অপমান, অপচেষ্টা, দাঙ্গা, চোরাবালি, ঘৃণা, বাধা, নিঃসঙ্গ নেকড়ে, বিপাক, টর্নেডো টেক্স। **আবু মাহ্‌দী:** পাণ্ডার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্য:** অপরাদ। **সায়েম সোলায়মান:** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর, পরিবর্তন, ষড়যন্ত্রের জাল, ডেথ ট্রেইল, কার্তুজ। **ডিউক জন:** সুবর্ণ সমাধি। **তারক রায়:** দাবিদার। **তৌফির হাসান উর রাকিব:** ডুয়েল। **প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার:** দুঃস্বপ্ন।

এক

গনগনে সূর্য ডুবে যাবার পাঁয়তারা করছে। ঘরবাড়ির ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে ক্রমশ। ঘোড়া হাঁকিয়ে ক্যাসকেড সিটিতে ঢুকল নেভিল ক্রস। স্যাডলের খাপে দুলছে উইনচেস্টার। তাড়াহুড়ো নেই। গন্তব্য, ভেসপার এডের হার্ডওয়্যার স্টোর।

হঠাৎ গুরুগম্ভীর গলায় ওর নাম ধরে ডাকল কেউ। কণ্ঠটা চেনা। ঘাড় ঘোরাল নেভিল। বুকের ভেতর অস্বস্তির ভাবটা প্রকট হলো। ওর বাবা দাঁড়িয়ে আছে কেভারের শপের বাইরে। তাকাতেই হাত নেড়ে ডাকল ওকে হেরম্যান ক্রস।

দশাসই চেহারা আর একরোখা স্বভাব হেরম্যানের। পুরো শহরবাসীকে মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছে লোকটা। এমনকী ছেলেকেও ছাড় দেয় না বিন্দুমাত্র। সবাই যমের মত ভয় পায় তাকে, মান্যি করে। এলেম আছে ওর, গত বারো বছরে নিজের রাঞ্চটাকে এলাকার সেরাতে পরিণত করেছে। নদীর উপকূলে দাঁড়িয়ে আছে ক্রস রাঞ্চ—সুবিশাল এলাকা নিয়ে, গর্বিত।

বাবার অন্য চেহারাটাও চেনে নেভিল। স্বপ্নবাজ লোকটা। ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রচণ্ড আশাবাদী। ডেশুটস কাউন্টিতে পা রাখার পরদিন থেকেই স্বপ্ন দেখেছে, বদলে দেবে ক্যাসকেড সিটিকে। গোড়াপত্তন করবে রেলরোড, কারখানা, পানি-সেচ, ইত্যাদির। অন্য কেউ এসব বললে হেসেই উড়িয়ে দেয় স্থানীয়রা। কিন্তু

বইঘর.কম

হেরম্যানের কথায় হাসতে পারে না। হেরম্যান সবার চেয়ে আলাদা। তার ওপর অগাধ আস্থা সবার, কোনও কথা অবিশ্বাস করতে পারে না। www.boighar.com

ঘোড়াটা স্টোরের সামনের হিচরেইলে বেঁধে বাবার দিকে এগোল নেভিল। আজ আবার কী বলবে কে জানে! উনিশে পা দিয়েছে নেভিল। অধৈর্য স্বভাব। তবে এ-বয়সের ছেলেদের যতটা বেপরোয়া হবার কথা, ততটা বেয়াড়া হতে পারেনি ও। বাবার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতে হয় বেশিরভাগ সময়। কেন যে বাবা শুধু রাঞ্চটা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে না... কেন সবকিছুতেই খবরদারি ফলাতে আসে? আফসোস হয় ওর।

'এখানে কী করছ?' বাঁকা চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে আছে হেরম্যান। দু'পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্টোরের বারান্দায়। বুড়ো আঙুল ডুবিয়ে রেখেছে বেল্টের ভাঁজে। মাথায় অভিজাত কাউবয় হ্যাট, একপাশে কাত করা।

বিরক্ত হলো নেভিল। বাবা নিজেই ঘরে থাকে না, অথচ ওকে চোখ রাঙাচ্ছে! সাবধানে বিরক্তিটা চেপে গেল ও। হেরম্যান ক্রসের সামনে বিরক্তি দেখানোর মত বোকামি কেউ করে না।

উইনচেস্টারটা তুলে ধরল নেভিল। 'অস্ত্রটা ঝামেলা করছে, ভেসপারকে দেখাব।' হার্ডওয়্যার স্টোরের দিকে ইশারা করল ও। 'সকালেই একটা বাক ফস্কে গেছে। টার্গেট ফিক্সিঙে সমস্যা।'

মাথা নাড়ল হেরম্যান, অজুহাতটা পছন্দ হয়নি। এত সামান্য কারণে রাঞ্চের কাজে ফাঁকি দেয়া অর্থহীন। তবে মুখে অন্য কথা বলল। 'ভালই হয়েছে তোমাকে পেয়ে গেলাম। আজ রাতে প্রাইনভিলের ওদিকে যাচ্ছি, বাড়ি ফিরব না। অন্যদের জানিয়ে দিয়ো।' বারান্দা থেকে নেমে এল হেরম্যান। এগিয়ে গেল পথের ধারে। 'নেভিল,' বলল ছেলেকে, 'এ-বছর ইলেকশনে দাঁড়াব ভাবছি। আইনসভার সদস্যপদটা দরকার। ক্ষমতা বাড়বে। তুমি

রাঞ্চটা সামাল দিতে পারবে না?'

সম্মতিতে মাথা নাড়ল নেভিল। চেহারার বিতৃষ্ণা লুকাল সযত্নে। বাবাকে ছোটবেলা থেকে এমনই দেখছে। অনেক আছে, তবু আরও চাই। অবশ্য রাঞ্চটা বছরখানেক যাবৎ ও-ই সামলাচ্ছে, তাই নতুন নির্দেশটা বাড়তি বোঝা মনে হলো না ওর।

'ঠিক আছে,' বলল নেভিল। 'ডিসিশন ফাইনাল?'

'হুম। জিততে খুব একটা সমস্যা হবার কথা না,' আত্মবিশ্বাসী শোনাল হেরম্যানের কণ্ঠ। 'তুমি রাঞ্চে চোখকান খোলা রেখো। কাজে আবার যেন ফাঁকি না দেয় কেউ! বড্ড ফাঁকিবাজ হয়ে গেছে রাঞ্চহ্যাণ্ডরা। তোমাকে খুব একটা পাত্তা দেয় না ওরা। শক্ত করে হাল না ধরলে পরে পস্তাবে।'

মাথা নিচু করে শুনল নেভিল। প্রতিবাদের ভাষা নেই। বাবার গুণগুলো ওর মাঝে নেই। তা ছাড়া বয়সও অল্প। হেরম্যানকে সবাই যতটা ভয় পায়, ওকে তার কিছুই পায় না। তবে নেভিলের বিশ্বাস এই অবস্থার উন্নতি হবে সময়ে।

বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হার্ডওয়্যার স্টোরের কাছে ফিরে এল নেভিল। বাবার অনেক ব্যাপারই ঘোলাটে ওর কাছে। মানুষটা নানা প্রকল্প হাতে নিয়েছে কমিউনিটির উপকার করবে বলে। কিন্তু নিজের উন্নতির তুলনায় সেগুলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে নেভিলের। তবে একটা বিষয়ে কোনও দ্বিধা নেই, ইলেকশনে জিততে সমস্যা হবে না বাবার। স্থানীয়রা সবাই সমর্থন জানাবে।

উইনচেস্টার নিয়ে ভেতরে ঢুকল নেভিল। কাউন্টারে নামিয়ে রাখল রাইফেলটা। ভেসপার এডকে দেখা গেল না সেখানে। বাইরে থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফেরাল ও। তিনজন অচেনা মানুষ ঘোড়ার পিঠে চলেছে। গুরুত্ব দিল না। স্বাভাবিক দৃশ্য। শহরে বহিরাগতরা নিয়মিতই আসা-যাওয়া করে।

বইঘর.কম

স্যালুনে পানাহার করে, বেচাকেনা সারে, তারপর আবার চলে যায় আপন গন্তব্যে।

একটা সিগারেট বের করল নেভিল। হাতের তালুতে কয়েকবার নেড়েচেড়ে ঠোঁটে ঝোলাল। স্বাধীনতার জন্য মনটা আঁকুপাঁকু করে ওর, অথচ ওর জীবনটা এক অর্থে বন্দি। স্বপ্নেও নিজেকে বাঁধনহারা দেখতে পায় না। বাবার ছত্রচ্ছায়ায় থাকার কুফল। দড়ি ছিঁড়ে বেরুবারও উপায় নেই। ছেলের মনেও যে কিছু স্বপ্ন বা সাধ থাকতে পারে, তা কখনও ভাবেনি হেরম্যান। তার পরে নেভিল রাঞ্চের দায়িত্ব নেবে, এমনটাই ঠিক করে রেখেছে। আজকাল নেভিলও রাঞ্চের বাইরের জীবন কল্পনা করতে পারে না। হয়তো অন্য কিছু ভাবার সুযোগ মেলেনি দেখেই বাধা পেয়েছে স্বাধীন ভাবনাগুলো।

সিগারেটটা শেষ হয়ে এল প্রায়। নেভিল এগিয়ে গেল দরজার কাছে। গোড়াটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। তিন আগন্তুককে ব্যাঙ্কের সামনে থামতে দেখল। দু'জন ভেতরে চলে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। একজন বাইরে দাঁড়িয়ে রইল ঘোড়াগুলো নিয়ে। সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রইল নেভিল। শহরে ঢুকেই লোকগুলো ব্যাঙ্কে গেল কেন? বুঝতে পারছে না ওখানে অচেনা লোকের কী কাজ থাকতে পারে। হতে পারে স্থানীয় কেউ, ডেশুটসের সবার সঙ্গে পরিচয় নেই নেভিলের। কাঁধ ঝাঁকাল ও।

চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল জোর করে। ফিরে এল স্টোরের ভেতর। মনোযোগ ফেরাতে চাইল লরা ভিন্সের দিকে। মেয়েটাকে খুব ভাল লাগে ওর। অনেক আগে থেকেই। ওর থেকে বয়সে বছর দুয়েকের ছোট... বিয়ের জন্য সেটা যথেষ্ট নয়। নিজের বয়সটাও যথেষ্ট কি না নিশ্চিত হতে পারে না নেভিল। এসব ব্যাপারে কীভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়, ওর জানা নেই। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ চলতে থাকে। আসলে বয়সটা সমস্যা না।

বইঘর.কম

সমস্যা হলো বাবা। লরাকে ক্রস রাঞ্চের বাসিন্দা করলে ওর জীবনটাও হয়তো হেরম্যানের নিয়মের দাস হয়ে যাবে। সেটা কি ঠিক হবে? নেভিল অনিশ্চিত। রাঞ্চ চালাতে আপত্তি নেই ওর। কিন্তু সেটা হতে হবে নিজের ইচ্ছায়। বাবার চাপে নয়। তেমনটা কি আদৌ সম্ভব? ওদের ঘরের একটা ফার্নিচার পর্যন্ত হেরম্যানের ইচ্ছা ছাড়া নড়চড় হয় না। যদি লরা ওখানে ওঠে, তা হলে এই যন্ত্রণা ওরও সইতে হবে।

বিরক্ত হয়ে উঠল নেভিল। হাঁক দিল, 'ভেসপার! কোথায় তুমি?'

পেছনের কামরা থেকে বেরিয়ে এল ভেসপার, কাউন্টারের পিছে এসে দাঁড়াল। 'কখন এলে, নেভিল? টেরই পাইনি। আসলে কাঁটাতার ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম। ম্যালা ঝামেলার কাজ।'

হাতের গ্লাভস্ খুলে ফেলল দোকানি। ওগুলো ঝুলিয়ে রাখল দেয়ালের হুকে। তারপর চোখ রাখল নেভিলের চোখে। 'কী ব্যাপার? হঠাৎ কী মনে করে?'

'উইনচেস্টারটা দেখাতে এনেছি। টার্গেট ফিক্সিঙে প্রবলেম হচ্ছে। সকালে একটা বাকের গায়ে নিশানা করলাম, ফস্কে গেল। ঘাপলা আছে কোনও।'

'ঘাপলা না কচু! বাকটা তোমাকে আসলে চোখ মেরেছিল,' ফোড়ন কাটল ভেসপার। লোকটা নেভিলের বাবার বয়সী, তবে রসিক মানুষ। কাজেও দক্ষ। কাউন্টারে রাখা রাইফেলটা হাতে তুলে নিল স্টোরকিপার। কাঁধে ঠেকিয়ে টার্গেট পয়েন্টে চোখ রাখল। 'লোডেড?' জানতে চাইল।

'পুরোপুরি।'

'গুলি না করে কিছু বলা যাচ্ছে না,' বলল ভেসপার। 'চলো, নদীর ধারে গিয়ে টার্গেট প্র্যাকটিস করি। আচ্ছা, অস্ত্রটা দেখে তো নতুনই লাগছে। এটাই কি গত বছর নিয়েছিলে আমার থেকে?'

বইঘর.কম

'হুঁ,' সায় দিল নেভিল। 'খুব একটা ব্যবহার করিনি। বাবার পুরনো রাইফেলটা দিয়েই কাজ চালাচ্ছি...'

গুড়ুম করে রাস্তার ওপাশ থেকে আওয়াজ ভেসে এল। গুলির শব্দ! তারমানে বিপদ!

বিদ্যুৎ খেলে গেল নেভিলের শরীরে। ঝটকা দিয়ে ভেসপারের হাত থেকে নিয়ে নিল উইনচেস্টারটা। দরজা দিয়ে ছিটকে বেরুল বাইরে। একটু আগে দেখা লোকদুটো টাকার থলে হাতে বেরিয়ে আসছে ব্যাঙ্ক থেকে। রাস্তায় পিনপতন নীরবতা। সময় থমকে গেছে যেন।

নীরবতা খান খান করে রাস্তার ওধার থেকে চেঁচাল একজন, 'ধরো! ডাকাত!'

ঘোড়াগুলো সামলে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটা তৎপর হলো। গুলি ছুঁড়ল চেঁচিয়ে ওঠা লোকটার দিকে। ছেলেটা দেখতে হ্যাংলা-পাতলা, বয়স কম। নেভিলের মনে হলো ওর থেকে বছরখানেক ছোটই হবে। খুব বেশি ভাবার সময় পেল না ও। এরা ডাকাত... খুনে। ব্যাঙ্কার টর গ্রাস আর ক্যাশিয়ার বেল ফ্রিম্যান বেঁচে আছে কি না কে জানে। বেল কিছুদিন হলো জয়েন করেছে ব্যাঙ্কে, বয়সে তরুণ সে।

কাঁধে উইনচেস্টার ঠেকাল নেভিল। কী করবে ঠিক করে ফেলেছে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসা এক ডাকাতকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল ও। চমকে উঠল লোকটা। আছড়ে পড়ল ঘোড়ার লাগাম সহ। ঘোড়াটা পড়ল তার উপর।

দ্বিতীয় লোকটা ঘোড়ার কাছে পৌঁছুতেই পারল না। তার আগেই নেভিলের বুলেট ঘায়েল করল তাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে হ্যাংলা ছেলেটা লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়ে দে ছুট। নেভিল ওর দিকে ফিরতে ফিরতে অনেক দূরে সরে গেছে ছোকরা। কাঁপা হাতে রাইফেল তুলল নেভিল, বুক কাঁপছে ওর। আবার টানল

বইঘর.কম

ট্রিগার... আবার... আবার!

ভেসপার এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। হাতে রাইফেল। দু'জনে মিলে ট্রিগার টেনে চলল। মাথা নিচু করে ফেলেছে ছেলেটা, এগিয়ে চলছে তুমুল গতিতে। অল্পক্ষণেই চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে। গুলি লেগেছে কি না বোঝা গেল না।

রেগেমেগে রাইফেল ছুঁড়ে ফেলল ভেসপার। 'পালিয়ে গেল,' তেতো সুরে বলল সে। 'তবে তোমার উইনচেস্টার টিপটপ। ওটাতে কোনও ঝামেলা নেই। মাখনের মত চলেছে।'

আশপাশের স্টোর আর স্যালুন থেকে দৌড়ে এল অনেকেই। ঘিরে ধরল ওদেরকে। ভিড়ের মাঝে হেরম্যান ক্রসকে দেখা গেল দলনেতার মত। ডাক্তার গ্রে-ও মেডিকেল ব্যাগ হাতে ছুটে এসেছে। নেভিল আর ভেসপার ততক্ষণে পৌঁছে গেছে লাশদুটোর পাশে। ডাক্তার ওদের দিকে না তাকিয়ে সোজা ঢুকে পড়ল ব্যাঙ্কের ভেতর। হেরম্যান ক্রসও পিছু নিল তার।

হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসল ভেসপার। 'দুটোই মারা পড়েছে,' ঘোষণা দিল। নেভিলের দিকে চোখ রাখল এরপর। 'চমৎকার নিশানা। গোদাটার পেট ফুঁড়ে দিয়েছ। চিকনটার ছ্যাঁদা হয়েছে হৃৎপিণ্ড।' উঠে দাঁড়াল হার্ডওয়্যার স্টোরের মালিক। 'শেরিফ কোথায়? এখনও ঘুমাচ্ছে নাকি?'

'টাউন বারে মদ গিলতে গেছে বোধহয়,' ভিড়ের ভেতর থেকে জানাল একজন। 'শুনেছি সন্ধের আগে ফিরবে না।'

'লাশগুলো দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখো তো, বাপু,' তাড়া দিল ভেসপার। 'দুই চাঁদবদনের ছবি তুলব। প্রমাণ রাখা চাই তো!'

ব্যাঙ্কের ব্যাটউইং ডোর ঠেলে বাইরে বেরুল ডাক্তার গ্রে আর হেরম্যান। রাঞ্চারের কাঁধে ভর দিয়ে আছে আহত ক্যাশিয়ার।

'টর গ্রাস মারা গেছে,' জানাল হেরম্যান ক্রস। 'বেলও গুলি খেয়েছে কাঁধে। কেউ একজন হাত লাগাও তো। টাকার

বইঘর.কম

থলেগুলো ব্যাঙ্কে রেখে এসো।' হুকুম দিল দৃঢ় গলায়।

অনড় দাঁড়িয়ে রইল নেভিল। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। দুটো মানুষকে নিজের হাতে মেরেছে, বিশ্বাসই করতে পারছে না। মগজটা ঘোলাটে লাগছে। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দৃশ্যপট। লাশদুটোকে কয়েকজন মিলে টেনে সরিয়ে নিল। ঠায় তাকিয়ে রইল নেভিল। বিন্দুমাত্র জোর পাচ্ছে না শরীরে। ক্যামেরা নিয়ে এল ভেসপার এড। রক্তমাখা, নির্জীব লাশগুলোর ফটো তুলল উৎসাহের সঙ্গে।

মাথা চক্কর দিল নেভিলের। দৌড়ে গিয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকে পড়ল ও। অনেক কষ্টে বমি চাপল। ঘামছে দরদর করে। চাপ সহ্য করতে না পেরে ধপ করে বসে পড়ল মেঝেতে।

কতক্ষণ বসে ছিল খেয়াল নেই। ভেসপার এসে ডাকল। 'মরা মুরগির মত হয়ে গেলে দেখি! এত ঘাবড়ে যাবার কী আছে? অন্যায় তো কিছু করোনি। দুটো শয়তানকে যমের বাড়ি পাঠিয়েছ। তা ছাড়া ক্ষতিও ওরা কম করেনি। ব্যাঙ্কারকে মেরেছে, বেলকে ঘায়েল করেছে। সুযোগ পেলে আরও লোক মারত। তোমার কোনও ভুল হয়নি, নেভিল। বীরের মত মাথা তুলে দাঁড়াও।'

দেয়ালে হেলান দিল নেভিল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। চোখ রাখল ভেসপারের দিকে। 'হয়তো তুমিই ঠিক। তাও জলজ্যান্ত দু'জনকে মেরে ফেলা! নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে। আচ্ছা, তুমি কখনও মানুষ মেরেছ?'

'না,' অকপটে স্বীকার করল ভেসপার। 'মারলে হয়তো তোমার মত অবস্থা হতো আমারও। ওসব ভেবে কাজ নেই। তারচেয়ে চলো, গলা ভেজাই বরং। বসে থাকার কোনও মানে হয় না।'

দু'জনে চলল হ্যালো'স স্যালুনে। গলা ভেজাল। লাশদুটো

বইঘর.কম

ইতিমধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গ্রে-র পেছনের ঘরে। লাশ সরানো শেষ হতেই কেভার, হ্যালোসহ আরও অনেকেই এসে হাত মেলাতে শুরু করল নেভিলের সঙ্গে। ওকে ধন্যবাদ জানাল। বলল, নেভিল না থাকলে তিনটে বদমাশই আজ পালিয়ে যেত। ওর শুটিঙের প্রশংসা করল।

ওসব কানে না তুলে হুইস্কি গিলে চলল নেভিল। কোনও বাহবাই চাঙ্গা করতে পারল না ওকে। শূন্যতা সেঁটে রইল মনে।

'ওদের পরিচয় জানো?' জিজ্ঞেস করল খানিক পর।

কেউ জবাব দিতে পারল না। ভেসপার বলল, 'সর্দারটা মাঝবয়সী। আরেকটা ছোঁড়া, বয়স বেশি না। উনিশ-কুড়ি হবে। মনে হয়, ওরা বাপ-ব্যাটা। যেটা পালিয়েছে, সেটাও ছেলেই হতে পারে।'

একটু পরেই ঘটনাস্থলে হাজির হলো শেরিফ, হান শেফার। উল্টে-পাল্টে দেখল লাশগুলো। চিনতে পারল না। শেষে পসি জড়ো করল। পলাতক আসামীর ট্রেইল ধরে চলে গেল মরুভূমির দিকে।

দু'দিন পরে পসি যখন ফিরে এল, তখন নেভিলের দেহে চূড়ান্ত ক্লান্তির ছাপ। মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। শেরিফ হান মাথা নাড়ল শহরবাসীর উদ্দেশে।

'ছোকরা ঝোপঝাড়ের আড়ালে গিয়ে মরেছে হয়তো,' বলল হান। 'ওর ঘোড়াটার চিহ্নও মেলেনি। হর্স পর্বতের ওদিকটায় কিছু ছাপ ট্রাক করা গিয়েছিল, ওগুলো বেশিদূর যায়নি। মরুভূমি গিলে খেয়েছে ওকে। হারিয়ে গেছে খুদে শয়তান।'

নেভিলের মন সায় দিল না। পরবর্তী দু'সপ্তাহের প্রতিদিন শহরের বাইরে তল্লাশি চালাল ও। হানের সঙ্গেও ঘ্যানর ঘ্যানর করল রোজ। কিছুই জানাতে পারল না শেরিফ। তবে নিহতদের পরিচয় আবিষ্কার করতে পারল। আশপাশের শহরগুলোতে ছবি

বইঘর.কম

পাঠানো হয়েছিল। ওভাবেই খবর এসেছে।

'ওদের দলটার নাম বেরি গ্যাং,' হান জানাল। 'লেইন আর ডগলাস শহরে ভাল ঝামেলা পাকিয়েছে ওরা। শেরিফ ক্যালিস চিনেছে। পালের গোদাটা চাক বেরি। আরেকটা হলো ফেস বেরি। চাকের বড় ছেলে। যেটা পালিয়েছে, সেটা ছোট ছেলে। নিক বেরি।'

'বেঁচে থাকলে ফিরবে নিক,' দাঁতে দাঁত পিষল নেভিল।

সাবধানে নেভিলকে দেখল বৃদ্ধ শেরিফ। 'এসব নিয়ে ভেবে মোরো না। মনে হয় না বেঁচে আছে। তবে যদি বেঁচেও যায় ভাগ্যের জোরে, এদিকে ফেরার দুঃসাহস আর করবে না। যা খেল্ দেখিয়েছ! আতঙ্কে ওর নাড়িভুঁড়ি পেঁচিয়ে গেলে অবাক হব না।'

নেভিল বাড়ি ফিরল। শেরিফের সান্ত্বনা স্বস্তি দিল না ওকে। ভেসপারের মত ওকে ছেলে ভুলানো কথা বলছে শেরিফ। কিন্তু তাতে সত্যিটা বদলে যায়নি। ছেলেটার বাবা আর ভাইকে মেরেছে ও। বেঁচে থাকলে ফিরে আসার জন্য এই কারণই যথেষ্ট।

রাতে হেরম্যান ক্রস র‍্যাঞ্চে ফিরল। সেদিনের ঘটনার পর এই প্রথম তার বাড়ি ফেরা। প্রথমেই জানাল, 'ব্যাঙ্কটার দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছি, নেভিল। কমিউনিটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য ওটা চালাতেই হবে। কাজটা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব না। ব্যাঙ্কের শেয়ার আছে আমার। ব্যবসাও কমবেশি বুঝি। তা ছাড়া বেল ফ্রিম্যান তো আছেই। সবাই মিলে সামলে নেব। ঝামেলা হবে না আশা করি।'

নেভিল মুখ ফেরাল অন্যদিকে। পলিটিক্সের সঙ্গে ব্যাঙ্কও জুটল আবার? বাবার সিদ্ধান্তে একমত না হলেও আওয়াজ তুলতে সাহস পেল না ও। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। উঠোনে ঘাস নেই, ফুল নেই, আছে একরাশ ধুলো। ওর ভাগ্যের সঙ্গে পড়ে থাকা ধুলোর মিল খুঁজে পেল নেভিল। প্রবল হাওয়া

বইঘর.কম

যেখানে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, বাধ্য হয়ে সেখানেই যেতে হবে ওকে।

'ঠিক করেছি,' নেভিলের কাঁধে হাত রেখে বলে চলল হেরম্যান, 'তোমাকে ব্যাঙ্কিং শেখাব। বেল ফ্রিম্যান বেশ পটু, তোমাকে সাহায্য করবে। কিন্তু প্রথমে আমি শিখব। তা ছাড়া ক'দিন বাদেই লরার সঙ্গে বিয়ে হবে তোমার। সংসার হবে। তখন তোমরা রাঞ্চে থাকতে পারবে না। শহুরে মেয়েরা রাঞ্চের জীবনধারার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না। শহরে তোমাদের জন্য বাড়ির ব্যবস্থা হবে। ওখানে থাকবে তোমরা। ব্যাঙ্কের দায়িত্ব বুঝে নেবে। তবে তাড়াহুড়োর কিছু নেই। এখানকার কাজ চালানোর জন্য লোক খুঁজতে হবে আগে। আমরা ধীরে ধীরে সবই করব।'

চুপচাপ শুনে গেল নেভিল। বাবার অবাধ্য হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারও ক্ষমতা নেই হেরম্যানের মুখের ওপর কথা বলে। বাড়াবাড়ি একদম প্রশ্রয় দেয় না হেরম্যান ক্রস।

ছেলেকে একগাদা প্ল্যান শুনিয়ে গটগট করে চলে গেল হেরম্যান। নেভিলের কিছু বলার থাকতে পারে ভাবলও না। তবে মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল নেভিল। নিক বেরির একটা ব্যবস্থা করার আগে বিয়ে করবে না ও। কিছুতেই না।

এরপর কেটে গেল বেশ কিছুদিন। নেভিল নিয়মিত ধর্না দিয়ে চলল শেরিফ হানের দরজায়। ধৈর্য হারিয়ে ফেলল বুড়ো শেরিফ।

'উফ্! মাথাটা গেছে তোমার, নেভিল,' অবশেষে বলল একদিন। 'আমি বলছি, ওই ছোঁড়া বেঁচে নেই।'

বরাবরের মত সেদিনও বাড়ির পথ ধরল নেভিল। মন অশান্ত। এর প্রায় সপ্তাহখানেক বাদে একটা চিঠি এল ওর নামে। পোস্টমার্ক দেখে বোঝা গেল, সল্টলেক সিটি থেকে এসেছে

বইঘর.কম

ওটা। খামটা খুলতেই ভেতর থেকে এক টুকরো কাগজ বেরুল। সেখানে পেন্সিল ঘষে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা:

বাপ-ভাইকে হত্যার বদলা আমি নেবই। তৈরি থেকো।
—নিক বেরি

কাগজটার দিকে অনেকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল নেভিল। অবাক হলো না। এমনটাই আশা করছিল এতদিন। নোটটা হান শেফারকে দেখাল ও। ঘৃণায় কপাল কুঁচকে গেল বুড়ো শেরিফের।

www.boighar.com

'পাগলামি,' জোর দিয়ে বলল শেরিফ। 'ঘটনাটা জানতে তো এ তল্লাটে বাকি নেই কারও। তাই খামোকা তোমাকে ভয় দেখাতে চাইছে এসব করে। ঈশ্বরের দোহাই, এসব ভুলে যাও, নেভিল। স্রেফ ভুলে যাও। ওই ছোকরা কিছুতেই ফিরবে না। আমি বলছি।'

আতঙ্কটা ঝুলে রইল নেভিলের সঙ্গে। প্রতিটা ঝোপঝাড়ের পেছনে নিক বেরির লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা ওকে সিঁটিয়ে তুলল। শেরিফের ধারণা সত্যি কি মিথ্যে, তা যাচাই করা সম্ভব নয়। অস্থির হয়ে উঠল ও। কেবলই মনে হলো, বেঁচে যখন আছে নিক বেরি, সে ফিরবে... অবশ্যই ফিরবে!

বইঘর.কম

দুই

আট বছর পর।

আচমকা ঘুম ভাঙল নেভিলের। এপ্রিলের শীত কামড় বসাচ্ছে চামড়ায়, অথচ ঘেমে নেয়ে একাকার অবস্থা ওর। হাত-পা কাঁপছে ঘামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। সূর্য উঠি উঠি করছে। প্রকৃতি এখনও সচল হয়নি। বিছানায় উঠে বসল ও। দুঃস্বপ্নটা ফের হানা দিয়েছে। গত আট বছর ধরে ওই একই আতঙ্ক জ্বালিয়ে খাচ্ছে ওকে—নিক বেরির সেই হুমকি। রাত্রি হলেই আতঙ্কটা ফিরে আসে, রীতিমত হামলা চালায় ওর ওপর।

কাঁপা ভাবটা কমে গেল ক্রমশ। ঘাড় ঘুরিয়ে লরার দিকে তাকাল নেভিল। আবছা আলোতেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে অবয়ব। বরাবরের মতই স্নিগ্ধ লাগছে ওকে। হয়তো ওর ভালবাসাই আরও সুন্দর করেছে প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে। হ্যাঁ, তা-ই হবে। নিশ্চিত হলো নেভিল মনে মনে।

স্ত্রী আর পাঁচ বছরের মেয়ে পেনিকে নিয়ে ওর সংসার। এখন আর ওদেরকে বাদ দিয়ে নিজেকে ভাবতে পারে না নেভিল। সেজন্যেই হয়তো দুঃস্বপ্নটা তীব্রতা পেয়েছে। ছুরির মত খোঁচাচ্ছে মগজের আনাচে-কানাচে। রাতভেদে সামান্য এদিক-সেদিক হয় স্বপ্নটা—তবে সেটার বক্তব্য অভিন্ন। স্বপ্নে কখনও বাড়ি এসে দেখে পেনি কিডন্যাপ হয়েছে, কোনও দিন লরা খুন হয়, অথবা

বইঘর.কম

নিজে মারা পড়ে পেছন থেকে গুলি খেয়ে। আর এসব ঘটায় চেহারাহীন এক নরপিশাচ। ওকে কখনও ধরতে পারে না নেভিল, কখনও ঠিকমত দেখতে পায় না। শুধু বিশ্বাস করে, অপচ্ছায়াটা নিক বেরি। এর পেছনে কোনও যৌক্তিক ব্যাখ্যা নেই, কিন্তু বিশ্বাসটা ওর বদ্ধমূল।

বরাবরের মতই দুঃস্বপ্নটা কেটে যেতে ব্যস্ত হয়ে উঠল নেভিল। বিছানায় থাকতে ইচ্ছে হলো না। সাবধানে চাদর সরিয়ে নেমে এল। খেয়াল রাখল যেন লরার ঘুম না ভাঙে। হ্যাঙার থেকে জামা-কাপড় তুলে সাবধানে কামরা থেকে বেরিয়ে এল ও। পোশাক গায়ে চাপিয়ে চলল পেনির ঘরে। উঁকি দিয়ে দেখে নিল মেয়েকে... মনের সান্ত্বনার জন্য। নিশ্চিত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে চলল নিচতলায়। রান্নাঘরে আগুন জ্বালিয়ে কফির পট চাপাল। তারপর বাইরে গেল লাকড়ি আনতে।

পুবের জুনিপার ঘেরা রিজে উঁকি মারতে শুরু করেছে ভোরের সূর্য। হিমেল বাতাস এতটুকু কমেনি তাতে। শরীর গরম রাখতে দ্রুত হাত চালাল নেভিল। কাঠ কেটে লাকড়ি বানাচ্ছে। ভুলে থাকতে চাইছে দুঃস্বপ্নটা। কাজে ব্যস্ত থাকলে ওটা জ্বালাতন করার সুযোগ পায় না।

ঘরে ফিরল নেভিল। কফি প্রায় তৈরি। সাবধানে কাপ ভরে নিল। ফুঁ দিতে দিতে মনে করল বাবার কথা। বছর চারেক আগে পৃথিবীর মায়া ছেড়েছে হেরম্যান ক্রস, অথচ এখনও ওর জীবনটা আটকা পড়ে আছে তার তৈরি করা নিয়মকানুনে। বাবার কথামত ওরা এসে উঠেছে ক্যাসকেড সিটিতে। ব্যাঙ্কের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। দায়িত্বটা বুঝে নেয়া সম্ভব হয়েছে বেল ফ্রিম্যানের অকুণ্ঠ সাহায্যের কারণে। শুরুতে তেমন কিছুই জানত না নেভিল, ওকে হাতেকলমে ব্যাঙ্কিঙের খুঁটিনাটি শিখিয়েছে লোকটা।

বইঘর.কম

সত্যি বলতে কী, ব্যাঙ্কিঙে তেমন আগ্রহ ছিল না নেভিলের। বরং রাঞ্চটাকেই ভালবেসে ফেলেছিল। বহুবার ভেবেছে বেলের ঘাড়ে ব্যাঙ্কের ঝামেলা চাপিয়ে দিয়ে ফিরে যাবে ওখানেই। পারেনি। এর জন্যে হয়তো বাবার ইচ্ছাই দায়ী, অথবা না। সত্যিটা পুরোপুরি ঠিক করে উঠতে পারে না নেভিল। উত্তর খুঁজে পায় না সব প্রশ্নের।

এসব নিয়ে কারও সঙ্গে আলাপ করেনি ও। লরার সঙ্গেও না। বুড়ো ডাক্তার আর শেরিফকেও এড়িয়ে গেছে, যদিও ওদের বন্ধুই ভাবে। চেষ্টা করেছে ভাবনাটা মনে ঠাঁই না দিতে। তবে ভেতরে ভেতরে জানে, ব্যাপারটা হয়েছে নিক বেরির জন্য। শয়তানটা ফিরে আসতে পারে—সেই আশঙ্কায়। যদি সেই আট বছর আগেকার মত ব্যাঙ্কে হামলা চালায়? তা হলে সামাল দিতে ওকেই রুখে দাঁড়াতে হবে।

কফিটা শেষ হবার আগেই ডাইনিঙে ঢুকল লরা। উদ্বেগমাখা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে তোমার? এত সকালে...'

'কিচ্ছু হয়নি,' ওকে আশ্বস্ত করল নেভিল। 'হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করল না আর। তাই...'

আলতো করে ওকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল লরা। 'বব ম্যালে আর স্লিক বরিসকে নিয়ে ভাবছ, তাই না? তোমার সাধ্যমত তো করেছ। সবার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে আর কতদিন ভুগবে?'

'সব বুঝি,' দুঃস্বপ্নের কথাটা চেপে গেল নেভিল। ব্যাপারটা কখনও খুলে বলা হয় না লরাকে। শুনলে ও কীভাবে নেবে সেটা ভেবেই নীরব থাকে। হয়তো ওর ভয়টাকে অমূলক ভেবে উড়িয়ে দেবে। 'তোমার মনে আছে, লরা, বাবার ওপর কেমন খেপে যেতাম? ভাবতাম অন্যদের মত আমাকেও নিজের ইচ্ছার পুতুল বানাতে চায়। কিন্তু বাবা বিচক্ষণ মানুষ ছিল... এখন সেটা বুঝতে পারছি হাড়ে হাড়ে। পুরনো উপদেশগুলো খুব মনে পড়ে।'

বইঘর.কম

ছোট্ট করে হাসল লরা। 'বুদ্ধি ছিল বটে তোমার বাবার। কিন্তু মন বলে কিছুই ছিল না। স্রেফ পাষাণ।'

'মনও ছিল,' জোর দিয়ে বলল নেভিল। 'সকালেই বাবার কথাটা মনে পড়ল। বলেছিল, বেশিরভাগ মানুষেরই টাকা-পয়সার ব্যাপারে বুদ্ধি খাটো। টাকা ওরা জমায় ঠিকই, অথচ সামান্য লাভের টোপ ফেললেই ফুঁ মেরে উড়িয়ে দেয় সঞ্চয়। ঠিক সেটাই ঘটতে শুরু করেছে আমাদের এখানে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল লরা। এরপর স্বামীকে ছেড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ব্রেকফাস্ট তৈরিতে। স্ত্রীর অবস্থাটা বোঝে নেভিল। জানে লরা কী বলতে চায়। ও চায় নেভিল সবাইকে যার যার টাকা বুঝিয়ে দিয়ে ঝামেলামুক্ত হোক। তারপর যার টাকা সে চাইলে বিনিয়োগ করুক বব আর বরিসের প্রজেক্টে। কিন্তু জেনেশুনে নেভিল সেটা হতে দিতে পারে না। তেমন শিক্ষা বাবার থেকে পায়নি ও। আর শিক্ষাটাই প্রমাণ করে, একরোখা হলেও হৃদয়হীন ছিল না হেরম্যান ক্রস।

ওরা ঘৃণায় ভরিয়ে দেবে জীবনটা, বলেছিল হেরম্যান, কিন্তু তোমার বুদ্ধি ওদের থেকে বেশি। ক্ষমতাও বেশি। ওরা অভিশাপ দেবে, গাল দেবে। সেসব শুনে যদি তুমিও ওদের সঙ্গে তাল দাও, তবে দেখবে সেজন্যেও ওরা দোষ দেবে তোমাকেই।

বিমর্ষভাবে মাথা সারল নেভিল। আর কোনও কথা হলো না স্বামী-স্ত্রীর মাঝে। খাওয়া শেষ হতেই নেভিলের গালে চুমু খেল লরা, ফিসফিসিয়ে বলল, 'মন খারাপ কোরো না। আমি আর পেনি তো আছিই তোমার পাশে।'

'জানি,' হাসল নেভিল। 'হাল ছাড়ছি না। ঠিক কাজটা করব, যেভাবেই হোক।'

'বাবার শিক্ষাটুকু ধরে বসে আছ এখনও,' ঠোঁট বাঁকাল লরা। সামান্য বিরক্তির আভাস মিলল তাতে। 'উনি অন্য দশজনের মত

বইঘর.কম

সাধারণ হলে কী দোষ হতো, ভাবি মাঝে মাঝে।'

'সাধারণ ছিল না বাবা,' শান্তভাবে বলল নেভিল। 'আমি তো তারই ছেলে। বাবার দায়িত্ব হয়তো আমাকে মানায় না। তবুও কাঁধটা যখন আছে, বোঝা তুলতেই হবে।'

লরাকে চুমু খেয়ে মাথায় হ্যাট চাপাল ও। বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। পেনি এখনও ওঠেনি। সাধারণত নেভিল বেরুবার পরেই ওঠে। দ্রুত পথ ধরে নদীর দিকে হেঁটে গেল ও। এক মুহূর্তের জন্য থমকে তাকাল স্রোতের দিকে। শীতল জলস্রোত, বয়ে চলেছে ধীর গতিতে। নদীর উৎপত্তি আরও কয়েক মাইল দক্ষিণে। চলে গেছে কলাম্বিয়ার দিকে। জলের ওপর ধোঁয়ার মত ছড়িয়ে রয়েছে কুয়াশার চাদর। সূর্য আরেকটু মাথা তুললেই বিদেয় হবে। জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির মিল অনেক। দুটোই বহমান, ধোঁয়াটে।

পাইনে ঘেরা এবড়োখেবড়ো পথ ধরে মেইন স্ট্রিটে উঠে এল ও। বাঁক ঘুরে চলল ব্যাঙ্কের দিকে। বাবা মারা যাবার পর তেমন একটা বদলায়নি শহরটা। রেলরোড, কারখানা, সেচ... সব প্রজেক্ট এখনও স্বপ্ন। একদিন এসব সত্যিই বদলে যাবে, নেভিল নিশ্চিত।

হেরম্যান ক্রস উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলেও ধৈর্যশীল ছিল। আইনসভার সদস্য পদটা পাবার পরেও সেভাবে কাজ এগোতে পারেনি। ডেশুটসের এদিকটায় যেসব উন্নয়ন করতে চেয়েছিল, পারেনি। কিন্তু হার মেনে নেয়নি তাতে। ভেঙে পড়েনি। বলত, ভাগ্য নিজের মত দিক বদলায়। নিজের গতিতে চলে। মানুষ কেবল তৈরি করতে পারে নিজেকে, ভাগ্যে বাধা দিতে পারে না।

নেভিল জানে, বাবার অনেক কিছুই নেই ওর। তার মত ধৈর্যও নেই।

ব্যাঙ্কে পৌঁছল ও। দরজা খুলে পা রাখল ভেতরে। বেল ফ্রিম্যান আগুন জ্বেলেছে ফায়ার-প্লেসে। উঁচু টুল নিয়ে জানালার

বইঘর.কম

ধারে বসে হিসাব দেখছে। কাজপাগল লোক বেল। তবে সারাদিন একটানা খাটুনির পিছনে ঝগড়াটে বউটারও ভূমিকা কম নয়। বাড়ি ফিরলেই কান ঝালাপালা করে দেয় ওই মহিলা। তাই ইচ্ছে করেই ব্যাঙ্কে ওভারটাইম খাটে বেল।

'গুড মর্নিং, বেল,' নিজের অফিস-কামরার দিকে এগোতে এগোতে সম্ভাষণ জানাল নেভিল। 'আজ এত সকাল সকাল?'

'তুমিও তো সকাল সকাল এসেছ,' হাসল বেল।

'ঘুমটা ভাল হয়নি। তাই আগেভাগেই এলাম।' টুপি খুলে অফিসঘরে ঢুকল নেভিল। ভেতর থেকে বেলকে দেখল একবার। আট বছর আগে গুলি খেয়েছিল লোকটা। দুঃস্বপ্ন কি ওরও আসে ঘুমের ঘোরে? নিক বেরির আতঙ্কে ভোগে? বেলের বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। চেহারা দেখে আরও বেশি লাগে। মুখটা বিবর্ণ, ভোঁতা। সেবার আহত হবার পর থেকে শারীরিকভাবে তেমন শক্ত নেই আর। শীতকালে কষ্ট বাড়ে। ডাক্তার গ্রে তেমন একটা সাহায্য করতে পারেনি।

কাগজপত্র থেকে চোখ তুলল বেল। বলল, 'দুশ্চিন্তা কোরো না। কী হবে ভেবে? বব ম্যালেকে হারাতে চাইলে শুধু টেনশন করলে চলবে না।'

'হুম, কিছু একটা তো করতেই হবে,' দাঁতে দাঁত পিষল নেভিল। 'শালাকে খুনও করে ফেলতে পারি।'

'নিজেও ফাঁসিতে ঝুলবে,' ওকে মনে করিয়ে দিল বেল।

দেয়ালের হুকে হ্যাট ঝোলাল নেভিল। দরজা ভেজিয়ে বসে পড়ল চেয়ারে। কঠিন সমস্যা। জীবনে এই প্রথম কাউকে খুন করবার ইচ্ছে করছে। কিন্তু শয়তানটাকে মেরে ফাঁসিতে ঝোলার খায়েশ নেই। নিজেকে প্রমোটার দাবি করলেও স্রেফ ঠগ ছাড়া আর কিছুই নয় বব ম্যালে। মানুষ পটাতে ওস্তাদ। নিমিষে লোকের বিশ্বাস হাতিয়ে নেয়। কীভাবে পারে, ভেবে অবাক হয়

নেভিল। কেবল ডাক্তার গ্রে, বেল ফ্রিম্যান আর শেরিফ ক্যালিস ছাড়া সবাই ফেঁসেছে ওর জালে। কেউ লোকটার ছলনা বুঝতে পারছে না।

কয়েকটা চিঠি লেখা প্রয়োজন। শুরু করতে পারল না নেভিল। দোয়াতে কলম ডুবিয়ে "ক্যাসকেড সিটি, অরেগন, এপ্রিল ২৮..." পর্যন্ত লিখেই থমকে গেল। হেলান দিল চেয়ারে। মাথায় ঘুরপাক খেল ববের মুখটা। ওর জন্যই আজ পুরনো বন্ধুরা নেভিলকে শত্রু ভাবতে শুরু করেছে। ভেসপার এড, হ্যালো ভন, কেভার বিন... সবাই আজ ওকে ঘৃণার চোখে দেখে। অথচ কত ঘনিষ্ঠতাই না ছিল ওদের সঙ্গে!

ন'টার দিকে ব্যাঙ্ক খুলল বেল। একটু পরে চলে এল নেভিলের ঘরে। ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরল নেভিল। বেলের পায়ে ক্যাঙ্গারুর চামড়ায় তৈরি জুতো। বেড়ালের মত নিঃশব্দ ওর গতিবিধি।

'আবার হানা দিয়েছে,' ঠোঁট উল্টাল বেল। 'লোন চায়, ববের প্রজেক্টে ঢালবে।'

'এবারের বোকাটা কে?'

'টম রড।'

মুখ দিয়ে বিজাতীয় আওয়াজ করল নেভিল। টমকে এই কাতারে দেখবে আশা করেনি। ওকে ফিরিয়ে দিতেও বাধছে। লোকটা ওর বাবার মত। ক্রস রাঞ্চে কাজ করতো। বাবার থেকে ওকেই বেশি কাছে পেত নেভিল। পশ্চিমে টিকে থাকার শিক্ষা নেভিল ওর থেকেই পেয়েছে। ঘোড়া, গরু, রাইফেল, ফাঁদ... এসব চিনতে শিখেছে। ডেশুটসের বড়বড় জানোয়ারগুলোকে পাকড়াও করবার কায়দা শিখিয়েছে টম। সফল না হওয়া পর্যন্ত উৎসাহ জুগিয়ে গেছে ক্রমাগত। রাঞ্চের পুবের লাভা কেইভেও একত্রে অভিযান চালিয়েছে ওরা কত বার! শিকারেও গেছে জোট

বইঘর.কম

বেঁধে।

এরপর প্রেমে পড়ল টম। মাসিক মাত্র তিরিশ ডলারে সংসার চালানো সম্ভব না জেনে নিজেই খামার চালু করল। আর এখন কিনা এসেছে টাকা নিয়ে ওই বদমাশ ববটার গর্তে ঢালতে! কীভাবে ওকে ফিরিয়ে দেবে নেভিল? ওর কাছে ঋণ যে অনেক!

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নেভিল। এগিয়ে গেল জানালার দিকে। বেল সাবধান করে দিল, 'আবেগের ফাঁদে পা দিয়ো না। ওকে লোন দেয়া ঠিক হবে না।'

'কত চায় ও?'

'এক হাজার।'

'এ-সপ্তাহে লোন নিতে এসেছে ক'জন?'

'সাতজন।'

কিন্তু বাকিদের সঙ্গে টমের তুলনা চলে না। টমের গুরুত্ব নেভিলের কাছে অনেক বেশি। চার সন্তানের পিতা লোকটা। ছ'জনের সংসার চালাতে হয় তাকে। কাপড় দিতে হয়। এ-সবই চলে খামারটার কল্যাণে। কষ্ট হয়, কিন্তু থেমে নেই ওর জীবন। অথচ সেই নিরাপত্তাটুকুই খসে পড়বে আরও ব্যাঙ্ক লোন নিলে।

'ওকে আমার কাছে পাঠাও,' বলল নেভিল।

মুহূর্তকাল দ্বিধা করল বেল। বলল, 'ওকে আর একটা পয়সাও লোন দেয়া যাবে না, নেভিল। খামারটা বন্ধক রেখে এখন পর্যন্ত কম টাকা নেয়নি।'

'জানি। ওকে পাঠাও আমার কাছে।'

'পাঁড় মাতাল হয়ে আছে। বরং তাড়িয়ে দিই...'

'উফ্! এক কথা বার বার বলাও কেন? যাও, গিয়ে এক্ষুণি পাঠাও!'

হুকুম শুনে গোমড়ামুখে বেরিয়ে গেল বেল অফিস থেকে। টমকে সামলাতে বেগ পেতে হবে, বুঝল নেভিল। সাধারণত

বইঘর.কম

মাতাল হয় না ও, হলে হিংস্র হয়ে যায়। চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলল টম। নেভিলের চোখ আপনিই গেল টমের গানবেল্টে। সেখানে ঝুলছে সিক্সশুটার। ওদের রাঞ্চ থেকে চলে যাবার পর এই প্রথম ওকে অস্ত্র বহন করতে দেখল নেভিল।

'এসে ভালই করেছ,' ওকে একটা চেয়ার দেখিয়ে আসন নিল নেভিল। 'গতমাসের পর আর দেখা হয়নি।'

বসল না টম। দরজায় হেলান দিয়ে চোখ রাঙাল। শরীরটা ছোটখাট হলেও বেশ চওড়া। শক্তপোক্ত খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিচ্ছবি। অথচ ম্যানেজার হিসাবে জঘন্য—খামারটাই তার সাক্ষী। এ তল্লাটে টম ছাড়া অন্য কোনও কাউবয় খামার গড়ার কাজে হাত লাগায়নি। প্রথম থেকেই লসে চলছে ওর ব্যবসা।

'গপ্পো করতে আসিনি,' তেজের সঙ্গে জানান দিল টম। 'কিছু টাকা ধার চাই। বেল বলল তুমি নাকি কাউকে লোন দিচ্ছ না আজকাল? আশা করি আমার বেলায় সেটা প্রযোজ্য হবে না?'

'ব্যাঙ্কের স্বার্থেই দিচ্ছি না,' সাফ জানাল নেভিল। 'কিন্তু তুমি চাইলে নিজের পকেট থেকে দেব। কত চাই বল?'

'ভিক্ষা চাই না,' বলল টম। 'লোন চাই। আমার কিছু সিকিউরিটি তো আছে। জমি আছে, কিছু গরু আছে...' থেমে গেল সে। হাতের পিঠ দিয়ে মুখ মুছল। ক্রোধ প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে। 'ধুত্তোরি! জানোই তো কী আছে আমার। টাকা দিলে খোয়াবে না, বিশ্বাস রাখতে পারো।'

'হঠাৎ টাকা চাই কেন?'

'তাতে ব্যাঙ্কের কী? আমার টাকা আমি যেভাবে খুশি খরচ করব।'

'ব্যাঙ্কের অনেক কিছু। বব ম্যালে আর স্লিক বরিস বাজে

বইঘর.কম

লোক। ধান্ধাবাজ ওরা। সেচের প্রজেক্ট পুরোটা ধোঁকা। তোমাদের থেকে টাকা হাতানোর মতলব ছাড়া আর কিছুই নয়।'

ঘৃণার সঙ্গে ওকে দেখল টম। 'এতদিন ধরে কিছুই শেখাতে পারলাম না তোমায়...'

'টম, তোমার কাছে আমি ঋণী... স্বীকার করছি,' উঠে দাঁড়াল নেভিল। 'তোমাকে সাহায্য করবার জন্য আমি এক পায়ে খাড়া। তবে সাহায্যটা শুধু তুমি পাবে, বব বা বরিস না।'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে টেবিলের দিকে এগিয়ে এল টম। 'এতদিন ধরে ব্যাঙ্ক চালিয়েও তো শহরটার জন্য কিছুই করতে পারোনি বাপ-ছেলে। কিচ্ছু না! এখন বব আমাদের সাহায্য করছে, তাতেও সমস্যা? তুমি আসলে চাও না আমাদের ভাল হোক।'

'তোমাদের ভালটাই চাইছি। বাঁচাতে চাইছি তোমাদের।' ধৈর্যের পরিচয় দিল নেভিল। 'এখন হয়তো বুঝতে পারছ না...'

বাদ সাধল টম। 'বব ঠিকই বলে। তুমি অনেক বেশি মুনাফা চেয়েছিলে। তাই ও সোজা আমাদের কাছে এসেছে অফার নিয়ে। তোমাকে আরও মোটাতাজা বানাতে চায়নি ও। সে-কারণেই তোমার এত রাগ।'

'ও একটা মিথ্যুক,' বলল নেভিল। 'ভুয়া প্রজেক্টে পয়সা ঢালার শখ নেই আমার।'

'মিথ্যুক?' মুখ ঝামটা দিল টম। 'তোমার চিঠি আছে ওর কাছে। সেখানে তুমি পঞ্চাশ হাজার ডলারের শেয়ার দাবি করেছ।'

'নিজের চোখে দেখেছ?'

'লি ফ্রেট, স্যাম রোড দেখেছে।' মুঠি পাকাল টম। 'তোমার এত অধঃপতন হবে, আগে বুঝিনি। আসলে ব্যাঙ্কার হলে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। টাকার লোভে পাগল হয়ে যায়।'

বইঘর.কম

'তোমার ধারণা ভুল,' ছোট্ট করে বলল নেভিল।

ঠায় দাঁড়িয়ে রইল টম। চোখে বিন্দু বিন্দু জল জমা হলো ক্রমশ। সিক্সশুটারের হাতলে আঙুল ছোঁয়াল। 'টাকাটা চাই-ই চাই। পরিবারকে ঠিকমত খেতে দিতে পারি না। দিনের মধ্যে ষোলো ঘণ্টা কাজে লেগে থেকেও লাভ হয় না। টাকাটা দিলেই দলে নেবে বব। বলেছে ছয় মাসে দ্বিগুণ হবে লাভ।'

'হবে না।' টেবিলের ওপর ছোট্ট একটা স্বর্ণঈগল রাখল নেভিল। 'এটা নিয়ে যাও। আপাতত চলবে কিছুদিন। টাকা ফুরালে আবার এসো, ব্যবস্থা করে দেব। রাঞ্চে তোমার পুরনো চাকরিটাও ফেরত পেতে পারো চাইলে।'

'এক হাজার ডলার চাই, নেভিল,' সিক্সশুটার তুলল টম। 'টাকা দাও, নয়তো মরো। জীবনে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছি। আর না। ওপরে ওঠার সুযোগ হারাব না কিছুতেই।'

'বোকামি কোরো না, টম, অস্ত্রটা সরাও।'

'এটা বোকামি না,' খেঁকিয়ে উঠল টম। 'ক্ষুধার্ত সন্তানের কান্না শুনেছ কখনও? আমি শুনেছি। বাচ্চাদের জন্য কিছু করতেই হবে আমাকে, নেভিল। এক্ষুণি চেক লেখো। অথবা বেলকে ডেকে বলো হাজার ডলার ক্যাশ দিতে।'

জীবনের রুক্ষতা, ব্যর্থতা আর সামান্য হুইস্কি টমের মাথা গুলিয়ে দিয়েছে। একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠেছে লোকটা। বুঝতে পারছে নেভিল, ওর বিরুদ্ধে গেলেই মরতে হবে।

'দশ সেকেণ্ড সময় দিলাম,' থমথমে গলায় বলল টম।

'খুনখারাপি করলে ফাঁসিতে ঝুলবে।'

'কিচ্ছু যায়-আসে না। টাকা ঝাড়ো জলদি। অফারটা থাকতে থাকতেই ববকে জমা দিতে হবে।' www.boighar.com

ঝট করে খুলে গেল অফিসের দরজা। চমকে গেল টম, ওদিকে ঘুরে গুলি ছুঁড়ল। সময়মত ঝাঁপ দেয়ায় বেঁচে গেল বেল।

বইঘর.কম

ফের গুলি ছোঁড়ার আগেই ডাইভ দিল নেভিল। টেবিলের ওপর দিয়ে শূন্যে ভেসে এল। তড়িঘড়ি গুলি ছুঁড়ল টম, কিন্তু লাগাতে পারল না, পিছনের দেয়ালের চলটা ওঠাল কেবল। পরক্ষণে তার গায়ের ওপর আছড়ে পড়ল নেভিল। ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গেল লোকটা, আছড়ে পড়ল মেঝেতে। তার বুকের ওপরে চেপে বসল নেভিল।

আছাড় খেয়ে ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে গেছে টমের। দুর্বল হাতে ঘুসি ছুঁড়ল নেভিলের পাঁজরে। কিছুই হলো না তাতে। তার হাত মুচড়ে সিক্সশুটারটা কেড়ে নিল নেভিল। তারপর উঠে দাঁড়াল হাঁপাতে হাঁপাতে।

'পাগল হয়ে গেছ তুমি, টম!' রাগী গলায় বলল ও। 'তোমাকে এখুনি শেরিফের হাতে ধরিয়ে দেয়া উচিত।'

'না দিলে পাগলামি থামবে না,' তালে তাল মেলাল বেল।

একটু ভাবল নেভিল। 'না, সেটা উচিত হবে না। এতটা কঠোর হতে পারব না। তবে অস্ত্রটা রেখে দিচ্ছি।' ডেস্ক থেকে স্বর্ণঈগলটা তুলে নিল, গুঁজে দিল টমের বুক-পকেটে। 'বাচ্চাদের জন্য কিছু খাবার কিনে নিয়ো।'

উঠে দাঁড়াল টম, চোখে কোনও অনুতাপ নেই। সেখানে এখনও ঘৃণা। নেভিলকে শাসিয়ে বলল, 'বেল ঠিকই বলেছে। অস্ত্র কেড়ে আমাকে থামানো যাবে না। ধরিয়ে না দিয়ে ভুল করলে।'

টলতে টলতে বেরিয়ে গেল সে।

'এত দরদ না দেখালেও পারতে, নেভিল,' আক্ষেপের সুরে বলল বেল। 'তোমার বাবা হলে এতক্ষণে জেলে যেত পাগলটা।'

জবাব না দিয়ে দরজাটা আটকে দিল নেভিল। না, খেদ নেই মনে। বাবার মত কঠিন হতে পারবে না ও। তেমনটা হতে চায়ও না। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল জানালার ধারে। নিঃশ্বাস এখনও

বইঘর.কম

ভারী। বুকের ধড়ফড়ানি কমেনি। টম সত্যিই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল।

এপ্রিলের ঝোড়ো হাওয়া ধুলোবালি সঙ্গী করে উড়ছে। পথ ধূসর দেখাচ্ছে। ওপাশের সরাইখানাটাও প্রায় অদৃশ্য। মাঝে মাঝে চোরের মত উঁকি মারছে ধুলোর আড়াল থেকে। ব্যাঙ্কার হিসাবে এতদিন খারাপ ছিল না নেভিলের জীবন। অন্তত বব ম্যালে আসার আগে পর্যন্ত ঠিকঠাকই চলছিল সব। শয়তানটা একা আসেনি শান্তি নষ্ট করতে। সঙ্গে এনেছে পার্টনার স্লিক বরিস আর স্ত্রী কেসিকে। ওরা কেভারের শপে কয়েকটা ঘর ভাড়া নিয়ে অফিস খুলেছে। শহরের পুবের মরুভূমিতে সেচ প্রকল্পের টোপ ফেলে লোক টানছে। বড় বড় লাভের মুলো ঝোলাচ্ছে। মানুষও বোকার মত ঝাঁপিয়ে পড়ছে। অবশ্য তার জন্য ওদেরকে দোষও দেয়া যায় না খুব একটা। প্রায়-অশিক্ষিত, দরিদ্র একটা জনপদের কাছ থেকে আর কী-ই বা আশা করা যেতে পারে? www.boighar.com

ডেস্কে ফিরে এল নেভিল। ববের ওপর রাগটা সপ্তমে চড়েছে। আগুন জ্বলছে মাথায়। টমকে দোষ দেয়া যায় না আজকের ঘটনার জন্য। দায়ী বব। বদমাশটা শহরে না এলে এসব কিছুই হতো না। এখন একমাত্র উপায় ওকে এলাকাছাড়া করা। কথা না শুনলে জানে মেরে ফেলবার হুমকি দিতে হবে। নইলে এই উন্মাদনা থামানো যাবে না।

ড্রয়ার খুলে পয়েন্ট থ্রি এইট ক্যালিবারের পিস্তল বের করল নেভিল। বাবার শেষ কথাগুলো স্মরণ করে নিল গুলি ভরতে ভরতে। ক্যাসকেড সিটির মত ছোট শহরে ব্যাঙ্কের গুরুত্ব অসীম। কখনও কখনও মানুষকে ওদের নিজের হাত থেকেই বাঁচাতে হয়।

এতদিন তা-ই করার চেষ্টা করেছে নেভিল। মনে-প্রাণে। ফিরিয়ে দিয়েছে লোনের সব আবেদন, যাতে কেউ সর্বস্ব খুইয়ে

বইঘর.কম

পথে না বসে। কিন্তু তার জন্য ও নিজেও চক্ষুশূল হয়েছে অনেকের। বন্ধুরা ওকে শত্রু ভাবছে। মানুষের হতাশার বোঝা ওর ঘাড়ে এসে পড়ছে, এড়াতে পারছে না। না চাইলেও গেড়ে বসছে।

অস্ত্রটা পকেটে রেখে কোটের বোতাম লাগাল নেভিল। হ্যাটটা তুলে নিল হাতে। ববের সঙ্গে আজই একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে... এখুনি! দরকার হলে গুলি করে উড়িয়ে দিতে হবে ওর মাথার খুলি। নেভিল চাইছে, অজুহাতটা ববই সৃষ্টি করুক।

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এল ও।

তিন

ব্যাঙ্ক থেকে বব আর বরিসের অফিসটা খুব বেশি দূরে নয়। সোজা রাস্তা ধরে একদম শেষ মাথায়... উল্টো দিকে। রাস্তায় দাঁড়িয়েই হোটেল ডলফিনের উঠনে চোখ রাখল নেভিল। বেঞ্চে পাশাপাশি অলস ভঙ্গিতে বসে আছে কয়েকজন। লি ফ্রেট আর স্যাম রোড ওদের মধ্যে অন্যতম। গলাবাজিতে ওস্তাদ দু'জনেই। ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে যারা সুর চড়াচ্ছে তাদের মধ্যে ওদেরকে আলাদা করা সহজ। কথাসর্বস্ব ফার্মার ওরা। টম রডকে ওদের সঙ্গে দেখা গেল না। হাঁপ ছাড়ল নেভিল, আরেকবার পাগলটার মুখোমুখি হবার ইচ্ছে নেই।

হেঁটে এগোল নেভিল। রাস্তা পেরুল। সহজাত সঙ্কোচ সঙ্গী

বইঘর.কম

হলো ওর। আজকের দিনটাই হয়ে উঠতে পারে শহরের ইতিহাসে অন্যতম বিদ্রোহের নমুনা। বুকে আগুন জ্বেলে অপেক্ষায় আছে অনেকেই। চেনা লোকগুলোর সঙ্গে ঝামেলায় জড়াতে ভীষণ আপত্তি নেভিলের। সম্ভব হলে কেবল বহিরাগত পাপী দুটোকেই এক হাত নিতে চায়। চেনা মানুষগুলোকে বড্ড অচেনা লাগছে আজ। হয়তো ঝামেলা সত্যিকার অর্থেই এড়ানো অসম্ভব!

বাতাসে বয়ে চলেছে মৃদুমন্দ। কিছুক্ষণ আগের মত জোর নেই তাতে। ধুলোবালিতে ঢেকে নেই দৃশ্যপট। হ্যাটটা মাথাতে আরও চেপে বসাল নেভিল, যাতে নড়াচড়া কম করে। ভরা আসরে হ্যাটের পেছনে ছুটোছুটি করতে হলে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। বেঞ্চে বসা লোকগুলো হেসে লুটোপুটি খাবে। ওদেরকে সেই আনন্দ দিতে নারাজ নেভিল।

বেশ ক'জোড়া চোখ সেঁটে আছে ওর ওপর, বুঝল নেভিল। ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হলো। যদি বাধা দিতে চায়, লড়বে। আপাতত ওর প্রধান লক্ষ্য বব ম্যালে। বাকিদের সঙ্গে হাতাহাতি করে সময় নষ্ট করার কোনও ইচ্ছাই নেই। কিন্তু ওদের মতিগতি বোঝা ভার। নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। নিস্পলক।

পকেটে অস্ত্রটা মুখ লুকিয়ে আছে। ওজন দিয়ে জানান দিচ্ছে অস্তিত্ব। নেভিল চায় না ওটা নিয়ে শহরবাসীর ওপর চড়াও হতে। যদিও ওরা ঘৃণা করে নেভিলকে। কিন্তু ঘৃণাটা ছেলেমানুষি। আসলে ঘৃণা না বলে অভিমান বলা ভাল। ছোট্ট বাচ্চারা যেমন বাবার থেকে ক্যাণ্ডি না পেলে রাগ করে, ওরাও তেমনই রেগে আছে।

নেভিল হোটেলটার সামনে যেতেই হাঁক দিল ফ্রেট, 'ক্রস।'

থমকে গেল ও। চোখ ঘোরাল ফ্রেটের দিকে। 'কিছু বলবে?'

রাস্তাটা এখনই পেরুনো উচিত হয়নি, বুঝল নেভিল। এই লোকগুলোর সঙ্গে বিবাদে জড়াতে না চাইলেও নিজেকে ভীতু

বইঘর.কম

প্রমাণ করা চলবে না, কিছুতেই। অন্যমনস্ক হয়ে এদিকটায় চলে এসেছে। মনে মনে নিজেকে দুষল ও।

আপাদমস্তক নেভিলকে চোখ দিয়ে মাপল ফ্রেট। এরপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'শুনলাম টমও আমাদের দলে যোগ দিয়েছে। ওর মুখে তোমার স্বরূপটা এবার জানবে সবাই। আমরা তো চেঁচিয়েই যাচ্ছি। কিন্তু ওর কথার মূল্য বেশি। তোমরা তো বন্ধুই ছিলে, তাই না?' ফিচেল হাসি দিয়ে দম নিল ফ্রেট। 'গুলির শব্দ শুনে ভেবেছিলাম ফুটো করে দিয়েছে তোমাকে। এখনও বহাল তবিয়তে আছ দেখছি। আফসোস!'

আগেও বহুবার ওদের ভদ্রভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছে নেভিল। সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তাই আর নতুন করে জ্ঞান দিতে চাইল না। বলল, 'সত্যি! ঈশ্বর তোমাদের ইচ্ছার কোনও দাম দিল না।'

আরও কিছু বলার ইচ্ছা ছিল ওর। বাধা দিল স্যাম রোড। লাফিয়ে এসে হাত চেপে ধরল। লম্বা হাড় জিরজিরে চেহারা লোকটার। বুড়িয়ে গেছে চামড়া। দেখে মনে হয় জণ্ডিস রোগী। দুর্বল বাঁধনটা এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল নেভিল।

'তোমার ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাবার জন্য কি দামি বুট আর সুন্দর হ্যাট চাপিয়ে বাবু সাজতে হবে?' রেগেমেগে বলল স্যাম। 'সেটা সম্ভব না, ক্রস। আমরা গরীব ফার্মার। আমার তো মনে হয়, গরীব দেখেই টাকা দিতে তোমার এত আপত্তি! তাই না?'

'এগুলো তোমার মনের কথা না,' শান্তভাবে বলল নেভিল। 'আমাকে ভাল করেই চেনো। শুধু শুধু দোষ দিচ্ছ।'

'তুমি বহুরূপী। টাকার কাঙ্গাল,' খেপে গেল রোড। 'আমাদের দুর্ভাগ্য, শহরে একটাই ব্যাঙ্ক। আর সেটা চালায় তোমার মত মাথামোটা রাঞ্চার। গরীব ফার্মারদের সাহায্য করা যার কাছে অর্থহীন। আরে, গাধা, দেশের পঁচানব্বই ভাগ লোকই

বইঘর.কম

ফার্মার। এখন বলো, এটাও ভুল! বলো বাজে বকছি।'

'না, ঠিকই বলছ,' নিঃশর্তে মেনে নিল নেভিল।

নেভিল রাঞ্চার, তাই ফার্মারদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ পুষে রেখেছে, এমনটাই নিরীহ লোকগুলোকে বুঝিয়েছে বব ম্যালে। ব্যাঙ্ক খোলার আগে ওর বাবা মনেপ্রাণে একজন রাঞ্চার ছিল। নেভিলও রাঞ্চ চালিয়েছে বহু বছর। আর সেজন্যই পোশাক-আশাকে এখনও সেই ছোঁয়া মেলে। ওভাবে চলাচল করতে ভাল লাগে ওর। ধূর্ত ব্যবসায়ীর মত কোটপ্যান্টের ভাঁজে নিজেকে একদম দেখতে ইচ্ছে করে না। ওতে শান্তি নেই। আর এই পোশাকী ব্যাপারটাকেই ওর বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে বব। সবাইকে ভুল ধারণা গুলে খাইয়েছে।

এখন দ্বিমত করে লাভ নেই। জানে নেভিল। তাই ব্যাখ্যা করল না কিছুই। এর আগে বহুবার চেষ্টা করেছে। ওরা বিশ্বাস করেনি। সত্যিটা বোঝাতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে নেভিল। পাশ কাটিয়ে গন্তব্যে পা বাড়াতে চাইল ও। এবারে বাধা দিল ফ্রেট। রোডের মত খপ করে ধরে ফেলল হাতটা। প্রমাদ গুনল নেভিল। ঝামেলা এড়ানো ক্রমশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

'বেজন্মা কোথাকার!' খিস্তি করল ফ্রেট। 'খুব ভাল করেই জানো আমাদের টাকা দিলে লস হবে না ব্যাঙ্কের। তবুও দিচ্ছ না। আসলে তুমি চাও না কেউ তোমার চেয়ে ধনী হয়ে যাক। তাই...'

আবার ঝাঁকি দিয়ে হাতটা ছুটিয়ে নিল নেভিল। 'বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, ফ্রেট,' সাবধান করল।

পাগলের মত হাসল ফ্রেট। 'সবে তো শুরু। এরপর দেখো কী হয়।' বলেই ঘুসি ঝাড়ল ডান হাতে।

ব্যাপারটা আগেই আন্দাজ করে ফেলেছিল নেভিল। ঝট করে মাথা সরিয়ে এড়াল ঘুসিটা। পরক্ষণে সামনে এগিয়ে পাল্টা ঘুসি

বইঘর.কম

চালাল ফ্রেটের থুতনিতে। মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি ওপরে উঠে গেল লোকটা, ছিটকে পড়ল পথের ওপর। এক পা পিছিয়ে পাঁই করে ঘুরল নেভিল। অপেক্ষা করল পরবর্তী আক্রমণের জন্য। বেঞ্চের লোকগুলো এর মধ্যেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ওরা হয়তো ঝাঁপিয়েই পড়ত শেষমেশ। কিন্তু তার আগেই হাজির হলো শেরিফ হান। তাকে দেখে থমকে গেল দলটা। কেবল রোড চেঁচাল, 'শুয়োরের বাচ্চাটার লাশ ফেলে দাও, ফ্রেট। এক্ষুণি মারো।'

অভিশাপ দিতে দিতে উঠে দাঁড়াল লি ফ্রেট। খ্যাপা ষাঁড়ের মত তেড়ে এল নেভিলের দিকে। নড়বড়ে ওর গতিপথ। ঘাবড়াল না নেভিল। হাতাহাতিতে অভ্যস্ত ও। আরও বেশ কয়েক বছর আগে এ তল্লাটে এক বক্সার এসেছিল। তার থেকে ট্রেনিং নিয়েছিল। আজ কাজে লেগে গেল শিক্ষাটা। সামান্য সরে পাশ কাটাল অনায়াসেই। পটু হাতে কোপ বাসাল ঘাড়ে। কাটা পাইন গাছের মত পড়ে গেল ফ্রেট।

'ওঠো! দাঁড়াও!' সাহস জুগিয়ে চলল বুড়ো রোড। 'রক্তচোষা বদমাশটার পায়ে লুটোপুটি খেয়ো না। ওর সর্বনাশ করো।'

চেষ্টা করল ফ্রেট। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে মাথা তুলল। কটমট করে চাইল নেভিলের দিকে। নাক ফেটে রক্ত বেরিয়েছে। কেটে গেছে ঠোঁটের কোনা। একদলা লাল থুথু ফেলল মাটিতে। আবার ঝাঁপ দিল দু'হাত ছড়িয়ে। ধাক্কা দিল নেভিলকে। ঘুসি মেরে থামাতে চাইল নেভিল, কিন্তু ওজনটা সরল না। টলে উঠল ও। ফ্রেট পেঁচিয়ে ধরে দম নিংড়ে নিতে চাইছে ওর। তাল হারিয়ে ফেলেছে নেভিল। সেভাবেই বাড়তি ওজনটা নিয়ে পিছিয়ে চলল। ভয় পেল, পড়ে যাবে। একবার ফেলে দিতে পারলেই আপারহ্যাণ্ড পাবে ফ্রেট। সেই চেষ্টাই চালাচ্ছে তখন থেকে।

নেভিল তৎপর হলো। ফ্রেটের মাথা সই করে মারতে শুরু

বইঘর.কম

করল ক্রমাগত ঘুসি। ডানে, বামে, ডানে। কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না লোকটা। দিশেহারা হয়ে পড়ল ও। মাথা দিয়ে পেটে গুঁতো মারার চেষ্টা করছে আহত ফার্মার।

এরই মধ্যে সুবিধে পেতে শুরু করেছে ফ্রেট। নেভিলের দম ফুরিয়ে আসছে ক্রমশ। চোখের সামনে লাল পর্দা নেমে আসতে চাইছে। মরিয়া হয়ে কনুই দিয়ে আঘাত করল ফ্রেটের ঘাড়ে।

মোক্ষম মার। আলগা হয়ে গেল ফ্রেটের হাতের বাঁধন। এক কদম পিছিয়ে মুক্ত হলো নেভিল। ফ্রেটকে মুখ থুবড়ে পড়তে দিল মাটিতে। নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে লোকটার। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে বেঞ্চের মানুষগুলোর দিকে চোখ রাখল নেভিল। কেউ নড়ছে না। কেবল স্যাম রোডের একঘেয়ে আস্ফালন কানে এল ওর। তোয়াক্কা করল না। ঘুরে মুখোমুখি হলো শেরিফের। বলল, 'ঘাড়টা মটকে গেলেই ভাল। সবটা দেখেছ নিশ্চয়ই?'

হাঁটু গেড়ে বসল শেরিফ। উল্টে দিল ফ্রেটের অচেতন দেহটা। উঠে দাঁড়াল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। চেহারায় নেমে এল বিষাদের ছায়া। 'জ্ঞান হারিয়েছে,' জানাল। 'আরও ঝামেলা লাগার আগেই কেটে পড়ো।'

মুখ ফেরাল নেভিল। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল বব ম্যালের অফিসের দিকে। পুষে রাখা রাগ বেড়ে গেছে অনেকটাই। বদমাশটার মৃত্যু ছাড়া ডেশুটসে শান্তি ফিরবে না, নিশ্চিত সে মনে মনে।

চার

চেহারার কোনও ক্ষতি হয়নি নেভিলের, তবে পাঁজরটা টনটন করছে। ফ্রেটের হাতে জোর আছে বটে! সাঁড়াশির মত চেপে দফারফা করে দিয়েছে। এখনও হাঁপাচ্ছে নেভিল। এই উটকো হামলার পেছনেও প্রত্যক্ষ হাত থাকতে পারে ববের, ভাবল ও। লোকটা সবাইকে বোঝাচ্ছে, আর মাত্র কয়েক হাজার ডলার হলে কাজে হাত দেয়া সম্ভব। আর সরাসরি নেভিলকে দুষছে, কারণ ওর জন্য টাকাটা জোগাড় করতে পারছে না কেউ। যদি বাকিদের উস্কে নেভিলকে পৃথিবী থেকে সরানো যায়, তা হলে পথের কাঁটা বিদেয় হয় ববের। ঝামেলা মেটে, তাও আবার হাত নোংরা না করেই।

অফিস ঘরে যাবার সিঁড়িতে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে স্লিক বরিস। ওকে দেখে গতি কমাল নেভিল। লোকটার মতিগতি বোঝা ভার। তা ছাড়া কিছুক্ষণ আগের ঘটনা বাড়তি সতর্ক হতে বাধ্য করছে ওকে। সাবধানী দৃষ্টিতে নেভিলকে দেখল বরিস। চুপচাপ স্বভাব ওর। চেহারা গতানুগতিক। উচ্চতা মাঝারি। আলাদা করার মত কোনও বৈশিষ্ট্য নেই দেহে। ববের থেকে অন্তত বছর দশেকের ছোট হবে লোকটা। কথা খুব কম বলে। কণ্ঠস্বর মৃদু, স্বাভাবিক। এই সেচ প্রকল্পের সঙ্গে ওকে ঠিক মেলানো যায় না। নেভিলের ধারণা পুরো বদমায়েশির হো‌্‌ বব

বইঘর.কম

নিজে। এতে বরিসের তেমন ভূমিকা নেই।

'আমাকে খুঁজছ?' রহস্যময় হাসি দিল স্লিক বরিস। ভাবটা এমন অনেক গোপন তথ্য জেনে বসে আছে।

'না,' সাফ জানিয়ে দিল নেভিল। 'ববকে চাই।'

'অফিসেই আছে,' জানাল লোকটা। তারপর চোখ ফেরাল অন্যদিকে।

www.boighar.com

কিছুক্ষণ লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল নেভিল। বব রটিয়েছে সেচ প্রকল্পের সব আইডিয়া এসেছে বরিসের মাথা থেকে। তবে শেরিফ হান একমত না। সে বলেছে, 'সাবধানে থেকো। হাবভাবে গোবেচারা দেখালেও সহজ লোক নয় বরিস। ওর চোখ দেখেই খুনি মনে হয়। হয়তো তাই ওকে আনা হয়েছে শহরে। ববের হয়ে হাত নোংরা করবে প্রয়োজনে।'

কথাগুলো উড়িয়ে দিয়েছিল নেভিল। আজ হঠাৎ অন্যরকম ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছে। সত্যি বলতে ওর চোখের দিকে কখনও তাকায়নি নেভিল। আজ মনে হচ্ছে লোকটার দৃষ্টি সত্যিই অদ্ভুত। বুনো ঘোড়ার মত।

অবশেষে ওকে পাশ কাটিয়ে উডস্টেপ ধরে ওপরে চলল নেভিল। বরিসের মুখ দেখে মনের কথা বোঝা দায়। জোর করে চিন্তাটা অন্যদিকে সরিয়ে নিল। আপাতত মনোযোগ ববের ওপর রাখতে চাইল। ও-ই যত নষ্টের গোড়া। টম রড, ফ্রেট, রোড, ওদের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাবে, যদি ববকে শায়েস্তা করা যায়। বোকা ফার্মারের দল মিথ্যে লাভের লোভে ওকে শত্রু ভাবছে। সত্যটা সামনে এলেই সম্পর্ক আবার আগের মত হয়ে যাবে। সমস্যা হচ্ছে, যারা সত্যটা দেখেও দেখতে চায় না, তাদের বোঝানো প্রায় অসম্ভব।

সত্যটাকে সামনে আনার কোনও নিশ্চিত উপায় নেই নেভিলের হাতে। বিনা পরিকল্পনায় এখানে আসাটা বোকামি

বইঘর.কম

হয়েছে, সেটাও বুঝতে পারছে। ববকে ফাঁদে ফেলে লড়াই শুরু করা কঠিন। চতুর কয়োটের মত মানুষটা। কৌশলে উল্টে ওকেই না ফাঁদে ফেলে দেয়! নেভিল ওকে মারতে চায় বটে, কিন্তু লড়াই শুরু না হলে শুধু শুধু মারতেও পারবে না। মহা ঝামেলা।

লেজ গুটিয়ে পালাবার লোক নয় নেভিল। দ্বিধাটুকু ভুলে যাবার চেষ্টা করল। ববের অফিসের দরজায় স্বচ্ছ কাঁচ দিয়ে উইণ্ডো বানানো। সেখানে কালো অক্ষরে লেখা—*বব অ্যাণ্ড বরিস ডেভলপমেণ্ট কোম্পানি।*

দাঁড়িয়ে লেখাটুকু পড়ল ও। নির্ভরযোগ্য ভেবে ভ্রম হয়। এখানে গেড়ে বসার পরপরই বেশ কিছু লিফলেট ছড়িয়েছে বব। সেগুলোও ওজনদার। ওতে ববের পাশে একটা লেকের ছবি, সেখান থেকেই সেচ দিয়ে পানি আনবে বলে দাবি করছে। সঙ্গের লেখাগুলোও আকর্ষণীয়। বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে লিফলেটের তলার লাইনগুলো—*আমরা থাকতে এসেছি। ভাগতে নয়।* এক কথায় পারফেক্ট! স্মার্ট, বলতেই হয়। হয়তো বরিস কেবল বন্দুকবাজ, ব্যবসায়িক বুদ্ধিশুদ্ধি খুব বেশি ধরে না। কিন্তু, বব অতুলনীয়। ধূর্ত। লোক পটানো থেকে শুরু করে সব কাজ একা ববের ভাগে। বরিস ওর ছায়া। নীরবে পিছে থাকে অ্যাকশনের অপেক্ষায়।

ববের সঙ্গে ইনভেস্ট করে এখনও একজনও টাকা কামায়নি। লাভের মুখ দেখেনি। অথচ ও বার বার দাবি করছে ওর ফার্মে টাকা ঢাললে অল্প সময়েই দ্বিগুণ হবে। সেটা প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস করছে শহরবাসী। এটাই ওর দক্ষতা। সহজে পটিয়ে ফেলতে পারে। কথা দিয়ে বিশ্ব জয় করার ক্ষমতা রাখে বব ম্যালে।

চেহারা-সুরতে ভোলাভালা বব। ভাবটা এমন যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানে না। তাই সবাই নিমিষেই বিশ্বাস করে ফেলে। প্রজেক্ট নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কিছুই বলেছে।

বইঘর.কম

বলেছে, পানি এনে দেশের চেহারাই বদলে দেবে। মরুভূমিতে প্রাণের সঞ্চার করবে। শত শত পরিবারের থাকার ঘর হবে। খাদ্যের জোগান বাড়বে। মাটি উর্বর হবে। একসঙ্গে অনেকগুলো প্রকল্প চালাবে নাকি সে। তারপর প্রফিট মার্জিন হিসাব করে দেখবে কোন্‌গুলোতে লাভের পাল্লা ভারী। ব্যর্থ প্রজেক্টগুলো বাতিল করে সেগুলোতে লেগে থাকবে। www.boighar.com

এ-ধরনের বক্তৃতায় বব সব সময় একটা কথা দিয়েই ইতি টানে। বলে, ও আর বরিস মিলে পঞ্চাশ হাজার ডলার ইনভেস্ট করেছে কাজটায়। বাকি পঞ্চাশ হাজার কমিউনিটির বাসিন্দাদের ম্যানেজ করতে হবে। যেদিন মোট এক লাখ ডলার মজুদ হবে, সেদিনই নাকি কাজ শুরু করবে কোম্পানি। সেচের জন্য খাল কাটার কাজ নাকি এর কমে হবে না। এর আগে কাজ শুরু করলে উভয় পক্ষই নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, প্রকল্প ভেস্তে যেতে পারে। সবার কথা ভেবেই ঝুঁকি নেবে না সে।

নেভিলের দৃঢ় বিশ্বাস, একটা টাকাও ইনভেস্ট করেনি বব আর বরিস। খালি শহরবাসীর টাকা হাতানোর ধান্দায় আছে। পেলেই উধাও হয়ে যাবে।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল নেভিল। পকেটে পিস্তলের ওজনটা অনুভব করল আরও বেশি করে। বোঝার মত মনে হচ্ছে ওটাকে। ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা ওর ধাতে নেই। ভাবছে অস্ত্রটা রেখে এলেই ভাল হতো। তা ছাড়া যদি ববকে মেরেও ফেলে, শহরের কেউ সেটা ফেয়ার ফাইট বলে মেনে নিতে চাইবে না। উল্টো ওকে খুনির আসনে বসাবে। বিচারের দাবি তুলবে।

দরজাটা ভেজিয়ে দিল নেভিল। চোখ ফেরাল ঘরের দিকে। রিসেপশন রুম। চামড়ায় মোড়া চেয়ার দিয়ে সাজানো ঘরটা। ছোট একটা ডেস্ক পাতা কোনায়। ওখানে বসে কাজ করে ম্যালের বউ—কেসি। রিসেপশন সে-ই দেখে, সঙ্গে হিসাবপত্র রাখে। বব

বইঘর.কম

মানুষকে বলে বেড়ায়, স্বামীর কাজে সাহায্য করতে যেচে দায়িত্ব নিয়েছে মহিলা। স্ত্রীর কাজে গর্বিত ভাব দেখায় বব।

নেভিল চলেই যেত। এমন সময় হিসাবের খাতা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল কেসি। ওকে স্বাগত জানাল কপট হাসি দিয়ে। ওর বয়স তিরিশ পেরিয়েছে। চেহারাও সুশ্রী। মত বদলাল নেভিল। মহিলা হেঁটে এগিয়ে এল ওর দিকে। কোমর দুলছে। যে-কোনও পুরুষের চেতনায় সুড়সুড়ি দেবার মত ভঙ্গিমা। এর আগেও আলাপ হয়েছে দু'জনের। প্রতিবারই অস্বস্তি বোধ করেছে নেভিল। মহিলার ভাবসাব ভাল নয়। বন্য কামনার ছোঁয়া মেলে স্বভাবে। মাঝে মধ্যে একটু বেশি গায়ে পড়ে।

প্রতিবারের মতই মোহে পড়তে গিয়েও নিজেকে রুখে নিল নেভিল। লজ্জিত হলো গোপনে। লরার প্রতি ওর ভালবাসায় কোনও খাদ নেই। লরাও ওকে মনেপ্রাণে চায়। নিখুঁত জুটি ওরা।

হাত বাড়িয়ে দিল কেসি। আলতো করে ধরল নেভিল। মহিলা অনেকক্ষণ ঝুলিয়ে রাখল হাতটা। বলল, 'হঠাৎ শত্রুর ডেরায় কী মনে করে?'

'কাজটা আপনার স্বামীর সঙ্গে,' জানাল নেভিল।

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কেসি। মুখটা একদম নেভিলের কাছাকাছি। লাল ঠোঁটদুটো সামান্য ফাঁক। চোখের মণি গাঢ় বাদামি। চুলগুলো এত কালো যে নীলচে দেখাচ্ছে। সাদা শার্টওয়েস্টের নিচে বাদামি স্কার্ট পড়েছে। শার্টওয়েস্টের কলার ছড়িয়ে আছে গালের নিচে। বেশভূষায় মার্জিত ভাব স্পষ্ট। দেখে নীতিবান মনে হয়। হয়তো এর পুরোটাই ভাঁওতা। বব ম্যালের একটা চাল। স্ত্রীকে মার্জিত বেশভূষায় রেখে সবাইকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা। তবে কেসি ম্যালে নেভিলকে ওর আসল রূপটাই দেখাতে বেশি উৎসুক। ভাবভঙ্গিতে সেটা বোঝা যায় বেশ।

'আপনার তারিফ করতে ইচ্ছে হয়, মিস্টার ক্রস,' বলল

বইঘর.কম

কেসি। 'শহরের সবাই বিপক্ষে, অথচ একটুও ভেঙে পড়েননি। লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। কিছু পেতে চাইলে, না পেয়ে ছাড়েন না, তাই না?'

'হয়তো তাই।'

'ববকে জানাচ্ছি, একটু দাঁড়ান,' কেসি হাঁটা দিল ববের প্রাইভেট অফিসের দিকে। মাঝপথে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফেরাল নেভিলের দিকে। বাঁকা হাসি দিয়ে বলল, 'একটু চেষ্টা করলে আরও অনেক কিছুই পাবেন।'

মহিলার ইঙ্গিত মোটামুটি স্পষ্ট। ওকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখল নেভিল। আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে করিডোর ধরে। অনেক কষ্টে চোখ ফেরাল দেয়ালে লাগানো বড় ম্যাপটার দিকে। ওখানে প্রজেক্টের খসড়া আঁকা। ববের অফিস থেকে কেসির হাসির শব্দ ভেসে এল। কী নিয়ে মজা করছে ওরা? কেসির প্রতি সাময়িক দুর্বলতার ব্যাপারটা কি ধরে ফেলেছে তা হলে?

সময় বয়ে চলল। কিছু গুঞ্জন ভেসে এল নেভিলের কানে। সেগুলোর অর্থ বোঝা গেল না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ও। একমনে দেখে চলল ম্যাপটা। ডেশুটসের নদী, ক্যাসকেড সিটি, আর বার্নি পর্বতমালা দেখা যাচ্ছে। পর্বতের মাথা থেকে দুটো লেক ছড়িয়ে পড়েছে। লেকদুটো একটু বেশি বড় করে আঁকা হয়েছে ম্যাপে। বড় লেকটার পুব থেকে একটা ডটেড লাইন টেনে এঁকেবেঁকে নিয়ে আসা হয়েছে উত্তর দিকে। ওই লাইনটা ধরেই প্রস্তাবিত সেচের জন্য খাল কাটার সীমানা বোঝানো হয়েছে।

লাইনটা পেরুলেই বিস্তৃত মরুভূমি। শতশত মাইল অনাবাদী জমি সেখানে পড়ে আছে অবহেলায়। মরুভূমি প্রাণ পেলে অনেকেই হামলে পড়বে বসতি গড়তে। কেবল একটু পানি হলেই প্রাণ পাবে অঞ্চলটা। তেমনটাই বলেছে বব। ওর অনেক মিথ্যার মত এটাও লোকে বিশ্বাস করে নিয়েছে।

বইঘর.কম

নেভিল আগে বহুবার মরুভূমিতে গরু চরাতে গেছে। তাই জানে, দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে গেছে বব। প্রথমত, মরুভূমিতে ফলনকাল সীমিত। ডেশুটসেও বছরের খুব বেশি সময় ফসল ফলে না, কিন্তু মরুভূমির তুলনায় সেটাও অনেক।

আর দ্বিতীয়ত, খাল কাটতে হলে পথে যে পাহাড়টা পড়বে সেটা উড়িয়ে দেয়া অসম্ভব। কারণ তা হলে পানির গতিপথ বদলে বিভিন্ন দিকে চলে যেতে পারে। তাই ঘুরপথে স্টিল বা কাঠের পাইপ বসিয়ে পানি আনতে হবে। অথচ বব বলেছে বালুর মধ্যে দিয়ে সোজা খাল কেটে পানি আনবে। ওর এই কথাটাই প্রমাণ করে দেয় কত বড় মিথ্যুক বব ম্যালে।

যদি পাইপ বসিয়ে পানি আনতে হয়, তা হলে মাত্র এক লাখ ডলারে হবে না। আরও অনেক বেশি টাকা প্রয়োজন। ব্যাপারটা কৌশলে প্রতিবার এড়িয়ে যায় বব। একবার পাবলিক মিটিঙে ওকে চেপে ধরা হয়েছিল। বলেছে, অনেক লাইন-লিঙ্ক আছে ওর। সস্তায় ধাতু কিনে পাইপ বানাতে পারবে প্রয়োজনে। পুরোটাই বানোয়াট, জানে নেভিল। তাই, সবার মত মেনে নিতে পারেনি।

খুলে গেল প্রাইভেট অফিসের ফ্রন্টডোর। কেসি ম্যালে এগিয়ে এল ওর দিকে। 'অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো... দুঃখিত, মিস্টার ক্রস। আসলে আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, তাই ববের সঙ্গে কিছু আলাপ সেরে নিলাম।' আচমকা নেভিলের কাঁধ ধরে কাছে টেনে নিল কেসি। ওর বুকের সঙ্গে সেঁটে গেল নেভিল। নরম স্পর্শ পেল। মিষ্টি পারফিউমের সুবাস এল নাকে। কানে কানে কথা বলল কেসি, 'সাবধান। খুব সাবধান।' তারপর পেছন না ফিরে বাইরে চলে গেল।

হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নেভিল ক্রস। হাত দিয়ে মুখ মুছল। ঘাম জমা হয়েছে আঙুলের ডগায়। কোটে মুছে ফেলল

বইঘর.কম

হাত। ইচ্ছা করে ছলনা করছে কেসি ম্যালে। ওর চরিত্র ভাল নয়, উদ্দেশ্যও খারাপ। সব জানার পরেও বুক কাঁপছে নেভিলের।

ববের রুমের দরজায় আবার থামল ও। ডেস্কের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে বদমাশটা। হাতে উদ্যত সিক্সশুটার। সোজা ওর বুকের দিকে তাক করা। খনখনে গলায় বলল, 'তোমার এখানে আসার একটাই কারণ থাকতে পারে। কিন্তু সুযোগ দেয়া কি ঠিক? তারচেয়ে বরং আমিই তোমাকে মেরে ফেলি, কী বলো?'

পাঁচ

থমকে গেছে সময়। কতক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে আছে নিজেও জানে না নেভিল। কষ্ট করে শ্বাস টানতে হচ্ছে, ভোঁ ভোঁ করছে কান। বোকা বনে গেছে ও। ধারণাই করেনি, ববের কাছেও অস্ত্র থাকতে পারে। ও ভেবেছিল গোলাগুলির ডিপার্টমেন্ট পুরো বরিসের দখলে।

বরাবর ববকে ঘরোয়া মানুষ মনে হয়েছে নেভিলের। কিছুটা ভীতু ধরনের। থেমে থেমে কথা বলে। ভাবটা এমন যেন শব্দ খুঁজে নিতে চাইছে। স্ত্রীর সম্পূর্ণ বিপরীত লোকটা। হয়তো ধাপ্পাবাজি ছাড়া অন্য কোনও পেশায় উন্নতি করা সম্ভব ছিল না ওর পক্ষে। সেই লোকটাই পিস্তল নাচাবে কে ভেবেছিল!

টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে বব। বড্ড অচেনা লাগছে তাকে। ফ্রন্টলাইনে বক্তৃতা দেয়া মানুষটার সঙ্গে এখন তার

বইঘর.কম

পার্থক্য অনেক। মাথা নোয়াতে নারাজ বব। ভঙ্গিতে সেই বার্তা স্পষ্ট। কথাতেও কোনও জড়তা নেই। অস্ত্র ধরার স্টাইলও বেশ অভ্যস্ত।

ভয় কয়েক মুহূর্তের জন্য ধরে রাখল নেভিলকে। সুরক্ষার বড্ড অভাব বোধ করল। চাইলেই ওকে মেরে ফেলতে পারে বব। ও কিছুই করতে পারবে না। মেরে ফেলার পর আত্মরক্ষার ছুতো তুলে বেঁচে যাবে বদমাশটা। আইন ওর পক্ষ নেবে। নেভিল যে ববকে দেখতে পারে না, পুরো শহরবাসী জানে তা। শুধু একটা গুলি। ব্যস, আর কিছুই করার প্রয়োজন নেই। তারপর গিয়ে শেরিফকে ডেকে আনলেই কেল্লা ফতে।

খানিক পরেই দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলল নেভিল। বব সতর্ক লোক, অযথা খুনোখুনিতে জড়াবে বলে মনে হয় না। যতটা পারে কণ্ঠে দৃঢ়তা ফুটিয়ে নেভিল বলল, 'ওটা নামাও, বব। খুন করে পার পাবে না। শেরিফ মানবে না তোমার কথা।'

বব চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। যেন সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে নেভিলের কথা ঠিক কি না। এরপর ঠোঁট কামড়ে বলল, 'কেন এসেছ এখানে?'

'তোমাকে মারতে,' ভণিতার ধার ধারল না নেভিল। 'যাবে নাকি রাস্তায়? একটা ডুয়েল হয়েই যাক!'

'বরিস বর্তে যাবে তোমার সঙ্গে লড়ার সুযোগ পেলে।'

'না, তোমাকেই চাই,' বলল নেভিল। 'বরিস কোম্পানির মাথা হোক কি পাছা, মানুষ তোমার কথা শুনেই ধেই ধেই করে নাচে।'

কথাটা প্রশংসা আর তিরস্কারের মাঝামাঝি ঝুলে রইল। মনে মনে খুশিই হলো বব। 'ঠিক করে বলো, কেন এসেছ এখানে?'

'কথা বলতে,' তালে তাল মেলাতে চাইল নেভিল। আপাতত জান নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারলেই খুশি।

বইঘর.কম

'কথা!' খেপে গেল ধূর্ত প্রমোটার। 'তোমার কথা শুনতে শুনতে তো পাগল হবার জোগাড়। শহরে ঢোকার পর থেকেই লেগে আছ পিছে। অনেক ঝামেলা পাকিয়েছ।'

'তোমার আষাঢ়ে গল্পও তো কম শুনিনি,' তেতে উঠল নেভিলও। 'আমি নাকি তোমার থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলারের শেয়ার চেয়েছি? ফ্রেট আর রোড নাকি সেই চিঠিও দেখেছে? মিথ্যা রটনা! মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছ তুমি।'

নেভিলকে অবাক করে অস্ত্রটা ডেস্কের ওপর নামিয়ে রাখল বব। চেয়ারে বসে পড়ল থপ করে। ওকেও একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল। 'বলো কী বলতে চাও। অস্বীকার করছি না অভিযোগ। মিথ্যা বলেছি। তোমার সই জাল করে চিঠিও বানিয়েছি। ফ্রেট আর রোডকে দেখিয়েছি। ভালই খেপেছে ওরা। গালির তুবড়ি ছেড়েছে।'

চেয়ারে বসে পড়ল নেভিল। 'স্বীকার করতেই হচ্ছে, অভিনয়টা দারুণ করো। নিজেকে সাধু প্রমাণ করে বসে আছ। অথচ তুমি একটা মিথ্যুক... চোর।'

মুখ টিপে হাসল বব। 'তুমি তো আরও অধম। বোকার হদ্দ। ব্যাঙ্ক চালাও কীভাবে কে জানে! ওদের লোন দিলে সহজেই জমিগুলো হাতিয়ে নিতে পারতে। লাভই হতো। শহরের সব ফার্ম থাকত তোমার দখলে।'

'বোকাই ভাল। তোমার মত জোচ্চোর তো না। রাতে শান্তির ঘুম দিই। মানুষের টাকা চুরির ফন্দি আঁটি না।' সামনে ঝুঁকল নেভিল। 'বলো, কত টাকা পেলে এলাকা ছাড়বে?'

'অত সামর্থ্য নেই তোমার,' জোরে হাসল বব। 'বেকার সময় নষ্ট করছ, মিস্টার। তুরুপের তাস হারিয়েছ। মানুষ আর পছন্দ করে না তোমায়। খেপে আছে সবাই। দেখো কোন্‌দিন না ফাঁসিতেই ঝুলিয়ে দেয়!'

বইঘর.কম

'তোমাকে ঝুলাবে ফাঁসিতে, স্কাউণ্ড্রেল,' চেঁচিয়ে উঠল নেভিল। 'তুরুপের তাস দেখাচ্ছি! প্রজেক্টের যেসব ছবি দেখিয়ে মানুষ পটাচ্ছ সেগুলো যাচাই করতে সার্ভে টিম পাঠিয়েছি। দু'এক দিনের মধ্যেই সব ইনফরমেশন হাতে পাব। তারপর দেখো তোমার জোচ্চুরি কীভাবে প্রমাণ করি।'

মুহূর্তের জন্য মনে হলো, ভালমানুষির খোলসটা ছেড়ে বেরিয়ে আসবে বব। সামলে নিল দ্রুত। মুখোশটা আবার সেঁটে ফেলল চেহারায়। 'ধাপ্পা দিয়ে লাভ নেই। তেমন কিছু হলে আগেই জানতাম।' উঠে দাঁড়াল সে। হেঁটে টেবিলের একপাশে সরল। বলল, 'এবারে যাও, কাজ আছে আমার।'

নড়ার কোনও লক্ষণই দেখাল না নেভিল। ঘরের কোনায় বসানো সিন্দুকটায় চোখ রাখল ও। ভারী সিন্দুক। সিঁড়ি দিয়ে ওটা টেনে তুলতে ঠ্যালা বেরিয়ে গেছে নির্ঘাত। এত বড় একটা সিন্দুক ওদের কেন দরকার, আগেও ভেবেছে নেভিল। উত্তর পায়নি। তবে এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। মানুষের থেকে যা টাকা হাতিয়েছে, সব জমা করেছে ওতে। অথচ বব বলে বেড়ায় টাকা-পয়সা সব পোর্টল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কে রেখেছে।

'আচ্ছা, ওই সিন্দুকটা লুট হলে কেমন লাগবে?'

'লুট হবে না,' দৃঢ়ভাবে বলল বব। 'বরিস রাত জেগে পাহারা দেয়। তা ছাড়া ওতে হাত দিলে ফাঁসির দড়ি তোমার গলায় লাগতে এক মুহূর্তও দেরি হবে না।'

'খাল কাটা শুরু করবে কবে?' কথা ঘোরাল নেভিল।

'তোমার কী মনে হয়?'

'কক্ষনো না।'

অবশেষে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। বব চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'সব প্রশ্নের উত্তর যখন জানোই, এখানে বসে আছ কেন? যাও ভাগো! আমাকে একা থাকতে দাও।'

বইঘর.কম

নেভিল উঠল না। পা ছড়িয়ে ঠায় বসে রইল। চোখ ববের দিকে স্থির। লোকটার হাতে যতক্ষণ পিস্তল ছিল, ভয় ছিল কিছুটা। ভীতু বব কখন কী করে ফেলত ঠিক ছিল না। আপাতত ভয়টা কেটে গেছে। অস্ত্রটা নামিয়ে রাখা আছে টেবিলে। উল্টো ববের কথা শুনে মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেছে ওর। লোকটা সব দোষ অকপটে স্বীকার করে নিয়েছে। কারণ আশপাশে কোনও সাক্ষী নেই।

'শহরে আমার বন্ধুর সংখ্যা প্রায় শূন্যে নেমেছে,' বলে চলল নেভিল, 'টম রডও আমাকে ঘৃণা করে। সকালে ব্যাঙ্কে এসেছিল। বলল, ওর বাচ্চারা খেতে পাচ্ছে না। কাঁদছে। তুমি যদি ধোঁকাবাজি করে পার পেয়ে যাও, তা হলে এলাকার অনেক বাচ্চাই না খেতে পেয়ে কাঁদবে।'

'ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইলের চেষ্টা করে লাভ হবে না। টমের খোকার মত কান্নাকাটির স্বভাব নেই আমার।' দরজার দিকে এগিয়ে গেল বব। 'এক্ষুণি চলে যাও। নইলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করব।' আদেশ দিল নেভিলকে।

'চেষ্টা করেই দেখো,' খোলা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ল নেভিল। 'নোংরা বেজন্মা কোথাকার। ধোঁকাবাজ। চোর। কুত্তা।'

আর থাকতে পারল না বব। চোখের পলক ফেলার আগেই প্রায় উড়ে এসে ঘুসি ঝাড়ল নেভিলের গালে। চেয়ার নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল নেভিল। আরও কয়েকটা ঘুসি বসালে কুপোকাত হয়ে যেতে পারত, কিন্তু বব আগ্রহ দেখাল না। ভাবটা এমন, একটা ঘুসি মেরেই সন্তুষ্ট। নেভিল সন্তুষ্ট হতে পারল না। ববের প্রোটেকশন উড়িয়ে দিল এক থাবায়। বেমক্কা গুঁতো মেরে শুইয়ে দিল ওকে। এবারে সতর্ক হলো বব। স্প্রিঙের মত উঠে দাঁড়াল। হাতাহাতি চলল সমানে সমান।

নেভিলের ভেতর বিন্দু বিন্দু করে ক্ষোভ জমেছে দীর্ঘদিন।

বইঘর.কম

সেসব মগজটাকে এমন ছেয়ে রেখেছে যে ব্যথা টেরই পেল না ও। পাগলের মত হাত চালাল। প্রমোটারের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিতে চাইল চিরতরে। পেটে ঘুসি বসাল। আবার ফিরে এল নাকে-মুখে। www.boighar.com

অন্য কেউ হলে হয়তো এতটা করতে পারত না নেভিল। কিন্তু বব ফাইটার নয়। বাধা দিতে পারল না খুব একটা। ওয়েস্টবিনে পা আটকে উল্টে পড়ল বব। মাথা ঠুকে গেল দেয়ালে। দুলে উঠল কাঠের স্ট্রাকচার। কয়েকটা ফটোফ্রেম ঝন ঝন করে খসে পড়ল দেয়াল থেকে।

বলের মত গড়িয়ে সামনে এগোল বব। ব্যথায় কুঁকড়ে গেছে। মরিয়া হয়ে লাফ দিল ডেস্ক লক্ষ্য করে। চেয়ার সরিয়ে ঢুকে পড়ল তলায়। হাত দিয়ে মাথা ঢাকল।

কলার ধরে ওকে টেনে তুলল নেভিল। দাঁড় করিয়ে দিল মুখোমুখি। ডেস্ক থেকে পিস্তলটা তুলতে চাইল বব। সফল হলো না। নেভিল এক ঘুসিতে ফাইল কেবিনেটের কাছে পাঠিয়ে দিল ওকে। দুলে উঠল কাগজপত্র। যত্রতত্র ছড়িয়ে গেল মেঝেতে। ওগুলোর ওপর চিৎপাত হয়ে পড়ল বব।

আবার মাথা তুলল দিশেহারা প্রমোটার। বুনো উদ্যমে মুঠো পাকিয়ে এগিয়ে এল। এর মধ্যেই প্যাঁদানি খেয়ে দুর্বল দশা। বিন্দুমাত্র জোর নেই শরীরে। নেভিল সহজেই কাটাল আঘাত। জ্যাব কষল প্রশিক্ষিত ছন্দে। বক্সিঙের ওয়ান-টু সোজা বুকে বসাল। এরপর আপারকাট ঝাড়ল থুতনিতে। মাটি থেকে উপড়ে গেল ববের দুই পা। মেঝেতে পড়ল ফের। এবার আর উঠতে পারল না ধূর্ত প্রমোটার।

নেভিল আরও মারার প্ল্যান করছিল, কিন্তু থেমে যেতে হলো। দরজায় উদয় হয়েছে বরিস। ওখান থেকে শাসাল, 'থামো! যথেষ্ট হয়েছে!'

সোজা হলো নেভিল। কোটের হাতায় মুখ মুছল। মাথার শিরাগুলো উত্তেজনায় দপদপ করছে এখনও। জোর করে চোখ বুজে শান্ত হতে চাইল। চোখ মেলল ফের। এতক্ষণে বরিসের চেহারা স্পষ্ট হলো। হাতে সিক্সশুটার শোভা পাচ্ছে।

'চালাকির চেষ্টা করো না, ক্রস,' লোকটা সাবধান করে দিল ওকে। তারপর ববের অচেতন দেহটার দিকে চেয়ে বলল, 'ভালই বানিয়েছ! তবে আমার সঙ্গে লাগতে এলে স্রেফ মারা পড়বে।'

ধীরে ধীরে পেছনে সরে গেল বরিস। ইশারায় ওকে বেরুতে বলল। নেভিলের বুক বরাবর স্থির পিস্তলটা। একটুও কাঁপছে না। ঠাণ্ডা মাথায় নির্দেশ দিচ্ছে। ভাবটা এমন যেন নেভিলের সঙ্গে বিশেষ শত্রুতা নেই। কেবল নিজেকে বাঁচানোর জন্য সতর্কতাটুকু ধরে রেখেছে। শেরিফ হান লোকটার সম্পর্কে একদম ঠিক ভেবেছে, নিশ্চিত হলো নেভিল। এমনিতে সাধারণ মনে হয় ওকে। ভিড়ের মধ্যে কেউ আলাদা করে হয়তো ওর কথা মনেও রাখবে না। কিন্তু এখন ওকে ভয়ঙ্কর লাগছে। ঠাণ্ডা মাথার খুনি মনে হচ্ছে।

কেসি ম্যালের ডেস্কের আড়ালে চলে গেল বরিস। চোখ দিয়ে ইশারায় দেখাল বাইরের দরজাটা। ভুয়া প্রজেক্ট ম্যাপটা পেরিয়ে চলল নেভিল। স্থির দৃষ্টিতে পরখ করল বরিসকে। ওর চাহনি বরফ শীতল। অনেক কষ্টে নিজেকে দমিয়ে রেখেছে গুলি করা থেকে।

একটু এগিয়ে গিয়েই হ্যাট রাখার র‍্যাক। নেভিল হাত বাড়াল ওর হ্যাটটা নিতে। বাধা দিল বরিস, 'উঁহুঁ, সোজা দরজা দিয়ে বাইরে যাও। আজকের ঘটনা আমরা এত সহজে ভুলছি না।'

তেতো ভাব ঝুলে আছে বরিসের চেহারায়। বিজাতীয় ঘৃণার প্রদর্শনী সেখানে। জীবনে এতটা ঘৃণা কখনও একসঙ্গে দেখেনি নেভিল। এমনকি টম রডের চোখেও না। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ধরে

বইঘর.কম

নেমে চলল ও। দরজাটা বন্ধ করল পেছনে। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। একচুল এদিক ওদিক হলে ওর লাশটা পড়ে থাকতে পারত শত্রুর ডেরায়। কপাল ভাল, বরিস ট্রিগার টানেনি।

পকেটে হাত পুরল নেভিল। অস্ত্রটার স্পর্শ পেয়ে শান্ত হতে চাইল। একবার ভাবল ফিরে গিয়ে বরিসকে মারার চেষ্টা করবে কি না! পরে মত বদলাল। ওকে মেরে কিছুই হবে না। ঝামেলাটা থেকেই যাবে।

একটুকরো কাগজ ঠেকল হাতে। ভাঁজ করা। পিস্তল রাখার সময় ফাঁকাই ছিল পকেট। ওটা কোত্থেকে এল ভেবে কূল পেল না নেভিল। ভ্রূ কুঁচকে কাগজটা তুলে নিল হাতে। ভাঁজ খুলল। পেন্সিল ঘষে একটা ছোট্ট চিরকুট লেখা।

অতীত কখনও পিছু ছাড়ে না। সময় এলেই বদলা নেব। তৈরি থেকো।
—নিক বেরি

শক্তিহারা হয়ে দেয়ালে হেলান দিল নেভিল। অবিশ্বাসের সঙ্গে তাকিয়ে রইল চিরকুটটার দিকে। দুঃস্বপ্নের সঙ্গে মিলে গেছে ভয়াবহ বাস্তবতা। কাঁপা হাতে পকেটে ভরে রাখল নোটটা। নাহ, জেগেই আছে ও। স্বপ্ন দেখছে না। এই মুহূর্তটা আগেও বহুবার অনুভব করেছে। দীর্ঘ আট বছর স্বপ্নে জ্বালিয়েছে আশঙ্কাটা। হুট করে ফের উড়ে এসে জুড়ে বসেছে আতঙ্ক। সবকিছু ছাপিয়ে রূঢ় বাস্তব হয়ে উঠতে চাইছে।

দুর্বলভাবে হেঁটে চলল নেভিল ক্রস। মুখ থুবড়ে পড়তে পারে যে-কোনও মুহূর্তে... ঠিক ওর অনাগত ভবিষ্যতের মত।

ছয়

হোটেল ডলফিনের কাছে এসে থামল নেভিল। জড়ো হওয়া লোকগুলো বিদায় হয়েছে এর মধ্যেই। শেরিফ হান একা দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। হাতদুটো পকেটে গোঁজা। পড়ন্ত বিকেলের সূর্য ঝলক দিয়ে যাচ্ছে তার শার্টের স্টারে।

স্টারটা ওর বহুদিনের সঙ্গী। যতদূর নেভিল মনে করতে পারে, ওটা ছাড়া কখনও দেখেনি হানকে। আগের মতই চকচকে আছে জিনিসটা। ছোটবেলায় মুগ্ধ চোখে দেখত নেভিল। শেরিফ হিসাবে যথেষ্ট সফল হান শেফার। এ তল্লাটে তার সততা নিয়ে কারও মনে প্রশ্ন নেই। আরও একজন আছে, সৎ বলে পরিচিত। ডাক্তার গ্রে।

www.boighar.com

'এমন ভাঙাচোরা দশা কেন? কী হয়েছে?' নেভিলকে দেখে জানতে চাইল শেরিফ।

'ববকে একহাত নিলাম।'

কাছে গিয়ে শেরিফের হাতে চিরকুটটা ধরিয়ে দিল নেভিল। হেঁটে এগোল আরও কিছুটা।

www.boighar.com

কাগজটায় চোখ রাখল শেরিফ। 'দিনটা ভালই যাচ্ছে তা হলে! ফ্রেট, ববের সঙ্গে হাতাহাতি...'

'আরও আছে, টম রড। লোন না পেয়ে গুলি ছুঁড়েছে। শাসিয়ে গেছে,' বলল নেভিল। 'তার ওপর স্লিক বরিস সিক্সশুটার

বইঘর.কম

উঁচিয়ে ধমকি দিয়েছে। অফিস থেকে তাড়িয়ে ছেড়েছে! এখন বাড়তি যোগ হয়েছে ওটা।' হাতের নোটটা দেখিয়ে দিল ও।

ওয়াটার ট্রাফ থেকে মুখে পানি ছিটাল নেভিল। মুখটা শুকনো পাঁপড়ের মত হয়েছে। রুমাল দিয়ে মুছল মুখ। তাকাল শেরিফের দিকে। লোকটা এখন এক দৃষ্টিতে দেখছে চিরকুটটা। কোনও নড়াচড়া নেই। পঙ্গু হয়ে গেছে যেন। দু'জন হেঁটে পেরিয়ে গেল ওদের সামনে দিয়ে। নেভিলকে এড়িয়ে শেরিফের দিকে হাত নাড়ল ওরা। ডন গ্রাস আর ভেসপার এড। গ্রাস, জুয়েলার। রত্নব্যবসায়ী। আর ভেসপার হার্ডওয়্যার স্টোরের মালিক। দু'জনেই নেভিলকে চেনে। খাতির ছিল ওর সঙ্গে। অথচ এখন পাত্তাও দিতে চায় না। নিজের শহরেই ভিনদেশির মত আচরণ পাচ্ছে ও।

ওদের দু'জনকে হ্যালো'স স্যালুনে ঢুকে যেতে দেখল নেভিল। পরোয়া করল না। সবাই একঘরে করে রেখেছে নেভিলকে। কিন্তু সেজন্য সত্যের পথ ছেড়ে দিতে পারে না ও। যেটা সঠিক সেটা করবেই। যত বাধাই আসুক না কেন, মোকাবিলা করবে। এসব ছোটখাট অপমান গায়ে মাখলে চলবে না। লক্ষ্য থেকে সরে যাওয়া যাবে না। জানে নেভিল।

শেরিফ এখনও তাকিয়ে আছে নোটটার দিকে। সম্মোহিত হয়ে গেছে যেন। হানের বয়স সত্তর ছুঁই ছুঁই। পিঠ এখনও টানটান। দড়ির মত একহারা গড়ন। এখনও অপরাধীর পিছে পাগলের মত ছুটতে পারে। অনেক যুবককেও পিছে ফেলে দেয় অনায়াসে। মুখটা প্রচণ্ড শীতে শুকিয়ে যাওয়া খসখসে আপেলের মত। ভাঁজ করে কাগজটা কোটের পকেটে চালান করল হান শেফার। অবাক ভাবটা হারিয়ে গেছে চেহারা থেকে। কালো চোখদুটো নেভিলের মুখে স্থির করল। গোঁফের কোনায় তা দিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ল। 'কোথায় পেলে এটা?'

বইঘর.কম

'কোটের পকেটে। ববের অফিস থেকে বেরিয়ে দেখলাম।'

'তারমানে, গোপনে কেউ রেখেছে। তুমি টের পাওনি?'

'উঁহুঁ।'

'কাউকে সন্দেহ হয়? রাখার সুযোগ ছিল কারও?'

'ব্যাঙ্ক থেকে বেরুনোর সময় পকেট ফাঁকা ছিল,' বলল নেভিল। 'সকালেই ঢুকিয়েছে কেউ। টম, বেল, ফ্রেট, রোড, কেসি, বরিস, যে-কেউ হতে পারে।' মিসেস ম্যালের কথা মাথায় আসতে কপাল কুঁচকে গেল অজান্তেই। সব থেকে বেশি সুযোগ তারই ছিল। কাগজের বদলে একটা পাথর ফেলে দিলেও হয়তো টের পেত না নেভিল। মনে ঝড় চলছিল তখন।

'মিসেস ম্যালে। কেসি ম্যালে।' গলা চড়াল ও। 'সুযোগটা ও-ই বেশি পেয়েছে।'

পকেট থেকে পাইপ তুলল হান। তামাক ভরল। 'শুটআউটের ঘটনাটা এ তল্লাটে অনেকেই জানে,' চিন্তিত সুরে বলল শেরিফ। 'ওটা নিয়ে গাল-গল্প চলে এখনও। যদি বব আর বরিস ব্যাপারটাকে কাজে লাগিয়ে তোমাকে ভড়কে দিতে চায়, অবাক হবার কিছু নেই। তুমি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেই ওদের লাভ। আখের গোছানোর তালে আছে দুটোতেই। তুমিই একমাত্র পথের কাঁটা।'

'হয়তো তাই,' মেনে নিল ও। 'আসলে ব্যাপারটা ভুলতে পারলেই বাঁচতাম। কিছুক্ষণ আগে বব তো একরকম বলেই ফেলল, খাল কাটার কোনও প্ল্যান নেই ওদের।'

'জানা কথা,' বিরক্ত সুরে বলল হান। 'কিন্তু ওদের সঙ্গে হাতাহাতি করে কিছুই প্রমাণ করা যাবে না।'

'জানে শেষ করতে গিয়েছিলাম। বুদ্ধিটা কাজে লাগল না।'

'কপাল ভাল তোমার,' বলল বুড়ো শেরিফ। 'ওকে ফাঁদে ফেলে লড়াই করতে চাইলে সাক্ষী রেখে করা উচিত।' কাঠি

বইঘর.কম

জ্বেলে পাইপে আগুন দিল। ধোঁয়া ছাড়ল একরাশ। ঘোলাটে ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে তাকাল নেভিলের দিকে। 'আমারও হাত পা বাঁধা। কিচ্ছু করতে পারছি না। বসে বসে দেখতে হচ্ছে বাটপারি। অ্যারেস্ট করতে পারছি না। অথচ জানি টাকাপয়সা হাতিয়ে স্রেফ সরে পড়বে শয়তানগুলো।'

'বাদ দাও,' হাল ছাড়ল নেভিল। 'তারচেয়ে চলো, গলা ভেজাই।'

'চলো। কিন্তু একটা কথা মাথায় রেখো, যেভাবে ছটফট করছ, তাতে মরণ নাচছে তোমার মাথার ওপর। আরও সাবধানে চলতে হবে। বব আর বরিস ভাগার চেষ্টা করবেই। তখন তোমাকে চাই পাশে। একা সামলাতে পারব না। অন্য কাউকে বিশ্বাস হয় না, নেভিল, সবাই কেমন বদলে গেছে।'

চুপচাপ হ্যালো'স স্যালুনের পথে পা বাড়াল ওরা। ভেতরে ঢুকতেই গ্রাস আর ভেসপার আড়চোখে চাইল ওদের দিকে। এক চুমুকে ড্রিঙ্কস শেষ করে দ্রুত কেটে পড়ল।

ওদের যেতে দেখে ঠোঁট বাঁকাল নেভিল। 'কী ব্যাপার? আমার শরীর থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে নাকি?'

'খালি তোমার না, আমার আর ডাক্তার গ্রের থেকেও দুর্গন্ধ পায় ওরা,' ঘৃণায় চোখ ছোট করল শেরিফ। 'শুনলাম আগের মত রোগী পাচ্ছে না ডাক্তার। সবাই প্রাইনভিলের দিকে চলে যাচ্ছে চিকিৎসা নিতে।' হ্যালো ভনের দিকে এগিয়ে গেল হান। অর্ডার প্লেস করল, 'হুইস্কি।'

'আমাকেও দিয়ো,' একই অর্ডার দিল নেভিল।

স্যালুনমালিক অলস ভঙ্গিতে একটা বোতল আর দুটো গ্লাস এগিয়ে দিল। এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ল ওদের কাছাকাছি। বলল, 'শুরু থেকেই তুমি আর ডাক্তার মিলে ববের পিছে লেগেছ। অযথাই! দেশের পানি তো চুরি করছে না লোকটা। সুন্দর একটা

বইঘর.কম

প্রস্তাব দিয়েছে। সবারই লাভ হবে ওতে। টাকা আসবে। দারুণ সুযোগ। বসতি গড়ে উঠবে। প্রাণ পাবে মরুভূমি। শত শত পরিবার উপকার পাবে।'

সোজা হয়ে হাত মুছল হ্যালো। নেভিলের দিকে ফিরে ঘৃণার দৃষ্টি হানল। 'তুমিই যত নষ্টের গোড়া। বব সকালেই বলছিল। আর মাত্র হাজার দশেক ডলার দরকার। চাইলেই ওটুকু লোন দিতে পারো। আমিও তো গিয়েছিলাম চাইতে। সামান্য কিছু...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ! আমি তো কুত্তার মত পাহারা দিচ্ছি টাকা।' খেপে গেল নেভিল। 'কাছে গেলেই ঘেউ ঘেউ করে তাড়াই।'

দু'জনেই আগুন চোখ করে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। অনেক কষ্টে নিজেকে থামাল নেভিল। ইচ্ছে হচ্ছিল হ্যালোর ঘাড় ধরে ঝাঁকাতে। ওর ঘিলুগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে, যদি নাড়াচাড়ায় ঠিক হয়! কিন্তু ফ্রেটের সঙ্গে লড়াই করেও হাঁদারামটাকে কিছু বোঝানো যায়নি। সুতরাং হ্যালো ভনকে বোঝানো যাবে, তেমনটা আশা করাও ভুল। www.boighar.com

'কুকুরেরও অধম তুমি,' বলেই বারের অন্যদিকে চলে গেল হ্যালো। তোয়ালে দিয়ে গ্লাস ঘষতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মুহূর্তকাল ড্রিঙ্কসের দিকে তাকিয়ে রইল নেভিল। একটা মানুষ ঠিক কতটুকু চাপ নিতে পারে? পাগল হওয়া ওর জন্য সময়ের ব্যাপার মাত্র। কাউকে খুন করার জন্য হাত নিশপিশ করছে। কতক্ষণ নিজেকে দমিয়ে রাখা সম্ভব, জানে না।

'ওদের সঙ্গে এতদিনের খাতির,' বলে চলল নেভিল, 'তারপরও আমার কথা বিশ্বাস করে না। উল্টো ওই চোরটার কথায় লাফাচ্ছে!'

'স্বাভাবিক। ওদের দোষ দেয়া যায় না,' বলল শেরিফ। 'নদীর ধার ঘেঁষা অঞ্চলে ভালই সাফল্য পেয়েছে সেচ কোম্পানিগুলো। ওটাই বব কাজে লাগিয়েছে। বলেছে নদী থেকে

বইঘর.কম

পানি আনবে খাল কেটে। পটে গেছে সবাই। প্রফিটের স্বপ্ন দেখছে। সহজে টাকা আয়ের উপায়। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে, বিনা পরিশ্রমে লাভের পাঁয়তারা করা।'

একমত হলো নেভিল। ড্রিঙ্কসে ঠোঁট ছোঁয়াল। সত্যটা জানে ও, কিন্তু তাতে বাস্তবতা বিন্দুমাত্র বদলাচ্ছে না। একটা কমিউনিটির জন্য সমর্থ ব্যাঙ্ক খুব গুরুত্বপূর্ণ। পানি কিংবা ফায়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে এর প্রয়োজন কোনও অংশে কম না। বব আর বরিসের কাজে পয়সা দিলে ব্যাঙ্ক পথে বসতে পারে। তখনও শহরবাসী ওকেই দুষবে। তা ছাড়া লোনের টাকা না পেয়ে ফার্মারদের জমি দখল নিতে চাইলে, অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাবে।

ওর কাঁধে হাত রাখল অভিজ্ঞ শেরিফ। 'তোমার অবস্থাটা বুঝি। নিজেও এমন চাপে পড়েছি বহুবার। তোমার বাবাও পড়েছে। একসঙ্গে সবাইকে খুশি করা অসম্ভব। হেরম্যান দাপুটে ছিল। স্বপ্ন দেখত, ডেশুটসে ষোলো হাজার লোকের বসতি হবে। নদীর ওপার থেকে রেলরোড আসবে। পাইনের জঙ্গল সাফ করে কারখানা হবে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘাড় ঘোরাল হান। 'এসব স্বপ্ন এখন তোমার সম্পদ। ওগুলো হারিয়ে ফেলো না।'

বারের ওপর একটা রূপার মুদ্রা ছুঁড়ে দিল নেভিল। 'এটা চলবে? নাকি আমার টাকা নিতে আপত্তি আছে?'

'তোমার পকেট থেকে যতটা খসবে ততই লাভ,' মুখ কালো করে বলল স্যালুনমালিক।

ঘুরে দাঁড়াল নেভিল। শেরিফ সাহস জোগাল, 'ধৈর্য ধরো। সব ঠিক হয়ে যাবে। হুমকির চিঠিটা তারই লক্ষণ। বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ওরা। ভুল করবেই।'

স্যালুনের বাইরে পা রাখল নেভিল। ব্যাঙ্কে ফেরার ইচ্ছে নেই আপাতত। দিনের বাকিটা ফ্রিম্যান সামলে নিতে পারবে। বাড়ি

বইঘর.কম

যাবার জন্য তৈরি হলো ও। তারপর একবার র‍্যাঞ্চে যাবার ইচ্ছা আছে। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তার জন্য কিছুটা নিরিবিলি পরিবেশ চাই, শান্তি চাই। র‍্যাঞ্চে না গেলে সে-সুযোগ মিলবে না। বাড়িতে ফিরে ওর ঘোড়া, ফার্সের পিঠে স্যাডল চাপিয়েই ছুটবে, স্থির করল।

ভয় আর ঘৃণা দলা পাকিয়ে উঠছে মনে। আজকাল খাবার-দাবার পাথরের মত বিস্বাদ লাগে ওর। একবার ডাক্তার গ্রের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন। কিন্তু গিয়েই বা কী লাভ? শরীরে তো অসুখ নেই। সবটাই মনের খেলা। ডাক্তার কিছুই করতে পারবে না।

মাথা নিচু করে হেঁটে চলল নেভিল। রাস্তা পেরিয়ে গাছপালার ভেতর দিয়ে এগোল। মুহূর্তের জন্য থেমে চোখ রাখল নদীর স্রোতে। কুলু কুলু বয়ে চলেছে নিরাপদে। নিরাপত্তা খুব জরুরি। লরা আর পেনিকে নিরাপদে সরিয়ে নিতে পারলে ভাল হতো। যদি শেরিফের কথা ঠিক হয়ে থাকে তা হলে ঝামেলাটা বেশিদিন চলবে না। বড়জোর দু-এক সপ্তাহ। কিন্তু ওদের বাইরে সরাতে চাইলে সত্যটা জানাতে হবে। বলে দিতে হবে হুমকির কথা। তাতে পেনি কষ্ট পাবে, ভয় পাবে। তারচেয়ে যেমন চলছে চলুক, ঠিক করল নেভিল।

দ্রুত হাঁটল ও। বাড়ির পথে। ধুলোময় পথ। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল আস্তে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনল কেউ আছে কি না। পেনি ঘুমিয়ে থাকলেই ভাল, ভাবল মনে মনে। লরার সাড়া পেল, কিচেন থেকে। গুনগুন করছে। পেনির সাড়াশব্দ মিলল না। হয়তো বাইরে খেলছে। জেগে থাকলে সুস্থির থাকে না ছোট্ট পেনি। মুক্ত প্রজাপতির মত উড়ে বেড়ায় ঘরময়।

নিঃশব্দে ড্রইং রুম পেরিয়ে সিঁড়ি ধরল ও। চলে গেল ওপরের বেডরুমে। জামা কাপড় খুলে ফেলল। কাদামাটি লেগে ওগুলোর

বইঘর.কম

একাকার অবস্থা। নতুন প্যান্ট আর ফ্লানেলের শার্ট চাপাল গায়ে। গানবেল্ট বেঁধে নিল কোমরে। পয়েন্ট ফোর ফোর ক্যালিবারের পিস্তলটা গুঁজল হোলস্টারে।

বাথরুমে গেল নেভিল। পুরো ক্যাসকেড সিটিতে বাথরুম এই একটাই। এ-নিয়েও মানুষ কানাঘুষো করে! বলে, নেভিলের অনেক টাকা। জিঙ্ক টাব আর হট ওয়াটার ট্যাঙ্ক লাগিয়ে বাথরুম গড়েছে। অথচ প্রতিবেশীদের সাহায্যের বেলাতেই যত আপত্তি! তখন আর একটা পয়সাও থাকে না পকেটে।

নেভিল আয়নায় চোখ রাখল। চেহারায় খুব বেশি ক্ষত হয়নি। কপাল ভালই বলতে হয়! গালে আর চোখের নিচে কালো হয়ে আছে কিছুটা। হয়তো লরার চোখ এড়িয়ে যাবে, আশাবাদী হলো। www.boighar.com

কিচেনে ঢোকা মাত্রই ভুরু তুলল লরা। 'কী ব্যাপার? কার সঙ্গে মারপিট করে এলে?' তারপর গানবেল্টে চোখ যেতেই চিৎকার দিল, 'নেভিল! সিক্সশুটার নিয়ে কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

আতঙ্কে থমকে গেছে লরা। ওর হাতে কিচেন নাইফ। আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল। আপাতত কাজে মনোযোগ নেই। ভয়ের ছাপ স্পষ্ট চোখে-মুখে। আরও কাছে গেল নেভিল। সাধারণ বেশেও চমৎকার দেখাচ্ছে ওকে। বরাবরের মতই সুন্দর, স্নিগ্ধ। লাল সাদা চেকড অ্যাপ্রন চাপানো গায়ে। পুরোদস্তুর রাঁধুনির বেশভূষা। পোশাকে ময়দার ছোপ পড়েছে, যত্রতত্র।

নেভিল জড়িয়ে ধরে চুমু খেল ওকে। ছুরিটা খসে পড়ল হাত থেকে। লরাও সাড়া দিল উষ্ণ ভালবাসায়। বিয়ের পর থেকে রুটিনে পরিণত হয়েছে এটুকু। আলাদা হতেই কড়া সুরে বলল, 'অনেক আদর হয়েছে, এবারে জবাব দাও।'

'বড্ড বেরসিক তুমি,' প্রতিবাদ করল নেভিল। 'জানোই তো, ঝামেলায় আছি। আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়? চলো,

বইঘর.কম

আমরা রাঞ্চে ফিরে যাই। এদিকটা ফ্রিম্যান ঠিক সামলে নেবে। কাকে লোন দেবে না দেবে, ও-ই ঠিক করুক।'

কথাগুলো খেলাচ্ছলে বললেও মনে মনে তা-ই চাইছে ও। মাসখানেক ধরেই ভাবছে। ভেবেছিল সিদ্ধান্তে খুশি হবে লরা। কিন্তু আপাতত ওর চেহারা দেখে তেমন একটা সন্তুষ্ট বলে মনে হলো না।

'হুম, ঝামেলা তো থাকবেই,' বলল লরা, 'কিন্তু সেজন্য তোমাকে কখনও পালিয়ে যেতে দেখিনি। জানি, বব আর বরিসের একটা ব্যবস্থা না করে কোথাও সরবে না তুমি। আমার জবাবটা কিন্তু এখনও পেলাম না, নেভিল।'

'ববের সঙ্গে হাতাহাতি হয়েছে,' মুখ গোমড়া করে জানাল ও। সাবধানে চেপে গেল নিক বেরির হুমকির কথা। 'আপাতত রাঞ্চের দিকে যাচ্ছি। ফার্স অলস হয়ে যাচ্ছে বসে থেকে থেকে। একটু ব্যায়াম করিয়ে আনি।'

'কিন্তু সিক্সশুটার...'

'ওটা হাতের পাঁচ,' লরাকে কথা শেষ করতে দিল না ও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লরা। বুঝল সব কথা বের করা যাবে না নেভিলের পেট থেকে। ওর হাতদুটো ধরে ফেলল লরা। 'নেভিল...'

www.boighar.com

'ডিনারের আগেই ফিরব,' ওকে বাধা দিয়ে জানাল নেভিল। 'ও হ্যাঁ, চাইলে বনি'র লেডিস শপ থেকে নতুন টুপি নিতে পারো। ভাল কালেকশন আছে দেখলাম।' চোখ টিপল ও।

'উফ্, নেভিল! কেসি ম্যালের মত ফি-হপ্তা নতুন টুপি লাগে না আমার,' নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল লরা। চিন্তিত ভাবটা ফিরে এল মুখে। 'কানাঘুষো আমিও শুনি। অনেকেই ইনভেস্ট করতে চাইছে ববদের সঙ্গে, তুমি লোন দিচ্ছ না। খেপে আছে ওরা। যা-তা বলছে। কী যে করে! ভয়ে ভয়ে আছি।'

'ভয় পেয়ো না। আত্মরক্ষা করতে জানি আমি,' বলল নেভিল। 'আমার ভয় শুধু তোমাদের নিয়ে। ঘরে থাকো একা একা। মেয়েটাকে একটু সামলে রেখো।'

চুমু খেয়ে পেছন-দরজার দিকে এগোল নেভিল।

'সত্যিই পেনির বিপদ হতে পারে?' লরার চোখে অবিশ্বাস।

নোটের কথাটা বলতে গিয়েও বলল না ওকে। হয়তো শেরিফই ঠিক বলেছে, হয়তো এসব ওকে ভয় দেখানোর জন্য। তবুও আশঙ্কা থেকেই যায়। যদি নিক বেরি বেঁচে থাকে, যদি কাউকে দিয়ে ওর পকেটে চিঠিটা রাখিয়ে থাকে, তবে বিপদ নাচছে মাথার ওপর। হয়তো পেনিও নিরাপদ নয়।

রাত্রির দুঃস্বপ্ন তার সবটুকু আতঙ্ক নিয়ে চেপে ধরল ওকে। প্রতিবার স্বপ্নে কীভাবে ওর পরিবারের ওপর প্রতিশোধ নেয় লোকটা, মনে পড়ে গেল। কাঁপা গলায় উত্তর দিল নেভিল, 'জানি না, লরা। কিচ্ছু জানি না। সাবধানে থেকো। মেয়েকে দেখে রেখো। চান্স দিয়ো না।'

মুখ ঘুরিয়ে বাইরে বেরুল নেভিল ক্রস। স্যাডল চাপাল, উঠে বসল ঘোড়ার পিঠে। শহরের বাইরে যেতেই ছোটাল ফার্সকে। পালাতে চাইল নিষ্ঠুর বাস্তবতা থেকে। কিন্তু পারল না। আট বছরের দুঃস্বপ্ন, ছায়ার মত লেগে রইল পিছে। রাতারাতি বড্ড বেশি জীবন্ত হয়ে উঠেছে হুমকিটা। নিক বেরি আছে, অবশ্যই আছে, ভাবল মনে মনে। কিছুতেই সুখে থাকতে দেবে না ও নেভিলকে। কিছুতেই না।

বইঘর.কম

সাত www.boighar.com

শহর থেকে মাইলখানেক যেতেই একটা ক্যাম্পফায়ার দেখতে পেল নেভিল। রাস্তা আর নদীর ঠিক মাঝামাঝি। নিভিয়ে দেয়া হয়েছে আগুন। ঘোড়া থেকে নেমে ছাই পরীক্ষা করল ও। সতর্ক হয়ে উঠল। এলাকাটা ক্রস রাঞ্চের মধ্যেই। বার্ন ফেলর আর নেভিল রি-মডেল করছে রাঞ্চটা, ভবঘুরেদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ক্যাম্পফায়ার করা লোকটা নির্ঘাত শহরের দিকে গেছে, ভাবল ও।

চিহ্ন দেখে বোঝা গেল ক্যাম্পটা দু-তিনদিন আগে করা হয়েছিল। ঘোড়ার কাছে ফিরল নেভিল। অচেনা লোকটার সঙ্গে নিক বেরির কোনও সম্পর্ক আছে কি না ভাবল। হয়তো বব কিংবা বরিসের সঙ্গেও যোগসাজশ থাকতে পারে! আপাতত চিন্তাটা সরিয়ে রেখে ঘোড়ায় চড়ল ও। ঢাল ধরে চলল নদীর পুবপাশ ঘেঁষে।

ঘুরপথে মাউন্টেইন রিজে এগোল নেভিল। এলোমেলো পাথুরে পথ ধরে চালিয়ে নিল ফার্সকে। শত শত বছরের পাথর, পাইনের শুকনো টুকরো মাড়িয়ে চলল ফার্স। অবশেষে পৌঁছুল রিজে। দক্ষিণে ঘুরল নেভিল। ছুটে চলল রাঞ্চের পথে। ঘরবাড়িগুলো নজরে এল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

ঘোড়া থেকে নেমে সিগারেট ধরাল ও। পাইনের গুঁড়িতে পিঠ

ঠেকিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল একরাশ। জীবনের চাপে অস্থির হয়ে পড়লেই এদিকে আসে নেভিল। মুক্তি পেতে চায় ঝামেলা থেকে। মাথা ঠাণ্ডা করে।

এখান থেকে মাইলের পর মাইল অবারিত নদী। পাড় ধরে পাইনের সারি, ছায়া ফেলেছে নদীর ওপর। নদীর ওপারে বরফ ঘেরা পাহাড়চূড়া। পুবে পাইন সারির শেষে জুনিপার ঝোপ আর সেজবুশের সমাহার। পাহাড়, নদী, বিস্তৃত মরুভূমি—এসব ছাড়া নেভিলের পৃথিবী শূন্য। ফাঁকা।

আজকের সমস্যাটা একটু বেশিই জটিল। তাই এখানে এসেও মন ভাল হয়নি। ঝামেলাটা ছায়ার মত লেগে রয়েছে সঙ্গে। রাঞ্চের দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে গেল ও। বিশাল পাথুরে বাড়িটা বাবার স্মৃতিচিহ্ন। স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে আছে। নেভিল নিজে এত পাকাপোক্ত বাড়ি তৈরির কথা ভাবতেও পারত না হয়তো।

হেরম্যান খুব বেশি সময় কাটায়নি বাড়িতে। তবে যতটুকু ছিল, সুখেই ছিল। ভবিষ্যতের স্বপ্নগুলো দেখেছে এখানে বসেই। যেসব স্বপ্নের কথা শেরিফ আবার মনে করিয়ে দিয়েছে ওকে। নেভিল যে এমন একটা বাড়ি না-ও চাইতে পারে, সে-কথা কখনও মাথায় আসেনি হেরম্যানের। বড্ড আত্মকেন্দ্রিক মানুষ ছিল সে।

www.boighar.com

বাইরে শোঁ শোঁ একটানা হাওয়া ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। রিজ ঘেঁষে বয়ে চলেছে বায়ুপ্রবাহ। পাথুরে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে তৈরি হচ্ছে হু-হু হাহাকার। অতীতের কথা ভাবল নেভিল। লরা কত কষ্টই না পেয়েছে বাড়িটাতে! একগাদা নিয়মের ভেতর বাঁধা থাকতে হতো ওকে। নিজ থেকে কিছু করার অনুমতি ছিল না। তাই এটাকে সেভাবে নিজের বাড়ি ভাবতে পারেনি কখনও। তবুও ওর উপস্থিতিই যেন পাল্টে দিয়েছিল পরিবেশ। অন্যরকম একটা

ভাল লাগা থাকত নেভিলের, সেসময়। তবে হেরম্যান কখনও পরিবর্তনটা স্বীকার করেনি। সযত্নে এড়িয়ে গেছে।

পুরনো প্রশ্নটা আবার ফিরে এল ওর মনে। বাবা বেঁচে থাকতেও প্রশ্নটা জ্বালিয়েছে বহুবার। নিজের জীবন আর কতকাল বাবাকে নিয়ন্ত্রণ করতে দেবে? মরে গিয়েও ওকে ছাড়েনি হেরম্যান। ইচ্ছার দাস বানিয়ে রেখেছে। যদি নিজের ইচ্ছেতে চলতে পারত, তা হলে নেভিল সোজা চলে আসত রাঞ্চে। এত ঝামেলা কাঁধে নিয়ে শহরে থাকত না কিছুতেই। কিন্তু হেরম্যান ঠিক করেই গেছে, ওরা শহরে থাকবে। নেভিল ব্যাঙ্ক চালাবে। আর রাঞ্চের দেখাশোনা করবে বার্ন ফেলর। ব্যাপারটা পছন্দ না হলেও মেনে নিয়েছে ও, কেবল লরার কথা ভেবেই। রাঞ্চের পরিবেশে লরার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। শহরের জীবন অপেক্ষাকৃত সহজ ওর জন্য। তবে লরা কখনও মুখ ফুটে কিছু বলেনি। নিজের জন্য সহজ জীবন বেছে নেবার মত মেয়ে নয় ও। নেভিল যদি রাঞ্চে থাকতে চাইত, থেকে যেত তা হলে। কোনও প্রশ্ন তুলত না।

ব্যাঙ্ক নিয়ে ভালই কাজ করেছে নেভিল। বেল ফ্রিম্যানের সাহায্য ছাড়া অবশ্য কিছুই সম্ভব হতো না। যোগ্য উপদেশ দিয়ে ব্যাঙ্কটা সচল রাখায় ওর ভূমিকা স্বীকার করতেই হবে। বেল বলে, নেভিল নরম মনের মানুষ, ব্যাঙ্ক চালানো ওর জন্য কঠিন। অথচ মানুষ ওকে পাষাণ ভাবে! পারলে তাড়িয়ে ছাড়ে ব্যাঙ্ক থেকে। বেল বলেছে, নেভিল একটু বেশিই কান দিচ্ছে লোকের কথায়। কানাঘুষো এড়িয়ে চলতে উপদেশ দিয়েছে ওকে। ডাক্তার গ্রে আর শেরিফ হানও একই পরামর্শ দিয়েছে। www.boighar.com

কিন্তু একটা কথা ওরা কখনও খতিয়ে দেখেনি। হেরম্যান ক্রস জীবিত থাকলে, ব্যাঙ্ক সে-ই চালাত। আর যেসব মানুষ এখন ওকে দুষছে, তারা কিছুতেই ওর বাবার বিপক্ষে যেত না।

বইঘর.কম

উল্টো হেরম্যান এতদিনে ঠিক ভাগিয়ে দিত বদমাশ বব আর বরিসকে।

হেরম্যানের কাজে নেভিলকে মানায় না। অত ক্ষমতা ওর নেই। তা ছাড়া বাবার মত হবার কোনও ইচ্ছেও নেই ওর। নিজের মত হতে পারলেই খুশি। বহুবার বাবার মতাদর্শকে উপেক্ষা করে ভিন্নপথে যেতে চেয়েছে নেভিল। কখনও পেরেছে, কখনও পারেনি। সাময়িক খুশি হয়েছে। ক্রমশ আবার ফিরে এসেছে বাবার শিক্ষা, চাপ, প্রত্যাশাগুলো। বিভিন্নভাবে। নেভিলকে বাধ্য করেছে কথা শুনতে। দেখিয়ে দেয়া পথ ধরে চলতে। তবে এবারের যুদ্ধে ও একা নয়। ডাক্তার গ্রে আর শেরিফ হান আছে সঙ্গে। বেলও একমত হবে ব্যাপারটাতে।

আপাতত শহরে ফিরতে ইচ্ছে হলো না ওর। ফার্সকে নিয়ে চলল র‍্যাঞ্চের বাড়িটার দিকে। বব আর বরিস এলাকায় আসার আগেও মাথা ঠাণ্ডা করতে কয়েকবার এসেছে এখানে। প্রতিবার ভেবেছে, একেবারেই চলে আসবে। শেকড়ের টান অমোঘ। জীবনটা শহরের রুক্ষতায় কাটাতে চায় না নেভিল। এই ব্যাপারে একদম বাবার মতই ও। হয়তো হেরম্যানও জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাই চাইত আরও বড় কিছু করতে। উন্নত ভবিষ্যতের স্বপ্নগুলো তারই নিদর্শন।

র‍্যাঞ্চের বাড়িগুলোর কাছে পৌঁছুতে দুপুর পেরিয়ে গেল। কাঠের গোলা, একগাদা খোঁয়াড় আর ছোট ছোট ঘরগুলোকে ছায়া দিয়ে ঢেকেছে মূল দালানটা। কুৎসিত সুবিশাল কাঠামো। হেরম্যান সৌন্দর্যের দিকে নজর দেয়নি, মজবুত ইমারত গড়তে চেয়েছে।

খোঁয়াড়ের পাশে ঘোড়া থামাল নেভিল। সময় নিয়ে দেখল বাড়িটা। লরার মতে পাইনের ঝোপ আর পাহাড়ের সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে গেছে রাঞ্চহাউস। তবে ওরা পাকাপাকিভাবে এখানে

বইঘর.কম

থাকলে আরও অনেকটা বদলে দেবার পরিকল্পনা আছে লরার। নতুন পর্দা ঝুলবে জানালায়। লনে ঘাস লাগানো হবে। ফুলের চাষ হবে চতুর্দিকে। একেক মৌসুমে একেক ফুল ফুটে বাড়ির শোভা বাড়াবে।

খাবারঘরে গিয়ে খাবারের অর্ডার দিল নেভিল। খাওয়া শেষ হতে বলল, বার্নকে এলাকার উটকো ক্যাম্পফায়ারটার কথা জানাতে। ঘরের ভেতরে গেল এরপর। কয়েক সপ্তাহ ঘরটা খোলা হয়নি, ভেতরে হিমশীতল পরিবেশ। মাঝেমধ্যে নেভিল যখন লরা আর পেনিকে নিয়ে বেড়াতে আসে, তখন গমগম করে বাড়িটা। সাধারণত রবিবারে ঘুরতে আসে ওরা। গত কয়েক সপ্তাহে নানা ঝামেলায় আসা হয়নি।

ফায়ারপ্লেসের পাশে দাঁড়িয়ে তাপ পোহাল নেভিল। দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলোতে চোখ রাখল। বাবা-মায়ের ছবি টাঙানো হয়েছে সোনার ফ্রেমে। সুন্দরী ছিল নেভিলের মা। মারা গেছে অনেকদিন। নেভিল ছোট ছিল সেসময়। বিশেষ স্মৃতি নেই। তবে ধারণা করতে পারে, মায়ের জীবনটা কঠিন ছিল রাঞ্চে। হয়তো সেটাই অকালমৃত্যুর কারণ হয়েছে। সেসময় গরীব ছিল হেরম্যান ক্রস। সেজন্যই পরবর্তীতে এত ছক কষেছে উন্নয়নের। মরিয়া হয়ে উঠেছে।

ঘরের চারদিকে চোখ বুলাল ও। বিশাল রুমের মাঝে একটা ওক কাঠের টেবিল, তার একধারে কালো চামড়ায় মোড়া বিশালাকার চেয়ার পাতা। ঘরের কোনায় কাঠের বুককেস। মেঝেতে কোনও গালিচা নেই। লরার হাতে পড়লে বদলে যেত ঘরের ডেকোরেশন। পুরনো জিনিস বিদেয় হতে বেশিক্ষণ লাগত না।

বাবার অফিস ঘরের দিকে এগোল নেভিল। ঘরটা ছোট। এখন বার্ন ফেলর বসে ওটাতে। রঙচটা ডেস্কের ওপর রাখা .৪৫

বইঘর.কম

কার্তুজ, ট্যালি বই আর বেওয়ারিশ লাগাম দেখে হাসল ও। কিছু স্যাডল, অস্ত্র, লেদার, সঙ্গে আরও হাবিজাবি বস্তু এনে বার্ন জমা করেছে ঘরটাতে। শুয়োরের খোঁয়াড় হয়ে আছে জায়গাটা। হেরম্যান গুছিয়ে রাখত সবসময়। কিন্তু এখন জায়গাটা আরও বেশি পছন্দ হলো নেভিলের। বেশি আপন মনে হলো।

ঘরটা দেখেই আর দাঁড়াতে চাইল না ও। ঘুরে হাঁটা ধরল নেভিল। স্যাডল চাপাল ঘোড়ায়। ফার্সের পিঠে হাত রেখে দেখল বাড়িটাকে। ভেতরের দ্বিধা মরে গেল খুব দ্রুতই। আবার বাড়ি ফেরার তাগিদ পেল। সিদ্ধান্ত নিল, ঝামেলার শেষ দেখে ছাড়বে। পালাবে না কিছুতেই।

ওর বাবা কীভাবে ব্যাপারটা সামলাত, কিংবা শহরবাসী হেরম্যানকে কতটা সমঝে চলত সেসব জরুরি না। বাবার মতাদর্শ মেনে চলাও জরুরি না। নিজের আদর্শ মানাটাই একমাত্র লক্ষ্য, ভাবল নেভিল। কোনও মূল্যেই আর পিছাবে না, সিদ্ধান্ত নিল। পরিবার ঝুঁকির মুখে পড়লেও না।

ফার্সের পিঠে চেপে ছুটল ও। একই সঙ্গে নিশ্চিত এবং চিন্তিত। নিক বেরির নোটটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। চিন্তায় এতটাই মশগুল হয়ে ছিল যে, পথের পাশে দাঁড়ানো কেসি ম্যালেকে দেখতেই পেল না।

কেসিই ডাকল। 'গুড আফটারনুন, মিস্টার ক্রস।'

রাশ টেনে ঘোড়া থামাল নেভিল। মহিলা একটা শান্তপ্রায় ঘোড়ার রাশ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁটে লাস্যময়ী হাসি। পরনে কালো রাইডিং স্কার্ট, লেদার জ্যাকেট। মাথায় স্টেটসন টুপি, ডানদিকে হেলানো। পা দুটো এত ছড়িয়ে রেখেছে যে স্কার্টের নিচ দিয়ে হাঁটু দেখা যাচ্ছে। উরু পর্যন্ত উঠে এসেছে স্কার্ট। দেখে কামনা জাগে মনে।

হ্যাটে হাত ছোঁয়াল নেভিল। 'গুড আফটারনুন, মিসেস

বইঘর.কম

ম্যালে।'

ও চলেই যেত বাধা না পেলে। কিন্তু কেসি থামাল। বলল, 'একটু নিচে নামবেন? কিছু কথা ছিল। হয়তো বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, তবুও... অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি কেবল আপনার জন্য। জানতাম এ-পথেই ফিরবেন। একটু নামুন না।'

শুনে মুহূর্তকাল ভাবল নেভিল। ওর সঙ্গে কথা বলে ভাল কিছুই হবে না জানে, তবুও নামার সিদ্ধান্ত নিল। নিজেকে বোঝাতে চাইল, ভদ্রলোকের এটাই কর্তব্য।

'শুনে খুশি হলাম,' বলল ওকে। 'আসলে আমারও কিছু প্রশ্ন ছিল।'

www.boighar.com

অবাক হলো কেসি। তারপর চিন্তায় ভুরু কুঁচকে ফেলল। বলল, 'প্রশ্নটা মনের মত হলে আমার থেকে খুশি আর কেউ হবে না। ছেলেদেরই এগিয়ে আসা উচিত এসব ক্ষেত্রে। কিন্তু আমি দেখেছি, অনেক সময় মেয়েরা মুখ বুজে থাকলে পরে পস্তায়।'

কেসি আকর্ষণীয়া। অভিজ্ঞ। অন্যদিকে নেভিল একই সঙ্গে ওকে ঘৃণা করে, আবার ওর প্রতি আকৃষ্টও হয়। কেন ঘৃণা করে? ভয় পায় বলে? নিশ্চিত হতে পারে না নেভিল।

চোখ নামিয়ে ফেলল নেভিল। পা দিয়ে ধুলো উড়াল কিছুটা। বলল, 'দুঃখিত, ভুল ভাবছেন। প্রশ্নটা ভিন্ন।'

'ভুল ভাবছি?' নরম স্বরে বলল কেসি। তারপর একটু বিরতি নিয়ে বলল, 'ববের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে আপনার?' রাশ ছেড়ে ওর দিকে এগোল কেসি। আলতো হাতে স্পর্শ করল ওর মুখের ফোলা জায়গাটা। 'সাবধান করেছিলাম। ও জানতে পারলে খুন করবে আমাকে।'

'আমার ধারণা অমন কিছুই করবে না,' ওকে এক ঝলক দেখেই চোখ সরিয়ে নিল নেভিল। 'তবে... পিটুনি কিন্তু ও-ই বেশি খেয়েছে।'

বইঘর.কম

'ভাল হয়েছে,' মুখ বাঁকা করল কেসি। 'পেঁদিয়ে হাড্ডি ভেঙে দেয়া উচিত ছিল। জঘন্য একটা লোক। বরিসটাও বদমাশ। কিছুদিনের জন্য তোমার গা ঢাকা দেয়া উচিত। ওরা শহরবাসীকে খেপাচ্ছে। তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর ফন্দি আঁটছে।'

সম্বোধন বদলে ফেলেছে কেসি, ঘনিষ্ঠ হবার প্রয়াস। কিন্তু কেন? সহসা ব্যাপারটা দিনের মত পরিষ্কার হয়ে গেল নেভিলের কাছে। ববই পাঠিয়েছে কেসিকে, ওকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে। ও চলে গেলেই আখের গোছাতে শুরু করবে নির্ঘাত। এবারে কেসির চোখে চোখ রাখল নেভিল। মেয়েটাকে আর চিনতে বাকি নেই ওর।

'ওহ্! তা হলে তাড়াতে চাইছ আমায়?' সোজা তুমিতে নেমে এল ও-ও। 'সত্যি কথাটা বলেই ফেলো। লুকিয়ে কী লাভ?'

'হুঁ। তাড়াতেই চাই। তোমার ভালর জন্য। জীবনের ঝুঁকি বাড়ছে তোমার। আজ রাতেই শহর ছেড়ে পালাও। কাল সকালে পোর্টল্যাণ্ড থেকে র‍্যামসন নামে এক লোক আসবে। ওর জন্যই অপেক্ষায় আছে বব। চাইছে লোকটার থেকে দশ হাজার ডলার হাতাবে। ওকে এমনভাবে বোঝাবে, যাতে প্রজেক্টে ইনভেস্ট করতে রাজি হয়। একরকম পটেই আছে লোকটা। তুমি বাধা না দিলে টাকাটা ঠিক দিয়ে দেবে।' বোঝাতে মরিয়া হলো কেসি।

'তার মানে এখন আমাকে খুন না করে তাড়িয়ে দেবার মতলব হচ্ছে?'

'হুম,' সোজাসাপ্টাভাবে স্বীকার করল কেসি। অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে ওকে দেখল নেভিল। 'কিন্তু আমি বাঁচাব তোমাকে। ববের সঙ্গে থাকব না আর।' ভেলভেটের মত জিভটা ঠোঁটে বোলাল কেসি। চোখ সেঁটে রাখল নেভিলের মুখে। বলল, 'স্বপ্ন দেখা তো অন্যায় হতে পারে না, নেভিল। স্বপ্ন না দেখলে স্রেফ পাগল হয়ে যাব। এ-শহরে পা রাখার পর থেকে কেবল তোমাকে নিয়েই স্বপ্ন

বইঘর.কম

দেখছি। সত্যি বলছি।'

নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুক ওঠানামা করছে কেসির। হাত দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে ও। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। বরাবরের মত সেই শান্তশিষ্ট, সবজান্তা ভাবটা আপাতত বিদেয় হয়েছে চেহারা থেকে। রাতারাতি বয়স কমেছে যেন! চাইছে জীবন থেকে নতুন কিছু খুঁজে নিতে। একটা বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে। নেভিল ফাঁদে পা দিল না। নিজেকে বোঝাল, এটাও একটা চাল। ষড়যন্ত্রের ছক। পকেটে পাওয়া নোটের কথাটা স্মরণ করল। ওটা নিয়েই প্রশ্ন করতে চাইছিল কেসিকে।

নেভিল কর্কশভাবে প্রশ্ন ঠুকল, 'আমার পকেটে চিঠিটা কীভাবে এল, জানতে পারি?'

চোখ বড় করল কেসি। 'কীসের চিঠি?'

'নিক বেরির চিঠি। হুমকির চিঠি।'

'নেভিল!' ওর কাঁধে হাত রাখল কেসি। 'বিশ্বাস করো, তোমার পকেটে কিচ্ছু রাখিনি আমি। কসম!'

'তা হলে কে রেখেছে?'

'জানি না।' কেসি বিব্রত বোধ করল। 'তোমার পকেটে কেউ চিঠি রেখেছে, সেটাই তো জানতাম না! তবে রাখার হলে বব অথবা বরিস রেখেছে। বেরি গ্যাঙের সঙ্গে তোমার সমস্যার কথা ওরা জানে। আড়ি পেতে একদিন শুনেছি, নিক বেরির নামে তোমাকে ভয় দেখাতে চাইছিল। ভেবেছিলাম প্ল্যানটা বাদ দিয়েছে। এখন দেখছি দেয়নি।' কেঁপে উঠল ও। 'নেভিল, আমার মনে হয় নিক বেরি আসলেই আছে। এই শহরেই আছে।'

'সাবাস, সাবাস!' পেছন থেকে হাততালি দিল কেউ। 'যা চমৎকার দেখালে, নেভিল ক্রস! সত্যিই! তুমি না বিবাহিত? তাও দিনদুপুরে পথেঘাটে ফষ্টি-নষ্টি? ছিঃ!'

পাঁই করে লোকটার দিকে ঘুরল নেভিল। ভড়কে গেছে।

বইঘর.কম

কেসি ম্যালে চিৎকার দিল, 'কার্লোস!' তড়িঘড়ি করে দৌড় দিল মহিলা। ঘোড়ায় উঠে ছুটে চলল শহরের দিকে। ওর দিকে ফিরেও তাকাল না নেভিল। আগন্তুকের দিকে মনোযোগ দিল। লোকটাকে আগে দেখেনি এ তল্লাটে। বয়স তিরিশের কোঠায় হবে। একহারা গড়ন। লম্বা। ওর বাঁকা ঠোঁট আর খয়েরি দাঁতের হাসি, মনের ভেতর চলতে থাকা নোংরা চিন্তাগুলোর সফল প্রদর্শনী করছে। www.boighar.com

'তুমি কার্লোস?' জানতে চাইল নেভিল। গলায় শান্ত ভাব। হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে দ্রুতই।

'ও নামেই চেনে লোকে,' এগিয়ে নেভিলের কাছে গেল ও। 'তোমার জন্য একটা চিঠি এনে...'

বাধা দিল নেভিল, 'তুমি এই এলাকায় ক্যাম্প করেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'ক্রস রাঞ্চের এলাকা এটা। কাউকে ক্যাম্প করার অনুমতি দেয়া হয়নি। জলদি নিজের নোংরা সুরত নিয়ে বিদেয় হও।' শহরের দিকে আঙুল তুলল নেভিল। 'ওখানে ভাল হোটেল পাবে।'

'হোটেলের নিকুচি করি!' খেপে গেল কার্লোস। 'তোমার সাহস তো কম না! আমি কোথায় থাকব না থাকব, সেই জ্ঞান টনটনে... অথচ নিজে যে মিসেস ম্যালের সঙ্গে ঝোপে-ঝাড়ে লটরপটর করছ তাতে দোষ নেই! আরেকটু পরে এলে কী দেখতাম, ঈশ্বর জানে!'

আচমকা বিরাশি সিক্কার ঘুসি ঝাড়ল নেভিল। চরকির মত আধপাক খেয়ে ঘুরে গেল কার্লোস। সামলে উঠে সিক্সশুটার তুলতে চাইল, নেভিল সুযোগ দিল না। ঘাড়ের পাশে আরেকটা আঘাত হানল। চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল কার্লোস। ঝুঁকে ওর অস্ত্রটা তুলে নিল নেভিল। এক পা পিছিয়ে কোমরে গুঁজে রাখল

ওটা।

শুয়ে শুয়েই ঘাড় ডলল কার্লোস। ঘুসি খেয়ে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। হাঁসফাঁস করে বলল, 'কথাটা মনে থাকবে। পরেরবার দেখা হলে সতর্ক থেকো।' পকেট থেকে একটা খাম বের করে নেভিলের দিকে তুলে ধরল লোকটা। 'চিঠিটা তোমার জন্য। এক লোক দিল। কিছু টাকাও দিয়েছে বিনিময়ে। ভেবেছিলাম তোমার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে দেব। এখন আর যাচ্ছি না। নিয়ে নাও।'

চিঠিটা কোটের পকেটে চালান করল নেভিল। বলল, 'আমার আর মিসেস ম্যালের ব্যাপারটা পাঁচকান হলে বেঘোরে প্রাণটা খোয়াবে। কথাটা মনে থাকে যেন।'

'আচ্ছা,' বলল কার্লোস। 'কিন্তু কাজটা তুমি মোটেই ভাল করোনি। হাতে একটা অস্ত্র পেয়ে নিই, তারপর দেখো, তোমার কোথায় কোথায় ফুটো করি।'

আস্ফালনে কান দিল না নেভিল। ফার্সের পিঠে চড়ে শহরের দিকে মুখ ঘোরাল। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে কার্লোসকে দেখল যেতে যেতে। উঠেছে লোকটা। পাইনের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসেছে। ও শহরে গিয়ে গুজব ছড়ালে কী কী সমস্যা হবে, সেসব ভাবল নেভিল। মিসেস ম্যালে ব্যাপারটাতে কীভাবে রিঅ্যাক্ট করবে সেটাও চিন্তার বিষয়। হয়তো সমস্যা আরও বড় হয়ে যাবে। আবার এমনও হতে পারে, পুরোটাই সাজানো। ববের নির্দেশেই একজোট হয়ে কাজ করেছে কেসি আর কার্লোস। সমস্যাটা তা হলে আরও গভীরে গিয়ে ভোগাবে। লরার মনে সন্দেহ তৈরি হলে সংসারে আগুন জ্বলবে। নিঃশব্দে নিজেকে ধিক্কার দিল নেভিল। কী দরকার ছিল ডাইনীটার কথায় ঘোড়া থামানোর? এড়িয়ে গেলেই আর ঝামেলায় পড়তে হতো না।

সহসা আরেকটা চিন্তা গ্রাস করে নিল ওকে। এমন তো হতেই পারে, এই কার্লোসই আসলে নিক বেরি?!

বইঘর.কম

আট

কার্লোসের কাছ থেকে দূরত্ব বাড়তেই চিঠিটা খুলল নেভিল। ভেতরের কথাগুলো পড়ে অবাক হলো না মোটেই। চিঠিতে লেখা:

সময় হয়েছে। আমার অতীত এখন তোমার বর্তমান। চোখের বদলে চোখ। পরিবারের বদলে পরিবার। দাম চুকাতে হবে।
—নিক বেরি।

বরাবরের মতই চিঠিটা। মিসেস ম্যালের উপস্থিতি, কার্লোসের আবির্ভাব, প্রেমের ছলনা, সবটাই সাজানো মনে হলো। কার্লোসকে চিনতে পেরে ভেগে যাওয়াটাও হয়তো অভিনয়! এখন গুজব ছড়াবে ভবঘুরে বাঁদরটা।

সব ছকে বাঁধা। যেভাবে হোক ওরা সরাতে চায় নেভিলকে। নোংরামি করতেও দ্বিধা করছে না। চিঠিটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত হতে পারল না ও। নিক বেরি নিশ্চয়ই মরেছে। শেরিফ হান কথাটা এতবার বলেছে, কিছুটা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে নেভিল। মিসেস ম্যালেও নিশ্চিত করেছে ববের ষড়যন্ত্রটা। ভয় দেখাতে চাওয়ার গোমর ফাঁস করে দিয়েছে।

না চাইতেও সত্যিটা বলে ফেলেছে কেসি ম্যালে। র‍্যামসনের কথাও বলেছে। লোকটা আসছে, দশ হাজার ডলার ইনভেস্ট

করতে। কেউ এত টাকা প্রজেক্টে লাগাতে এলে আগেই খবর নেবে স্থানীয় ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্কারের সঙ্গে আলাপ না করে কিছুতেই ঝুঁকিতে যাবে না। সেজন্যই বব আর বরিস উঠেপড়ে লেগেছে যে-কোনও মূল্যে ওকে বিদেয় করতে। কিন্তু ওরা এখনও সফল হয়নি। ওকে মেরেও ফেলতে পারেনি, ভাগাতেও পারেনি। নেভিলও পারেনি শয়তানদুটোকে তাড়াতে।

শহরের পথে চলল নেভিল। ডিনারের আগে পৌঁছুল বাড়িতে। স্যাডল খুলে দানাপানি দিল ফার্সকে। ওকে আস্তাবলে রেখে ঘরের দিকে এগোল। হঠাৎ মনে পড়ল কার্লোসের অস্ত্রটার কথা। জিনিসটা আপাতত লরাকে দেখানোর কোনও ইচ্ছে নেই ওর। কোমর থেকে ওটা তুলল নেভিল। .৪৫ ক্যালিবার সিক্সশুটার। হাতলটা বাদাম-রঙা। খাসা জিনিস। ব্যালান্সও দারুণ। কার্লোসকে অনায়াসেই পাকা গানম্যান ধরে নেয়া যায়। হয়তো ওকে খুন করতেই এসেছে শহরে।

নিজের ওপর খেপে গেল নেভিল। বুঝল, লোকটাকে ছেড়ে না দিয়ে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করলে ভাল হতো। রেগেমেগে হ্যাণ্ড গানটা ফাঁকা মেঞ্জারে ছুঁড়ে মারল ও। তারপর গটগট করে হেঁটে চলল বাড়ির পথে।

হুট করে একটা কথা মনে হলো ওর। মিসেস ম্যালে আর কার্লোস, দু'জনেই ওর জন্য ফেরার পথে অপেক্ষা করছিল। তার মানে দাঁড়ায়, ওরা জানত নেভিল শহরের বাইরে গেছে। এটাও জানত ঠিক কোন্ পথ ধরে ফিরবে। অর্থাৎ ওর ওপর নজর রাখছে লোকগুলো। ওর অভ্যাস সম্পর্কে ওদের স্পষ্ট ধারণা আছে। রাঞ্চে গেলে ঠিক ওই পথটা ধরেই বাড়ি ফেরে নেভিল। প্রতিবার।

www.boighar.com

অন্তত একটা জিনিস পরিষ্কার হলো। হুমকির চিঠিটা যে-ই লিখে থাকুক, উদ্দেশ্য ভাল নয়। সরাসরি হুমকি দেয়া হয়েছে লরা

বইঘর.কম

আর পেনিকে। বাজে কিছু একটা হয়ে যেতে পারে যখন-তখন। বব আর বরিস, নিক বেরির থেকে কিছুমাত্র সাধু নয়। ওরা লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অনেকটা নিচে নামতে পারে।

নিঃশ্বাস ভারী হলো ওর। সব শক্তি ফুরিয়ে গেছে যেন। স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল জোর করে। এই অবস্থায় দেখে ফেললে চিন্তায় পড়ে যাবে লরা। বুকের বাঁ দিকে চিনচিনে ব্যথা টের পেল নেভিল। আগেও সামান্য ঝামেলা করত ব্যথাটা, ইদানীং বেড়েছে। সব বাড়তি দুশ্চিন্তার ফল। ডাক্তার গ্রে বলেছে, নার্ভাস টেনশন।

'আজেবাজে চিন্তা ছাড়ো তো! হার্টে কোনও সমস্যা নেই তোমার,' উত্তেজিত হয়ে বলেছে গ্রে।

হার্ট নিয়ে চিন্তিত নয় নেভিল। আসলে নিজেকে নিয়ে ভাবে না। লরা আর পেনিকে ঘিরেই ওর যত ভাবনা। যত দুশ্চিন্তা। ওকে তাড়াবার জন্য নিরপরাধ দু'জন নারী-শিশুর পিছে কেউ লাগতে পারে ভাবলেই গা ঘিন ঘিন করে। এত জঘন্য হয় কীভাবে মানুষ?

তবে পুরোটাই নাটক হতে পারে। হয়তো মাত্র একদিনের জন্য সরাতে চাইছে ওকে। নতুন লোকটাকে বলির পাঁঠা বানানো হয়ে গেলেই খুশি। কিন্তু সরবে না নেভিল। কিছুতেই না। বাবার কাছ থেকে তেমন শিক্ষা পায়নি। পালিয়ে যেতে শেখেনি। নিজের জীবনের থেকে কর্তব্য ওর কাছে আগে। তার কোনও নড়চড় হবে না।

ক্রমশ শান্ত হয়ে এল নেভিল। লরাকে সব কথা জানাতে হবে একদিন। নিজের আশঙ্কা আর ঘটনাগুলো খুলে বলতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ নিরুপায় না হয়, বলবে না। সিদ্ধান্ত নিল।

বাটিতে ঝোল ঢালছিল লরা, নেভিলের ঢোকার শব্দে ঘাড়

বইঘর.কম

ঘোরাল। ঝাঁঝালো গন্ধে ম ম করছে বাড়ি। সুঘ্রাণই বলা চলে। নেভিল গন্ধ শুঁকল বাতাসে। হাসি ফুটল ওর মুখে।

'খাসা! জিভে জল চলে এল,' বলল ও।

সতর্কভাবে ওকে দেখল লরা। হাড়ে হাড়ে স্বামীকে চেনে ও। কথা শুনেই টের পায় কিছু লুকোতে চাইলে। আপাতত দৃষ্টিতে সন্দেহ, এতক্ষণ বাইরে কাটিয়ে এসেছে, সেজন্য। তবে, সেসব নিয়ে প্রশ্ন করে ঝামেলা বাড়াল না লরা।

'ওপরে গিয়ে সাফ হও। নোংরার ডিপো হয়ে আছ,' নাক কুঁচকে বলল। 'খাবার প্রায় রেডি।'

ডাইনিংটেবিল সাজানো হয়েছে সাদা লিনেনের কাপড় পেতে। তার ওপরে রাখা আছে ন্যাপকিনগুলো। টেবিলের মাঝে মোমবাতি জ্বলছে ছোট শিখায়। সিলভার আর আয়রন উডের দামি প্লেট গুছিয়ে পাতা হয়েছে। জমিয়ে আয়োজন করেছে লরা। এমনটা খুব কম করে ও। কিন্তু... নেভিলের দুশ্চিন্তা, হতাশা, আক্ষেপগুলো ওকেও ভাবিয়ে তুলেছে। তাই নিজের মত করে চেষ্টা করেছে ওকে কিছুটা আনন্দ দিতে। ওর দুশ্চিন্তাগুলো কিছু সময়ের জন্য হলেও সরিয়ে রাখতে।

ড্রইং রুম হয়ে সিঁড়ি ধরল নেভিল। চলে এল বাথরুমে। পরিষ্কার হলো। নিচে নামতেই দেখল পেনি উঠন থেকে ঘরে ফিরেছে। ওকে দেখেই ছুটে এল, ঝাঁপ দিল বাবাকে ডেকে উঠে। মেয়েকে শূন্যে ধরে ফেলল নেভিল। তুলে নিল কোলে। ওপরে ধরে ঘোরাল কিছুক্ষণ।

আনন্দে চিৎকার দিল পেনি, 'বাবা-আ-আ-আ! কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

নিচে নামিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরল নেভিল। টকাস করে চুমু খেল গালে। ওর ঘাড়ে ধরে ঝুলে রইল ছোট্ট পেনি। লরা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ওদের আদর দেখে হাসল। 'খাবার তৈরি,' প্রায়

বইঘর.কম

সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা দিল। পেনিকে নেভিলের কোল থেকে নামিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিল লরা। বসল নেভিলও। বিশ্বাস দৃঢ় হলো মনে, ওদের কিচ্ছু হবে না। কিছুতেই ওদের ক্ষতি হতে দেবে না, প্রতিজ্ঞা করল মনে মনে।

পেনি বকবক করেই চলল পুরো সময়টা ধরে। লরা ধৈর্য ধরে উত্তর দিয়ে চলল মেয়েটার প্রশ্নগুলোর। নেভিল কিছু বলল না। কথা বলার মুড নেই ওর। সারাদিনের ধকল, চিন্তা, ক্লান্তিতে ভারী মনটা। এভাবে বেশিদিন চললে স্রেফ পাগল হয়ে যাবে, ভাবল। ঠিক করল খাওয়ার পরে সোজা ববের কাছে যাবে। ওকে পেঁদিয়ে সত্যটা স্বীকার করাবে। যদি মেরে ফেলতে হয়, তা-ই করবে। বরিস বাধা দিলে ওকেও স্রেফ শুইয়ে দেবে।

খাওয়া শেষ হতেই পেনি বায়না ধরল। 'বাবা, গল্প শুনব।'

'সারাদিন দাপিয়ে বেড়িয়েছে বাইরে,' লরা জানাল। 'ওকে একটু ঘুম পাড়িয়ে দাও না।'

উঠে দাঁড়াল নেভিল। পেনি আবার আবদার ধরল, 'পিঠে চেপে যাব... পিঠে চেপে যাব।'

হেসে ফেলল লরা। 'মেয়ের ভাব দেখে মনে হয় মুকুটহীন-রাজকন্যা! যেভাবে হুকুম দিচ্ছে!'

'বাবা, মুকুটহীন-রাজকন্যা কী?' প্রশ্ন পেনির।

ওর দিকে চোখ রাখল নেভিল। অশান্ত ভাবটা জোর করে সরাতে চাইল মন থেকে। মেয়েকে একটু বেশিই ভালবাসে নেভিল। একটাই সন্তান ওদের। অন্য দশটা বাচ্চার থেকে আলাদা পেনি। বয়সের তুলনায় খাটো, খুবই লাজুক, কিন্তু সুস্থ-সবল। প্রতিবেশী শিশুদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব আছে বেশ। ওর কৌতূহল প্রচুর। প্রশ্ন করতেই থাকে। www.boighar.com

'উম... মুকুটহীন-রাজকন্যা মানে... মানে যে রাজকন্যার মুকুট নেই।' সহজ ভাষায় বোঝাতে চাইল।

এক মুহূর্ত কীসব ভাবল পেনি। তারপর হুট করে বলল, 'নাআআ হবে না! আমার মুকুট চাই। ইয়া বড় একটা মুকুট দিতে হবে। ওতে অনেক অনেক হীরে লাগানো থাকবে।'

খিলখিলিয়ে উঠল লরা। বাচ্চা মেয়েদের মত মনে হলো ওকে। বলল, 'অমন মুকুট আমিও চাই।' হাসি চেপে তাড়া দিল দু'জনকে, 'এবারে যাও দেখি! ঘুমের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।'

জলদি মেয়েকে পিঠে তুলে নিল নেভিল। চলল পেনির বেডরুমের পথে। পোশাক বদলে শুইয়ে দিল ওকে। তারপর মাথার কাছে বসে সিণ্ডারেলার গল্প শুরু করল। গল্পটা পেনির খুব প্রিয়। শুনলেই খুশি হয়ে যায়। গল্প ফুরোতেই কম্বলটা টেনে দিল গলা পর্যন্ত। চুমু খেল কপালে। ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল ল্যাম্প।

'এবার ঘুমাও দেখি,' বলল ওকে।

হাই তুলল পেনি, 'ঘুমাচ্ছি।' বাবাকে মিষ্টি হাসি উপহার দিল।

ওকে রেখে বাইরে চলল নেভিল। দরজায় দাঁড়িয়ে মেয়ের দিকে তাকাল একবার। বাইরের আলোয় আবছা দেখা যাচ্ছে ওকে। পেনি হাই তুলল ফের। বলল, 'গুড নাইট।'

নেভিল জবাব দিল, 'গুড নাইট, রাজকুমারী।'

বেরিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল ও।

নিচে নামতেই ডোরবেল শুনতে পেল। লরা এগিয়ে এল দরজা খুলতে। বাধা দিল ও, বলল, 'আমি দেখছি।'

দ্রুত পা চালাল নেভিল। দরজা খোলার আগে সামান্য ইতস্তত করল। ওপাশে কার্লোস থাকতে পারে। প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছে লোকটা। অস্ত্র বাগাতে পারলে মারমুখী হওয়াই স্বাভাবিক।

সিক্সশুটার হাতে নিল নেভিল। কার্লোস হলে দেখিয়ে দেবে, ওর সঙ্গে লাগতে এসে ভুল করেছে। বাঁ হাতে ঝট করে দরজা

বইঘর.কম

খুলল ও। দৃষ্টিতে সতর্কতা। ওপাশে কিচ্ছু নেই... কেউ নেই। নিচে তাকাতেই একটা খাম পড়ল চোখে। হাঁটু গেড়ে তুলে নিল ওটা। জানে কী আছে ওতে।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল ফের। সিক্সশুটার চালান করল গানবেল্টে। ছিঁড়ে ফেলল খামটা। একটুকরো কাগজ বেরুল ভেতর থেকে। আগেরগুলোর মতই সেখানে পেন্সিল ঘষে লেখা:

আট বছর পেরিয়ে গেছে, ক্রস। কিচ্ছু ভুলিনি আমি। যন্ত্রণা পেতে হবে তোমাকেও। তিল তিল করে ভুগবে। পেনিকে কেড়ে নেব। শীঘ্রিই।
—নিক বেরি

www.boighar.com

দলামোচা পাকিয়ে চিঠিটা পকেটে পুরল নেভিল। দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুজল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিন-তিনটে চিঠি। ব্যাপারটা সিরিয়াস হয়ে উঠেছে। কেবল বব আর বরিসের ধান্দাবাজি বলে উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। অন্য কেউও তো হতে পারে? চিন্তাটা কুরে খেতে শুরু করল ওকে।

যদি কার্লোস আসলেই নিক বেরি হয়ে থাকে? যদি ও-ই ভাড়া করে থাকে বব আর বরিসকে, তা হলে? মিসেস ম্যালেও নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে! চিঠিটা ঢুকিয়ে দিয়েছে পকেটে, সুযোগ বুঝে। একটু খতিয়ে দেখলে এর সঙ্গে বব আর বরিসের স্বার্থ উদ্ধারের সম্পর্ক অতটা মেলে না। বরং নিক বেরির প্রতিশোধের তীব্রতার সঙ্গেই ভাল খাপ খায় হুমকিগুলো।

কিন্তু, কীভাবে বুঝবে নেভিল? শত্রু এত কাছে, তবুও অচেনা! সেটাই বেশি ভাবাচ্ছে। শান্ত হতে দিচ্ছে না এক মুহূর্তের জন্য। খুঁজে বের করতে হবে আসল শয়তানকে, কিন্তু কী করে? ফের লরা আর পেনির কথা ভাবল নেভিল। ভয় পাক দিয়ে উঠল

পেটের ভেতর। আতঙ্কের শীতল স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়া ধরে। মনটা উশখুশ করতে লাগল। এর আগে কখনও এমন পরিস্থিতিতে পড়েনি ও।

আবার বাজল ডোরবেল। ধুকপুক করে উঠল ওর বুক। দ্রুত পিস্তল তুলল আবার, খুলে ফেলল দরজা। কার্লোসকে দেখবে ভেবেই প্রস্তুত হলো। অথবা বব, বরিস, কেউ একজন থাকতে পারে ওপাশে, ভাবল। দিশেহারা হয়ে গেছে নেভিল ক্রস। মাথা কাজ করছে না। বেল ফ্রিম্যানকে দেখা গেল দরজার ওপাশে। কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারায় চিন্তার ছাপ। ক্লান্ত লাগছে দেখে। এর আগে কখনও ওকে এমন দেখেনি নেভিল।

'ভেতরে এসো, বেল,' অস্ত্রটা ফের হোলস্টারে রাখল নেভিল। 'লরা কফি বানিয়েছে। দাঁড়াও, দিতে বলি।'

বাধা দিল ফ্রিম্যান, 'না না, এখন কফি খাবার সময় নেই। রাত হয়ে গেছে। জানোই তো, ফিরতে দেরি হলে তুলকালাম বাধিয়ে দেবে জিনা।' নেভিলের অস্ত্রটা দেখিয়ে বলল, 'ঘরের মধ্যে ওটা কীসের জন্য?'

'মাথার ঠিক নেই, বুঝলে।' হাঁপ ছাড়ল নেভিল। 'কয়েক মিনিটের জন্যও ভেতরে আসতে পারবে না? বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বললে ভাল দেখায় না।'

'আপাতত সম্ভব না,' সাফ জানাল বেল। 'একটু আগে স্যালুনে গিয়েছিলাম ড্রিঙ্ক নিতে। ঝামেলায় ফেঁসে গেলাম। কেভার, টম, ভেসপার, ফ্রেট, সবাই মিলে ঠেসে ধরল। ব্যাঙ্কের পলিসি যাতে পাল্টানো হয় সেজন্য ঘ্যানঘ্যান করল। বলল তোমাকে বোঝাতে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে ফ্রিম্যানের কাঁধে হাত রাখল নেভিল। সাহস ওর ভেতর একটু কমই আছে, শরীরেও শক্তি নেই অতটা।

বইঘর.কম

তবে সেভাবে দেখতে গেলে নিজেও খুব একটা সাহস ধরে রাখতে পারছে কই! নেভিল ওকে দোষ দিতে পারল না।

'কী বলেছ ওদের?'

মুখ গোমড়া করল ফ্রিম্যান। 'নাহ্, বলিনি কিছু। আমি বলার কে? ব্যাঙ্ক তো আমার সম্পত্তি না। পলিসি বদলানোর ক্ষমতাও আমার নেই।'

কাঁধ থেকে হাত সরাল নেভিল। আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল ওর, এমন একটা ঝামেলা আসতে পারে ফ্রিম্যানের ওপর। তবে মুখে যা-ই বলুক, ওর সঙ্গে ফ্রিম্যান একমত। আর ফ্রিম্যান সায় দেয়নি দেখেই নেভিল লোনের ব্যাপারটায় এত কড়াকড়ি করেছে। ব্যাঙ্কের বেশির ভাগ সিদ্ধান্তই ওর সঙ্গে পরামর্শ করে নেয় নেভিল।

'শুধু এটাই বলতে এসেছ?'

'না,' বলল ফ্রিম্যান। 'ভয়ে ভয়ে আছি। আড়ি পেতে শুনেছি, ওরা তোমাকে নিয়েই আলাপ করছিল। কতটা ঘৃণা পুষে রেখেছে, যদি জানতে! সবাই মিলে দুষছে তোমায়। বলছে, ববের আর একটুখানি টাকা দরকার। তা হলেই ওরা সবাই লাভবান হবে। এগুলো অবশ্য আগেও শুনেছি। আজ যেটা নতুন শুনলাম সেটা হলো, তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর পাঁয়তারা চলছে। হয়তো সত্যি সত্যিই ঝুলিয়ে দেবে! ওদেরকে বিশ্বাস নেই।'

'হুম, আমি পথ থেকে বিদেয় হলে ব্যাঙ্কের দায়িত্ব পড়বে তোমার ঘাড়ে। তখন তোমাকে সহজেই সামলাতে পারবে ধরে নিয়েছে। তাই তো?'

টমেটোর মত লাল হয়ে গেল ফ্রিম্যানের চেহারা। 'আসলে বউকে ভয় পাই বলে সবাই ভাবে আমি শক্ত হতে পারি না। কিন্তু এত সহজে পার পাবে না ওরা।' কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'যাক গে, ছাড়ো ওসব। আমি তোমার দলেই আছি। শেরিফ আর ডাক্তার

বইঘর.কম

গ্রেও আছে। কিন্তু এ ছাড়া তোমার আর কোনও বন্ধু নেই। সেটাই আসলে ভয়ের। দাঙ্গা কীভাবে লাগে জানো তো? মদ গিলে মাতাল হয়ে, সামান্য হাতাহাতি থেকেই শুরু হয়। তারপর ছড়িয়ে যায় দাবানলের মত। গ্রাস করে নেয় সব। তার আগে থামে না। এসব থামানোর ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে নেভিল। কী করবে কিছু ভেবেছ?'

'এখনও ভাবিনি,' জানাল নেভিল। কাঁধ ঝাঁকাল। 'সত্যি বলতে কী, আজকাল আমিও চাই একটা মারামারি লাগুক। কয়েকটাকে সিধে না করতে পারলে মনের আগুন নিভছে না। কেবল ছায়াশত্রু হাতড়ে বেড়াচ্ছি। এমনটা ভাল লাগে না।'

হতাশায় মাথা নাড়ল বেল ফ্রিম্যান। 'উন্মাদ হয়ে গেছ তুমি। বদ্ধ উন্মাদ!' ঘুরে দাঁড়াল ব্যাঙ্কার। হেঁটে গায়েব হয়ে গেল নিকষ আঁধারে।

ভেতরে ঢুকে দরজা এঁটে দিল নেভিল। ঠিকই বলেছে ফ্রিম্যান। পাগলের মতই হয়েছে কথাগুলো। মারামারি করে আখেরে লাভ নেই। সবাই প্রতিবেশী, কার সঙ্গে লড়বে? ড্রইং রুমের দিকে চলল ও। ফাঁসির কথাটা ঘুরপাক খেল মগজে। আসলেই কি ওদের পক্ষে এতটা নিচে নামা সম্ভব? হয়তো সম্ভব! ওদের পক্ষে সবই সম্ভব।

নয়

সোফাটা ফায়ার-প্লেসের কাছে টানল নেভিল। আগুনের আঁচে পা

বইঘর.কম

ছড়িয়ে বসল। রান্নাঘরে কাজ করছে লরা। টুংটাং আওয়াজ আসছে। হঠাৎ থেমে গেল শব্দটা। একটু পর ডাইনিং হয়ে চলে এল ড্রইংরুমে। নেভিলের কাছে এসে থামল লরা।

'নেভিল,' গম্ভীর গলায় বলল ও, 'তুমি কিছু একটা লুকোতে চাইছ। কী সেটা?'

দুর্বল হাসিতে অভিযোগটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা চালাল নেভিল। 'না,' তড়িঘড়ি করে বলল। 'নতুন করে কী বলব! সবই তো জানো।'

মেঝেতে বসে পড়ল লরা। মাথা রাখল নেভিলের কোলে। 'কে এসেছিল? দু'বার বেল শুনলাম!'

'ফ্রিম্যান,' জানাল ও। 'সারাদিন ব্যাঙ্কে ছিলাম না, তাই জরুরি কিছু আলাপ করতে এসেছিল।'

নিঃশ্বাস নিল লরা। চুপ রইল। নেভিল ওকে আপাতত কিছুই জানাতে চায় না। জিনিসটা জানানোর মত না। এই লড়াই নেভিলের একার। তাতে বড় জোর ডাক্তার গ্রে আর শেরিফ হানের সাহায্য নেয়া যায়। লরাকে এর সঙ্গে জড়ানো চলে না।

'দ্বিতীয়বার কে এল?' জানতে চাইল লরা। 'বলে ফেলো। না জেনে ছাড়ছি না।'

'দ্বিতীয়বারই এসেছে ফ্রিম্যান।'

'তা হলে প্রথমে কে ছিল?'

'হবে কেউ! ফাজলামো করে বেল টিপে পালিয়েছে। খুলে দেখি কেউ নেই।'

কটমট করে তাকিয়ে রইল লরা। বিশ্বাস করতে চাইছে না কিছুতেই। 'নেভিল, লুকিয়ে লাভ নেই। বলো, কী হচ্ছে এসব? একদম তোমার বাবার মত করছ তুমি! ভাল লাগছে না।'

গম্ভীর হয়ে গেল নেভিল। 'হঠাৎ বাবার সঙ্গে তুলনা করলে কেন?'

বইঘর.কম

'ওভাবে কিছু বোঝাতে চাইনি। আসলে তুমি নিজের পুরোটা কখনও শেয়ার করো না। কেবল ভাল দিকটার সঙ্গেই মিশতে দাও। দুঃখগুলো লুকিয়ে রাখো। সমস্যা থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দাও। কিন্তু আমি চাই তোমার পুরোটার সঙ্গী হতে। স্ত্রী মানে কী? স্ত্রী মানে অর্ধাঙ্গী। তোমার অর্ধেক সুখ যেমন আমার, অর্ধেক দুঃখও তেমনি চাই। নইলে নিজেকে অসম্পূর্ণ মনে হয়।'

ওর কথা শুনে ধাক্কা খেল নেভিল। এমনিতেই সমস্যায় গলা পর্যন্ত ডুবে আছে। তার ওপর যদি লরা বলে ওর নিজেকে অসম্পূর্ণ লাগে, এর থেকে আর কষ্টের কী-ই বা হতে পারে! কিন্তু লরার মুখের দিকে তাকিয়ে দ্বিধা দূর হয়ে গেল ওর। বুঝল, সত্যিই কষ্ট পাচ্ছে মেয়েটা।

'দুঃখিত, তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি,' বলল নেভিল। 'কিন্তু... তোমাদের ভালমন্দের দিকে লক্ষ রাখাও আমার দায়িত্ব। তাই অযথা তোমাদের ভাবাতে চাই না।'

ওর পাশে মাথা তুলে দাঁড়াল লরা। হাত রাখল হাতে। 'আর আমার দায়িত্ব তোমার ভালমন্দের দিকটা দেখা। টেনশনে দিন দিন অসুস্থ হয়ে যাচ্ছ তুমি! বলো, আজ এমন কী হয়েছে, যার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছ?'

বিপাকে পড়ে গেল নেভিল। এখনও বলতে ভরসা পাচ্ছে না। আবার, লরার কথাগুলোও ঠিক। হয়তো ওকে জানানো উচিত পুরোটা। সমস্যাগুলো ওর সঙ্গে শেয়ার করলে ওর অপূর্ণতা দূর হবে। নিজেকে দিয়ে বোঝে নেভিল। বাবাও ওর সঙ্গে এমন আচরণ করত মাঝে মধ্যে, তখন ওরও এমন লাগত। তারপর ভাবল, সত্যটা জানলে লরা আরও সতর্ক হতে পারবে। পেনিকেও সাবধানে রাখতে পারবে। সিদ্ধান্ত নিল নোটের কথাটা জানাবে ওকে।

নেভিল বলে চলল, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। কেবল কেসি

বইঘর.কম

ম্যালের কথাটুকু এড়িয়ে গেল সতর্কভাবে। বেল ফ্রিম্যান সন্ধ্যায় ঠিক কী বলতে এসেছিল, সেটাও চেপে গেল। অযথা এসব জানালে লরা আরও ভেঙে পড়বে।

'তোমার শেরিফের কাছে যাওয়া উচিত,' সব শুনে মন্তব্য করল লরা। 'ওদের নিশ্চয়ই কোনও ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে। খুঁজলে পাওয়া যাবে।'

'থাকতে পারে,' একমত হলো নেভিল। 'আবার এ-ও হতে পারে, ওরা নাম ভাঁড়িয়েছে। তেমন হলে ক্রিমিনাল রেকর্ড দেখে পরিচয় মিলবে না।'

কয়েক মুহূর্ত নীরব রইল লরা। হাতের মুঠোয় নেভিলের হাত ধরে রেখেছে ও। চাপ বাড়ছে ক্রমশ। নেভিল আবেগী ছিল না কোনোকালে। বাবার কাছ থেকে ব্যক্তিত্বের কিছুটা পেয়েছে, এ হয়তো তারই প্রমাণ। বাবাকে কখনও নরম হতে দেখেনি ও। ছেলেকে কাছে ডেকে আবেগ প্রকাশ করবার মত মানুষ ছিল না হেরম্যান ক্রস, নেভিলও পারে না। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি বলছে একটু হলেও আবেগ দেখানো উচিত... কিছু বলা উচিত লরাকে। কিন্তু বলল না নেভিল, গলা টিপে মারল আবেগটাকে। লরার সামনে দুর্বল হওয়া চলবে না।

একটু অপেক্ষা করে লরা বলল, 'টম রডের কাণ্ড শুনে খুব অবাক লাগছে। ওর তো উচিত তোমাকে বিশ্বাস করা। তোমার বাবা হলে ঠিকই সব কথা মেনে নিত ওরা। তা হলে তোমার কথা শুনছে না কেন?'

'জানি না,' শ্রাগ করল নেভিল। 'হয়তো আমার বয়স কম বলে। আবার এমনও হতে পারে, আমার যোগ্যতার প্রমাণ এখনও পায়নি, তাই। তা ছাড়া বব চালাক। এমনভাবে ওদের বুঝিয়েছে... এমন এমন লোভ দেখিয়েছে যাতে ওরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কাজের লোভে, শেয়ারের লোভে মুখিয়ে আছে।

বইঘর.কম

বলেছে স্থানীয় স্টেবল থেকে ঘোড়া কিনবে, স্যালুন থেকে ড্রিঙ্ক কিনবে, হার্ডওয়্যার স্টোর থেকে কিনবে মালামাল, আরও কত কী! সব ব্যবসা সচল হবে। আর আমি বলেছি, ওদের টাকা বাঁচাচ্ছি। লোন দিচ্ছি না। সেটাও কাজে লাগাচ্ছে বব। বলছে, আমি চাই না ওদের কপাল ফিরুক। তাই জোর করে প্রাপ্য আটকে রেখেছি।'

'যত্তোসব বাজে কথা! এত ভেবো না তো। ওই নোটগুলোর কথাও ভুলে যাও,' সাহস দিতে চাইল লরা। 'ওগুলো স্রেফ ধোঁকাবাজি। তবে আমি আরও সাবধানে থাকব। পেনিকেও ঘরে রাখব। টেনশন কোরো না।'

'রিভলভারটা অফিসে আছে,' জানাল নেভিল। 'কাছাকাছি রেখো ওটা। কালকের দিনটা গুরুত্বপূর্ণ।'

একমত হলো লরা। হাত রাখল ওর গালে। চুমু খেল ঠোঁটে, দীর্ঘসময় ধরে। তারপর সরে দাঁড়াল। 'আমি শুতে যাচ্ছি। তুমি কি এখানেই থাকবে?'

ইশারায় সায় দিল নেভিল। 'ঘুমিয়ে পড়ো। এখন শুলেও ঘুম আসবে না আমার।'

'তুমি ক্লান্ত, তাড়াতাড়ি ঘুমানো উচিত,' বিড়বিড় করল লরা। 'গুড নাইট।' বেশি কিছু না বলার সিদ্ধান্ত নিল ও।

'গুড নাইট,' বলল নেভিলও। লরা হেঁটে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছতেই পেছন ডাকল ফের, 'লরা!'

থেমে ঘুরল লরা। 'কিছু বলবে?'

'না মানে, ভাবছিলাম...' ইতস্তত করল নেভিল, 'ভাবছিলাম একটু বাইরে যাব। মাথাটা জ্যাম হয়ে আছে। তাজা হাওয়া চাই। দুটো দরজাই তালা মেরে দেব যাবার সময়। তুমি রিভলভারটা বালিশের তলায় রাখলে ভাল হয়।'

'আচ্ছা, বেশ। তাই রাখছি।' সিঁড়ি ধরে ওপরে চলে গেল

বইঘর.কম

লরা।

বেডরুমের দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনল নেভিল। একটা সিগারেট ধরাল। ছাই বানাল ওটা। আবার একটা ধরাল। ভেতরের উদ্বেগ বাড়ছে ক্রমশ। কিচ্ছু ভাল লাগছে না ওর। ফাঁদে পড়া বন্য প্রাণীর মত লাগছে নিজেকে, আশপাশে ওঁৎ পেতে আছে অদৃশ্য শিকারিরা। কিছুই করতে পারছে না, কারণ শত্রুর স্বরূপ ওর অজানা।

বেল ফ্রিম্যানের খবরটার কথাও ভাবল আবার। অস্থির হয়ে উঠল। একবার ঠিক করল সবাইকে কাল অফিসে ডেকে লোন বুঝিয়ে দেবে। হতভাগারা চাইলে ওড়াক টাকা, ওর কী? যারা ওদের লুটতে চায় লুটুক। মানুষের উপকার করবার একটা সীমা আছে। নিজের ক্ষতি করে অন্যের উপকার করার কী প্রয়োজন? ওদেরকে বাঁচানোর ঠেকা পড়েনি নেভিলের।

অচিরেই কেটে গেল অস্থিরতা। বাবার কথা মনে পড়তেই শান্ত হলো ফের। অদ্ভুত লোক ছিল হেরম্যান ক্রস। একরোখা, কঠোর। কিন্তু ভাল কাজও করেছে প্রচুর। বেঁচে থাকলে নির্ঘাত টম রডকে নেভিলের মতই বাধা দিত সে। যত হুমকিই আসুক না কেন... যত ঘৃণাই পাক না কেন... কিছুতেই মত বদলাত না হেরম্যান। যদি আট বছরের পুরনো শত্রু প্রতিশোধের নেশায় ফিরে এসে সামনে দাঁড়াত, নির্দ্বিধায় বন্দুক তুলে গুলি করত সে। বিন্দুমাত্র কাঁপত না হাত।

বাবার মতই হয়েছে নেভিল। পুরোপুরি না হলেও কিছুটা তো বটেই। লরা প্রায়ই বলে সে-কথা। সুতরাং পালাবার প্রশ্নই আসে না। রুখে দাঁড়াবে ও। মাথা তুলে প্রতিবাদ করবে শেষ পর্যন্ত। ব্যাঙ্কের পলিসি কিছুতেই পাল্টাবে না, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।

মাঝরাতের ঘণ্টা বাজল ঘড়িতে। উঠে দাঁড়াল নেভিল। আরও কাঠ ফেলল আগুনে। অদ্ভুত এক অনুভূতি আচ্ছন্ন করে রেখেছে

বইঘর.কম

ওকে—যেন একটা স্পঞ্জের মত ঝামেলা শুষতে শুষতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। সহ্য হচ্ছে না আর কোনও চাপ।

বাইরে যাবার কথা ভাবল। শেরিফকে বিছানা থেকে তুলতে পারলে হয়। এত রাতে উঠতে চাইবে না হয়তো। রাতের বেলায় ঝামেলা পছন্দ করে না সে। কিন্তু অভিজ্ঞ কারও সঙ্গে কথা না বললে শান্ত হতে পারবে না নেভিল। দু'জন মাত্র লোক আছে এ শহরে, যারা যথেষ্ট অভিজ্ঞ। ডাক্তার গ্রে আর শেরিফ হান। আপাতত ডাক্তারকে জ্বালাতে চাইল না নেভিল। এমনিতেই রোগীর চাপে ঘুমানোর খুব বেশি সুযোগ পায় না ডাক্তার।

রান্নাঘরের দরজা আটকে দিল নেভিল। মেয়ের কথা মাথায় আসতেই সিঁড়ি ধরে ওপরে চলল। পেনির জীবনটা ওর বাবার মত নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা কিছুতেই করবে না নেভিল আর লরা। কিন্তু মেয়েটার যদি কিছু হয়ে যায়, তা হলে কী নিয়ে বাঁচবে ওরা?

করিডোরে ল্যাম্প জ্বেলে রেখেছে লরা। পেনির বেডরুমের দরজা ভেজানো। আস্তে করে ওটা খুলে ফেলল নেভিল। ভেতরে পা রাখল। সিঁড়ি ছাড়া এ-ঘরে আসার অন্য কোনও পথ নেই। নিচ থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়, তারপর হলঘর পেরিয়ে পেনির বেডরুম। নিরাপদেই আছে পেনি, ভাবল ও। এটুকু সময়ের মধ্যে কেউ ঢুকতে পারেনি নজর এড়িয়ে। কিন্তু... যদি কিছু হয়ে যায়? ঘরের আবছা আলোয় ওর ছোট্ট শরীরটা চোখে পড়ল না। সহসা আতঙ্ক ছেয়ে গেল নেভিলের চেতনায়। দ্রুত পায়ে মেয়ের বিছানার কাছে পৌঁছল ও। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওখানে গিয়ে। ছোট্ট পেনি ঘুমাচ্ছে। বিছানার সঙ্গে মিশে আছে শরীরটা। কম্বলের নিচে বলে দেখা যাচ্ছিল না দূর থেকে। এক মুহূর্ত অনড় রইল ওখানেই। মেয়েকে দেখল প্রাণ ভরে। আরও নিশ্চিত হতে হাত রাখল মাথায়। ঘুমের ঘোরে হাসল পেনি। মধুর স্বপ্নে বিভোর হয়তো। লরাও বলেছে কয়েকবার, স্বপ্নে পরী দেখে

বইঘর.কম

ওদের মেয়ে। নিজেও ছোট্ট একটা পরীর মতই পেনি। লরা আর নেভিলের আদরের পরী।

নেভিলের জন্য পেনির চেয়ে দামি আর কিছু নেই... লরাও নয়। নিজের জীবনের চেয়েও ওকে বেশি ভালবাসে নেভিল। আজকের হুমকিতে সেটা নতুন করে উপলব্ধি করছে ও। বুঝতে পারছে ওর জীবনে পেনির গুরুত্ব কতটা। www.boighar.com

বিছানার পাশ থেকে সরে এল নেভিল, ঘুম ভেঙে যেতে পারে মেয়ের। তখন ওর চোখে ভয় দেখলে মেয়েটা কী করবে বলা মুশকিল। পেনিকে ঠিকঠাক শিক্ষা দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করছে লরা। যাতে শিশুসুলভ ভয়গুলো সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে তার ব্যবস্থাও করেছে। ওকে আলাদা ঘরে রেখেছে। এখনই একা থাকার শিক্ষা পাচ্ছে পেনি। আর দশটা বাচ্চার মত অন্ধকারে খুব বেশি ভয় নেই ওর।

আরও একটু সময় ঘরের মধ্যে থাকার ইচ্ছাটা ঝেড়ে ফেলতে পারল না নেভিল। পেনি ওদের একমাত্র সন্তান। আরও সন্তান নেবার ইচ্ছা ছিল লরার। ডাক্তার গ্রে বলেছে, আশা কম। সেজন্যই পেনি হয়ে উঠেছে ওদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিজের একটা অংশ চোখের সামনে বেড়ে উঠতে দেখার মত আনন্দ আর হয় না। একটুকরো অস্তিত্ব ছড়িয়ে গেছে আগামীর পথে, ছোট্ট পেনির হাত ধরে। যতদিন মেয়েটা বেঁচে থাকবে, নেভিল আর লরাও থাকবে। ওর ভেতরে, ওর আদর্শ হয়ে, ওর হৃৎস্পন্দন হয়ে। নিঃসন্তান দম্পতির সে-সৌভাগ্য হয় না। তারা বড় অসহায়। হতভাগ্য।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল নেভিল। একটু ফাঁক রাখল দরজা। পেনি কেঁদে উঠলে যাতে শুনতে পায় লরা। নিজেকে কিছুটা দুর্বল মনে হলো ওর। এমন দুর্বলতা আগে কখনও টের পায়নি। পাকচক্রে আঘাত আসতে চায় এখন পেনির ওপর। বিপদের

খাঁড়া ওর মত পেনির মাথার ওপরেও ঝুলছে। একটা ছোট্ট নোট বদলে দিয়েছে অনেক কিছুই। নিরাকার ছায়ার মত গ্রাস করে নিচ্ছে সত্তাকে।

হলঘর দিয়ে ড্রইংরুমের দিকে এল নেভিল। শেরিফের কাছে যাওয়া প্রয়োজন। বড় গুণ আছে হান শেফারের। মানুষকে আশা দিতে পারে লোকটা। এখন আশাই চাই নেভিলের। এক বুক আশা ছাড়া আর একটু পথও চলতে পারবে না ও।

মাথায় হ্যাট আর গায়ে শিপস্কিন কোট চাপিয়ে বাইরে বেরুল ও। ফায়ার-প্লেসের আগুনটা নেভাল না। শীতের বাতাস কামড় বসাতে চাইছে কোটের ওপর দিয়ে। হঠাৎ শিরশির করে উঠল শরীর, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় চেঁচিয়ে উঠল তারস্বরে। পরক্ষণে উঠনের ওপাশে দেখা গেল আলোর ঝলকানি। গুলি করেছে কেউ!

দশ

কপাল ভাল বলতে হবে, মাথার পাশ দিয়ে সাঁই করে ছুটে গেল বুলেট, নেভিলকে মিস করে বারান্দায় ঝোলানো বাতিটা চুরমার করল... তারপর গেঁথে গেল পেছনের দেয়ালে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল নেভিলের শরীরে, ঝাঁপ দিল ও। বারান্দা পেরিয়ে উঠনে পড়ল। গড়ান দিয়ে সরে গেল আরও কিছুটা। বিপদ এড়াতে চাইল যতটা সম্ভব।

গুলি মাথার কিছুটা দূর দিয়ে গেছে। ওয়াইল্ড শট। কাঁচা

বইঘর.কম

হাতের নিশানা। ঝট করে হোলস্টার থেকে ড্র করল ও। এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ল তিনবার। নিশানা করার মত কিছু নেই সামনে। কেবল যে-ঝোপের পেছন থেকে শব্দটা এসেছে সেটাতেই নিশানা করল। যদি ভাগ্যের জোরে একটা গুলিও লাগে তো চলে। আবারও সরে গেল গড়ান দিয়ে। আততায়ী এখন আর বসে নেই ওখানে। সরে গেছে নিরাপদে। কান খাড়া করে রাস্তার ওধারে পায়ের শব্দ শুনতে পেল নেভিল। নির্ঘাত পিছু হটছে লোকটা।

ঝুঁকি নিল না তবুও। চুপচাপ শুয়ে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। ঘরের ভেতরে আলোড়ন শুরু হয়েছে ততক্ষণে। লরার আওয়াজ শোনা গেল, 'নেভিল! নেভিল!! কোথায় তুমি?' ব্যাকুল কণ্ঠ।

'ঠিক আছি,' জানাল ও। 'বাতি ভেঙেছে একটা। আমার কিছু হয়নি।'

উঠে দাঁড়াল নেভিল। চারদিকে অন্ধকার। হোলস্টারে গান ভরল। গুলির শব্দ টের পায়নি প্রতিবেশীদের কেউ। সুনসান নীরবতা ছড়িয়ে আছে বাতাসের বুকে। রাতের আঁধারে শুটআউট নতুন কিছু নয় এ-এলাকায়। হ্যালো'স বার গভীর রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। মাতাল কাউবয়রা মাঝে মাঝেই চাঁদের দিকে তাক করে চেম্বার খালি করে, বুনো উল্লাসে।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল নেভিল। হলঘরের বাতিটা এখনও জ্বলছে। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে লরা। পরনে নাইট গাউন, হাতে রিভলভার। পেনি কাঁদছে নিজের ঘরে শুয়ে। শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেছে একটু আগে। বিকট শব্দে ঘাবড়ে গেছে মেয়েটা।

'ওকে বলো মাতাল কাউবয়গুলোর কাণ্ড, বিপদ নেই,' পেনিকে শান্ত করতে নির্দেশ দিল নেভিল।

লরা চলে গেল মেয়েকে দেখতে। কয়েক মিনিট বাদে ফিরল। কান্না থেমে গেছে ততক্ষণে। 'ও ঠিক আছে। বলল, দুষ্ট

বইঘর.কম

লোকগুলো বাড়ি গিয়ে ঘুমালেই তো পারে!' হাসতে চাইল লরা। সফল হলো না। ভয়ে ওর ঠোঁট কাঁপছে এখনও।

ওকে জড়িয়ে ধরে শান্ত করতে চাইল নেভিল। 'ঠিক আছি,' জানাল। 'একটু ঘাবড়ে গেছি শুধু। মজার ব্যাপার হলো, মাত্রই ভাবছিলাম আজ রাতটা গোলাগুলির জন্য আদর্শ। আর এমন সময় ঢিশুম ঢিশুম।'

নেভিলের বুকে মুখ লুকাল লরা। 'কে করল গুলি? কার্লোস নয় তো? লোকটার সঙ্গে তো আজই ঝামেলা হলো তোমার। হয়তো প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে।'

'হতে পারে। বব অথবা বরিসও হতে পারে।' এটুকু বলেই ক্ষান্ত হলো নেভিল। ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বার লোকের অভাব নেই। কিন্তু অত শত্রুর কথা জানলে বেশি ঘাবড়ে যাবে লরা। ফাঁসিতে ঝোলানোর ষড়যন্ত্রও হচ্ছে বলে যদি জানতে পারে তো কী করবে কে জানে। তাই আর কথা বাড়াল না। শুধু বলল, 'তুমি শুতে যাও। আমার মনে হয় লোকটা পালিয়েছে। আর ফিরবে না।'

বুক থেকে মাথা তুলল লরা। চোখের পাতা নাচছে ওর। 'এসব আমার আর ভাল লাগছে না, নেভিল। ভয় করছে।'

'শেরিফের সঙ্গে দেখা করতে যাব,' জানাল নেভিল। 'কিচ্ছু হবে না দেখো। দরজাগুলো আটকে রাখো ঠিকমত। বাতি নিভিয়ে দিয়ো। বাইরে যাবার সময় ঘর আলো করে বেরুতে চাই না, তাতে নিশানায় লাগানো সহজ হয় ওদের জন্য।'

হলঘরের বাতি নেভানো পর্যন্ত দরজায় হাত রেখে অপেক্ষা করল নেভিল, হোলস্টারে ঠেকিয়ে রাখল আরেক হাত। লরাকে বলেছে বটে লোকটা ফিরবে না, কিন্তু সেটা নিজেও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। আদৌ পালিয়েছে কি না তা-ই বা কে জানে। হয়তো এখনও ওঁৎ পেতে আছে। বেরুলেই ঝাঁপিয়ে

বইঘর.কম

পড়বে সিক্সশুটার নিয়ে।

বাইরে বেরিয়ে দরজা টেনে দিল নেভিল। কয়েক সেকেণ্ড অনড় রইল ওখানেই। কান খাড়া করে রাখল, অস্বাভাবিক কোনও আওয়াজ শোনা যায় কি না। শুনতে পেল না কিছু। আঁধার সয়ে এসেছে চোখে। নাহ্, কোথাও নড়াচড়ারও আভাস নেই। ঝোপঝাড় বরাবরের মতই স্থির। দ্রুত পায়ে এগোল নেভিল। পথের শেষ মাথায় গিয়ে পুবে ঘুরল। পাহাড়ি পথ ধরে চলল শেরিফের বাড়ি। www.boighar.com

একা মানুষ শেরিফ হান। নদীর ধারে ছোট্ট বাসা। শহরের ওদিকটা বেড়ে উঠেছে কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই। ঘরগুলো কেমন যেন এলোমেলো, ছড়ানো-ছিটানো। মাঝে মাঝে পাইনের ছোঁয়া। সরু একটা পথ কোনও ক্রমে চলে গেছে ঘরগুলোর পাশ দিয়ে। যথেষ্ট এবড়োখেবড়ো সেটাও। www.boighar.com

এ অঞ্চলটা আঁধার। পথে কোনও বাতি নেই। কয়েকবার প্রায় মুখ থুবড়ে পড়তে গিয়ে সামলে নিল নেভিল। পাথরে ছেয়ে আছে পথ। মরে যাওয়া গাছের শাখা পড়ে আছে টুকরো টুকরো হয়ে। বড্ড বাধা দেয় জিনিসগুলো। হাঁটা কঠিন হয়ে যায়। সাবধানে চলতে হচ্ছে খুব। তাই সময় লাগছে বেশি। খানিক পর পৌঁছুল শেরিফ হানের দোরগোড়ায়।

দরজায় আরও বেশ কয়েক মিনিট কাটল। ধুমধাম কিল মেরে চলল নেভিল। শেরিফের দেখা নেই। যেন অনন্তকাল পর ঘুমে জড়ানো একটা গলা ভেসে এল।

'আসছি, বাবা, আসছি! দরজা ভেঙে ফেলবে নাকি?'

পেরিয়ে গেল আরও কিছুটা সময়। এরপর ওপাশ থেকে দরজা খোলা হলো। ল্যাম্প হাতে দাঁড়িয়ে আছে শেরিফ হান। পায়ে স্যাণ্ডেল নেই। প্যাণ্টটা তড়িঘড়ি করে পরা হয়েছে, কাঁধে সাসপেণ্ডার চাপানোর সময় হয়নি। একটা ফিতে ঢুকিয়েছে

কোনোমতে। বাকিটা কব্জির সামান্য ওপরে ঝুলছে। চুল এলোমেলো। দৃষ্টি ঘোলাটে। আধো ঘুম, আধো জাগরণের মাঝে আছে লোকটা। নেভিলকে দেখে চোখ সরু করল। বোঝার চেষ্টা করল ঠিক কে এসেছে।

'আগেই বোঝা উচিত ছিল!' গুমরে উঠল হান শেফার। 'এত রাতে তোমার মত পাগল ছাড়া কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। আবার কী ঝামেলা হলো? আচ্ছা, আগে ভেতরে এসে আমাকে উদ্ধার করো দেখি!'

নেভিল ঘরে ঢুকতেই হান বলল, 'গত বিশ বছরের সেরা স্বপ্নটা দেখছিলাম। দিলে সব গুবলেট করে। আহা! সুন্দরী মেয়েরা সাঁতরে বেড়াচ্ছিল চারপাশে। আমি ওদের কাছে যেতে চাইছিলাম। কিন্তু ধরতে পারছিলাম না। ইশশ! আরেকটু হলেই ঠিক ধরে ফেলতাম।' হঠাৎ নেভিলের আতঙ্কটা ধরা পড়ল ওর চোখে। থেমে গেল শেরিফ। বুঝল, গভীর কোনও সমস্যায় পড়েছে নেভিল ক্রস। 'ঠিক আছে, বাছা, এবার বলো দেখি কী হয়েছে? চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে পাহাড়ি চিল ঠুকরে তোমার কান ছিঁড়ে নিয়েছে।'

'গুলি চালানো হয়েছে আমাকে লক্ষ্য করে,' শীতল গলায় বলল নেভিল।

'কখন?'

'এই তো... কিছুক্ষণ আগে।'

'বলো কী!' বিছানায় বসে অবিশ্বাসের সঙ্গে ওকে দেখল শেরিফ। 'এতদূর গড়িয়েছে ঘটনা? গুলি? এত বাড়াবাড়ি করবে বলে তো ভাবিনি।'

'তবে আর কী বলছি! কিন্তু ওটাই সব না।' কার্লোসের থেকে পাওয়া নোটটা শেরিফের হাতে দিল নেভিল। জানাল পুরো ঘটনা। ঘরের দরজায় যে চিঠিটা পেয়েছে সেটাও দিল। পুরোটা

বইঘর.কম

পড়ে কেঁপে উঠল বুড়ো। গালি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

'মাথা ঠিক আছে তো শুয়োরটার?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে। 'প্রতিশোধ নেবে ভাল কথা, তাই বলে একটা নিষ্পাপ বাচ্চাকে হুমকি দিচ্ছে? হারামজাদা কি মানুষ, না জানোয়ার?'

'যেটাই হোক, বিপজ্জনক... তাতে সন্দেহ নেই।'

একটু ভাবল শেরিফ। তারপর বলল, 'লোকটা নির্ঘাত পাগল, নেভিল। নিশ্চিত থাকো, ওর মাথার ঠিক নেই। তোমার কপাল ভাল গুলিটা গায়ে লাগেনি।'

'হুম, তা তো বটেই,' মাথা ঝাঁকাল নেভিল। 'কিন্তু আমার ধারণা, নিক বেরি আসলে মরেনি। গত আট বছর ধরে তুমি যা বলেছ, তা ছেলেভুলানো সান্ত্বনা ছাড়া আর কিছুই না।'

এলোমেলো গোঁফে তা দিল শেরিফ। 'কার্লোসের বয়স কত হতে পারে?' জানতে চাইল।

'পঁয়ত্রিশের মত হবে।'

'তা হলে কার্লোস হবার সম্ভাবনা কম। নিক বেরি এখনও বেঁচে থাকলে ওর বয়স হবে তোমারই কাছাকাছি... মানে সাতাশ কি আটাশ। বব আর বরিসের বয়সও তার চেয়ে অনেক বেশি। তা ছাড়া আট বছর খুব বেশি সময় নয়। এর মাঝে চেহারায় খুব বেশি পরিবর্তন হবার কথা না। উচ্চতা কম ছিল, রাতারাতি নিশ্চয়ই তালগাছের মত লম্বাও হয়ে যায়নি নিক। অথচ বব আর বরিস বেশ লম্বা, কার্লোসকেও খাটো বলা যায় না, তাই না?'

সায় দিল নেভিল। 'হুম। স্বাভাবিক উচ্চতা।'

'তা হলে তো হিসেব পরিষ্কার। বয়স মিলছে না, চেহারা-উচ্চতা মিলছে না... তারমানে ওদের কেউই নিক বেরি নয়। আর কোনও সন্দেহভাজনও নেই। নতুন কেউ শহরে এলে খবরটা কানে আসতই। তেমন তো কিছু শুনিনি। তুমি শুনেছ?'

'তুমি তো কার্লোসের কথাও শোনোনি।'

বইঘর.কম

'দেখেছি ওকে। হ্যালো'স বারে বসে মদ গিলছিল। তোমার বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে বুঝেছি, ওটা ও-ই ছিল। কিন্তু তোমাদের রাঞ্চের সীমানায় ক্যাম্প করেছে জানতাম না। ভেবেছিলাম ভবঘুরে; গলা ভেজাতে এসেছে। চলে যাবে আজকালের মধ্যে।'

'এবার কী করবে?'

'এখনও বুঝতে পারছি না। একটু ভাবতে দাও।' নোটদুটো ফের দেখল হান শেফার। 'আজ রাতে আর কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। লরার কাছে অস্ত্র আছে?'

'হ্যাঁ,' নেভিল মাথা ঝাঁকাল। 'কিন্তু কাল কী হবে? যখন পেনি বাইরে যাবে খেলতে? চিঠির হুমকি যদি সত্যি হয়, পাগল লোকটা তো কিছু একটা ঘটিয়ে বসতে পারে!'

'আমি এখনও বলব ওটা নিক বেরি না। অন্য কেউ শয়তানি করছে। কথা হচ্ছে, কেন?'

'স্টেজকোচে করে পোর্টল্যাণ্ড থেকে ইনভেস্টর আসবে আগামীকাল। তাই আমাকে শহর থেকে সরাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বব,' বলল নেভিল। 'হতে পারে ও-ই পাঠিয়েছে চিঠিটা। লোকটা শেয়ালের মত ধূর্ত।'

'আমারও তেমনটাই মনে হচ্ছে। গুলিটাও চালিয়েছে তোমাকে ভালমত ভয় দেখানোর জন্য। জানত, চিঠি পেয়ে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে বেরুবে। ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছিল বাইরে।'

'শুধু ভয় দেখানো? মারতে চায়নি বলতে চাও?'

'মারতে চাইলে মরতে। বরিসকে দেখে পাকা বন্দুকবাজ মনে হয়। মিস করবার লোক নয় ও।'

'কার্লোস,' আবার নামটা বলল নেভিল। ঘুরে-ফিরে কেবল ওর নামটাই আসছে মাথায়। 'জানো, মিসেস ম্যালে ওকে আগে থেকেই চেনে। কিন্তু তাতে কী প্রমাণ হয়? কিচ্ছু বুঝতে পারছি

বইঘর.কম

না।'

'কিছুই প্রমাণ হয় না,' মাথা নাড়ল হান শেফার। 'তোমার সন্দেহটা কোথায়? কী ভাবছ?'

'হয়তো বব আর বরিসের সঙ্গে যোগসাজশ আছে লোকটার। চিঠিগুলো ওরাই হয়তো দিয়েছে কার্লোসকে। সমস্যা হলো, সেটা প্রমাণ করবার উপায় নেই। কার্লোস কিছুতেই স্বীকার করবে না।'

'তা তো করবেই না।' www.boighar.com

'চিঠির ব্যাপারটা হয়তো স্বীকার করবে না, কিন্তু বব আর বরিসের সঙ্গে ওর আঁতাত তো প্রমাণ করা যেতে পারে। যদি একসঙ্গে পাওয়া যায় ওদেরকে?'

'কীভাবে পাবে?'

'চিঠি দিতে গিয়ে আমার হাতে মার খেয়েছে কার্লোস। রিপোর্ট দেবার জন্য শহরে আসাটাই কি স্বাভাবিক নয়? রাত হয়ে গেছে, যাবার জায়গা নেই... ওদের সঙ্গে থেকেও যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বরিসের সঙ্গে থাকবে, অফিসে ঘুমায় সে। বউকে নিয়ে লক'স বোর্ডিং হাউসে থাকে বব, সেখানে রাত কাটানো সম্ভব না। বুঝতে পারছ কী বলতে চাইছি? ওদের অফিসে হানা দিলে বরিস আর কার্লোসকে একত্রে পাওয়া যেতে পারে। প্রমাণ করা যাবে ওদের যোগসাজশ।'

'খড়ের গাদায় সুঁই খুঁজছ তুমি,' নিরাসক্ত গলায় বলল শেরিফ। 'কিন্তু খুঁজতে গিয়ে বরিসের গর্দানটা হাতে এলে মন্দ হয় না। বব আর ওকে অনেক ছাড় দেয়া হয়েছে। চলো, ঘুম থেকে টেনে তুলি হারামজাদাকে। অনেক ঘুমিয়ে নিয়েছে শান্তিতে। এবারে একটু ভুগুক। একটু অপেক্ষা করো, আমি এখুনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

বইঘর.কম

এগারো

শেরিফের সঙ্গে হেঁটে চলেছে নেভিল। শ্লথ পদক্ষেপ। রাস্তার দু'পাশে পাইন গাছের সারি বর্শার মত তাক হয়ে আছে আকাশের দিকে। ঘন ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে এবড়ো-খেবড়ো পথের ওপর। পাথুরে রাস্তায় সাবধানে হাঁটছে দু'জনে। তাড়াহুড়ো করলে হোঁচট খাবে। ছায়ায় পথের মাঝখানে মাথা তুলে রাখা পাথরের মাথা দেখা যায় না।

'একটা বাতি আনা উচিত ছিল,' গজগজ করে বলল হান। মেইন স্ট্রিটে পা দিয়েছে ওরা। 'রাস্তাটা এত বাজে! অন্ধকারে আসাই উচিত না এখানে। যতবার এসেছি ততবারই হোঁচট খেয়ে হাত-পা ভাঙার জোগাড় হয়েছে আমার।'

নেভিল কিছু বলল না। বাতির কথাটা মাথায় ছিল ওর, কিন্তু না আনাই ভাল মনে করেছে, তাই বলেনি শেরিফকে। রাতে বাতি হাতে হাঁটলে সেটা আকাশের তারার মত জ্বলজ্বল করে। দূর থেকে দেখে যে কেউ বুঝে ফেলতে পারে, কেউ আসছে। তখন আগেভাগেই সতর্ক হয়ে যাবে। তা ছাড়া নেভিলের মন বলছে বরিস আছে ওদের অপেক্ষায়। কে জানে, হয়তো এ-মুহূর্তে জানালা দিয়ে তাকিয়ে পথ দেখছে। ও যে একা আসেনি, সেটা বুঝে যেত বাতি আনলে। তারচেয়ে আচমকা শেরিফকে দোরগোড়ায় দেখলে নির্ঘাত চমকে যাবে।

বইঘর.কম

সকাল হতে এখনও অনেক বাকি। গভীর রাত। মেইন স্ট্রিটের আলো অনেক আগেই নিভেছে... নিভে গেছে হ্যালো'স বারের বাতিগুলোও। চারদিক অন্ধকার, যেন বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছে নগরী। দু'জনের জুতোর শব্দ কর্কশ ধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়ছে বহুদূর। যেন খুন করছে রাত্রির নীরবতাকে।

অবশেষে সিঁড়ির কাছে পৌঁছল ওরা। ওপরে উঠলেই বব আর বরিসের অফিস। নেভিল শেরিফকে রুখল। গলা খাদে নামিয়ে বলল, 'ওর সঙ্গে আমি কথা বলব। তুমি চুপ থেকো।'

'কেন?' প্রতিবাদ করল হান শেফার।

'আমার কথা শুনলে ধরে নেবে একাই এসেছি,' ব্যাখ্যা করল নেভিল। 'সেক্ষেত্রে বোকার মত ভুল চাল দিতে পারে। তুমি সঙ্গে আছ জানলে আগেই সাবধান হয়ে যাবে।'

এক মুহূর্তের জন্য ভাবল শেরিফ। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, নেভিল। তোমার যা ইচ্ছা।' www.boighar.com

গটগট করে সিঁড়ি ধরে উঠল নেভিল। সতর্কতার ধার ধারল না। যেন জোর করে জানিয়ে দিতে চাইছে নিজের উপস্থিতি। দুই ধাপ পেছনে চলল হান শেফার। ভাবছে নেভিল—বরিস কি সত্যিই ওর অপেক্ষায় জেগে বসে আছে? নোট দেয়ার প্ল্যানটা কার? ওর? বব কি জানে না চিঠিগুলোর ব্যাপারে? নাকি ববের বুদ্ধিতেই ওগুলো দেয়া হয়েছে? একগাদা প্রশ্ন ঘুরপাক খেয়ে চলল নেভিলের মনে। কোনও উত্তর পেল না খুঁজে। কাঁধ ঝাঁকাল, খুব শীঘ্রি পাওয়া যাবে জবাব।

পৌঁছে গেল দু'জনে দরজার কাছে। নেভিল একপাশে দাঁড়িয়ে কয়েকটা কিল বসাল পাল্লায়। কোনও সাড়া না পাওয়ায় ধুমধাম করে আবারও কিল মারল। পরমুহূর্তে রাতের নৈঃশব্দ্য খান খান করে গর্জে উঠল সিক্সশুটার। অফিসের ভেতর থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুটে এল দরজার দিকে, কাঠের পাল্লা ফুঁড়ে বেরিয়ে এল

বইঘর.কম

বাইরে।

কপাল ভাল, দরজার মুখোমুখি দাঁড়ায়নি নেভিল, এতক্ষণে লাশ হয়ে যেত। তারপরেও ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে গেল। সহজাত প্রবৃত্তির বশে ঝট করে বের করল নিজের পিস্তল, ঘরের ভিতরটা লক্ষ করে পাল্টা গুলি করল ও—পর পর তিনবার। এরপর সামলে নিল নিজেকে। আন্দাজে গুলি ছোঁড়ার মানে হয় না। এক জায়গায় বসে থাকার মত বোকা নয় বরিস।

উত্তেজনার পারদ কিছুটা নামতেই নেভিল খেয়াল করল শেরিফের কোনও সাড়া নেই। চমকে উঠে হাঁক দিল, 'হান, শেরিফ হান?'

'মরিনি এখনও,' কাতরে উঠল শেরিফ হান। 'গুলি লেগেছে।'

সিঁড়ির অর্ধেকটা গড়িয়ে গেছে শেরিফের শরীর। দ্রুত পায়ে কাছে পৌঁছল নেভিল। 'কোথায় লেগেছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল ও।

'কাঁধে! মাংস নিয়ে বেরিয়ে গেছে।'

'ওঠো। ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।'

'না না, দরকার নেই।'

'আহ! ওঠো তো!' অধৈর্য ভঙ্গিতে বলল নেভিল। 'এখানে এমনিতেও থাকা যাবে না। আবার গুলি করতে পারে।'

মেজাজ তেতে গেছে ওর। এ কেমনতরো আচরণ! অফিসের ভিতর থেকে একটা কথা বলল না কেউ, দরজায় টোকা শুনেই গুলি করে বসল?

ধরাধরি করে শেরিফকে রাস্তায় নামিয়ে আনল নেভিল। ততক্ষণে হোটেলের লবিতে আলো জ্বলে উঠেছে। আলো জ্বলছে আশপাশের অন্যান্য বাড়িঘরেও। ডাক্তারের অফিসের দিকে শেরিফকে নিয়ে চলল ও। বাড়িঘর থেকে কয়েকজন বেরিয়ে

বইঘর.কম

এসেছে রাস্তায়। ওদের পরনের পোশাক এলোমেলো। বোতাম সাঁটা হয়নি। কারও রাতের পোশাক গায়ে চাপানো। বিভ্রান্তের মত এগিয়ে এল ওরা।

একজন হাঁক দিল, 'কী হয়েছে?'

'কে গুলি খেল?' জানতে চাইল আরেকজন।

দ্বিতীয় লোকটার গলা চিনল নেভিল। স্বয়ং হ্যালো ভন নেমে এসেছে স্যালুন থেকে। কৌতূহলী হয়ে পড়েছে লোকটা, রাত বিরাতে গুলির শব্দে। থামল না নেভিল, হাঁটতে হাঁটতে জানিয়ে দিল, 'বরিসের গুলি লেগেছে শেরিফের গায়ে... আমাদেরকে খুন করতে চেয়েছে ও!'

ডাক্তারের অফিসের সামনে পৌঁছে গেছে ওরা। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে গ্রে। মোটা শরীরটা দখল করে রেখেছে প্রবেশপথ। ঘরের ভেতর থেকে ঠিকরে আসা আলোয় লম্বা ছায়া পড়েছে পথে। নেভিল তাকে দেখেই বলল, 'শেরিফ গুলি খেয়েছে।'

'ভেতরে নিয়ে এসো,' বলেই ঘুরে দাঁড়াল ডাক্তার গ্রে। পেশাদার আচরণ—কৌতূহল দেখাচ্ছে না।

কিন্তু অন্যরা অত নির্লিপ্ত থাকতে পারল না। ডাক্তারের চেম্বারে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল অনেকেই। ভিড়ের মাঝে দেখা গেল হ্যালো, কেভার বিন আর ভেসপার এডকে। ধাক্কাধাক্কি করছে ওরা নিজেদের মধ্যে। জানতে চায় আসলে কী ঘটেছে।

আবার প্রশ্ন করল হ্যালো ভন, 'ঠিক করে বলো, কীভাবে গুলি খেল হান?'

শেরিফকে পেছনের ঘরে নিয়ে গেছে ডাক্তার। নেভিল যায়নি ওখানে। একরোখা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ছোটখাট ভিড়টার দিকে মুখ করে। আরও বেড়ে গেছে মানুষের সংখ্যা। দরজা আটকে ফেলেছে ওরা। সাত-আটজন জমে গেছে এরই মধ্যে। সবার চেহারায় বিদ্বেষ; বন্ধুত্বের ছিটেফোঁটা নেই। অবাক হলো না

বইঘর.কম

নেভিল। ববের কথাগুলো মনে পড়ল—কেউ পছন্দ করে না ওকে, রাগটা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সুযোগ পেলে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না। সাবধান হবার তাগিদ অনুভব করল। বলা যায় না, শেরিফকে ও-ই গুলি করেছে ভেবে খেপে যেতে পারে জনতা।

'কী ব্যাপার, বোবা হয়ে গেছ নাকি?' খেঁকিয়ে উঠল হ্যালো ভন। 'জানতে চেয়েছি, কী হয়েছে।'

'আমরা দু'জনে ববের অফিসে গিয়েছিলাম।' সাবধানে প্রতিটা শব্দ উচ্চারণ করছে নেভিল, যাতে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। 'কিছু প্রশ্ন ছিল বরিসের জন্য। দরজায় নক করতেই ভিতর থেকে গুলি করা হলো... কোনও ধরনের ওয়ার্নিং ছাড়া। চৌকাঠের একপাশে ছিলাম বলে আমি বেঁচে গেছি, কিন্তু শেরিফ ছিল দরজার ঠিক সামনে। কাঁধে গুলি লেগেছে ওর। আমার ধারণা, কীর্তিটা বরিসের।' www.boighar.com

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল শ্রোতারা। বিশ্বাস করতে পারছে না নেভিলের কথা। শেষমেশ মুখ খুলল কেভার বিন। 'শুধু শুধু গুলি চালাল কেন?'

'সেটা ওকেই জিজ্ঞেস করো।'

'অবশ্যই করব,' বলেই ঘুরে দাঁড়াল হ্যালো ভন। তাকে অনুসরণ করল বাকিরা। ববের অফিসে চলেছে সবাই। ডাক্তারের অফিসের চৌকাঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল নেভিল। বাইরে নজর। খুব দ্রুতই জেগে উঠেছে শহর। অথচ কয়েক মিনিট আগেও বিরানভূমির মত লাগছিল। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে ভয়, ঘৃণা, লোভ আর ধ্বংসের আহ্বান। এর যে-কোনও একটা অনুভূতিই তরতাজা জীবনকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিতে যথেষ্ট। হয়তো এই দলটাই দড়ি হাতে ফিরবে ওর জন্য! তেমনটাই তো চায় বব আর বরিস, নাকি? জানে না নেভিল। নিশ্চিত হবার কোনও উপায়

বইঘর.কম

নেই। বরিস একটা মানুষরূপী পশু, ওর চিন্তা-ভাবনা আঁচ করা অসম্ভব। ববও কম যায় না। দুটোই শয়তানের শিরোমণি।

নেভিল চিন্তাটা জোর করে ঝেড়ে ফেলল। পা বাড়াল পেছনের ঘরে। অসুস্থ লাগছে ওর। কী ঘটতে চলেছে? সত্যিই কি দড়ি নিয়ে ফিরে আসবে ওরা? কাজটা বব অথবা বরিস করলে নির্দ্বিধায় ফুঁড়ে দিত, কিন্তু সাধারণ শহরবাসীর ওপর গুলি চালাতে পারবে না ও কিছুতেই। তাই বলে গলায় ফাঁসির দড়ি এঁটে অবলীলায় ঝুলতেও পারবে না। উভয় সঙ্কট।

শেরিফের কাঁধে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে ডাক্তার গ্রে, নেভিলকে ঢুকতে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল এক পলক। বিশালদেহী, টেকো মানুষ। বড়সড় হাতদুটো তাদের আকারের তুলনায় অনেকটাই মোলায়েম। বিশাল এলাকা, স্বল্প জনসংখ্যা, আর একজন মাত্র ডাক্তার থাকলে যা হয়... সারাক্ষণই ক্লান্ত, অবসন্ন সে; ঘুম ঘুম হয়ে থাকে চেহারা। বিছানার চেয়ে স্যাডলেই বেশি ঘুমাতে হয় তাকে।

'ছোট্ট একটা ক্ষত হয়েছে হানের কাঁধে,' জানাল ডাক্তার। 'আজ রাতটা এখানেই থাকুক। ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব। এখন বিশ্রামের প্রয়োজন।'

'না! কক্ষনো না,' রাগী গলায় প্রতিবাদ করল শেরিফ। 'আমি এখুনি যাব ওই বদমাশটার অফিসে। ওর কান ধরে টেনে নামাব। ঘুমের নিকুচি করি। ঘুমাতে চাইলে তুমিই ঘুমাও, ডাক্তার।'

'বাদ দাও। এখন কিছু করতে গেলেই দাঙ্গা লেগে যাবে,' শেরিফকে সতর্ক করল নেভিল। 'শহরবাসী ওখানেই গেছে। বরিস কী বুঝিয়েছে কে জানে, আমাদের কোনও কথায় এখন কাজ হবে না।'

'কক্ষনো না। ওদের কিছুই বোঝাতে পারবে না। তার আগেই, মর্কটটার ঘাড় ধরে...'

বইঘর.কম

'আপাতত ঘুমাও। সকালের আগে পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হবে না,' বলল ডাক্তার গ্রে। শেলফ থেকে একটা বোতল নিয়ে ড্রিঙ্ক তুলে দিল শেরিফের হাতে। 'শহরের মাথামোটা লোকদের বোঝানো কঠিন কিছু না। তোমরা তো নক করার আগে কিছু বলোনি, তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু...'

'তা হলে কাজ সহজ করে দিয়েছ ওর। বরিস দাবি করবে, তোমাদের না চিনেই গুলি করেছে। ভেবেছে অফিসের সিন্দুক থেকে টাকা চুরি করতে কেউ হানা দিয়েছিল। এত রাতে বদ মতলব ছাড়া কেউ অফিসে যেতে পারে বলে ভাবেনি!'

'আমারও তাই মনে হয়,' সায় দিল নেভিল। 'ডাক্তার, শেরিফ তোমাকে বলেছে হুমকির চিঠিগুলোর ব্যাপারে? কার্লোসের ব্যাপারটা জানিয়েছে?'

'হ্যাঁ, বলেছে,' জানাল ডাক্তার গ্রে, 'আসলে, হিসেব মেলাতে পারছি না। কার্লোসকে ভাল লাগছে না। তবে, মনে হয় ও বেশি একটা মাথা গলাবে না। কিন্তু নোটের ব্যাপারটা একদম উড়িয়ে দেয়া যায় না। ওগুলো তো সত্যিও হতে পারে!'

'আমার ভয় করছে,' অকপটে স্বীকার করল নেভিল। 'বুক কাঁপছে এসব ভাবলেই। যদি পেনির কিছু একটা হয়ে যায়, তা হলে...'

'বাড়ি যাও, নেভিল।' ওর কাঁধে হাত রাখল ডাক্তার গ্রে। 'পেনির কাছে থাকো। ওকে বাড়ির ভেতর রাখার চেষ্টা করো কয়েকটা দিন।'

'ঠিক আছে।' ঘুরে দাঁড়াল নেভিল, তারপর থমকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, তোমার কী মনে হয়? প্রতিশোধ নেবার জন্য পেনির ওপরেও হামলা হতে পারে? বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া কেউ কি এমন করতে পারে?'

বইঘর.কম

'আগে তুমি বলো, নিক বেরি এখানে আছে, এটা বিশ্বাস করো?'

'থাকা তো অসম্ভব না।'

'আমার মনে হয় না পেনিকে কেউ আক্রমণ করবে,' খানিক ভেবে বলল ডাক্তার। 'তবে স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বব আর বরিস সব চেষ্টাই চালাবে, এটাও সত্যি। তোমাকে যে করেই হোক তাড়াতে চাইবে শহর থেকে।'

'কিন্তু কতটা নিচে নামতে পারে ওরা?' প্রশ্নটা ছেড়ে দিল না নেভিল। 'এতটা পাগল কি হতে পারে যে, পেনিকে মারার কথা ভাববে? আমার মনে হয় না সামান্য প্রতিশোধ নিতে কিংবা পকেট ভারী করতে কেউ একটা বাচ্চাকে মারতে চাইবে। মানুষ অত পাগল হতে পারে না।'

গ্রে পকেটে হাত দিয়ে পাইপটা তুলল। ওটাতে তামাক সাজিয়ে আগুন জ্বালল ধীর হাতে। 'নেভিল, আমি ডাক্তার। নিজের কাজটা ভালই বুঝি।' শেরিফকে দেখল আড়চোখে। 'শিশুদের পৃথিবীর আলো দেখাতেও সাহায্য করতে পারি।' মাথায় তর্জনী দিয়ে টোকা দিল ডাক্তার। 'কিন্তু কোনও মানুষ এতটা পাগল হতে পারে কি পারে না, তার ছাড়পত্র তো দিতে পারি না। তবে, মরিয়া হয়ে উঠলে মানুষের পক্ষে অনেক কিছুই করা সম্ভব। যুক্তি-বুদ্ধির বাইরে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়।'

'আর যদি কেউ বহুদিন ঘৃণা পুষে রাখে মনে, তা হলে...'

'তা হলে সে পাগল হতেই পারে,' বাধা দিয়ে বলল ডাক্তার। 'এ-বিষয়ে তোমার সঙ্গে একমত। সমস্যাটা হচ্ছে, আন্দাজে ঢিল ছুঁড়তে হচ্ছে আমাদের। জানি না আসল অপরাধী কে। তবে যদি লোকটার সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে থাকে, তা হলে বিপদে আছে পেনি। আপাতত মেয়েটার দিকে সতর্ক নজর রাখা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। ওকে কখনও একা ছেড়ো না, নেভিল।

বইঘর.কম

কক্ষনো না।'

'যদি সকালে বাইরে যেতেই হয়, তা হলে লরা আর পেনিকে অবশ্যই ঘর থেকে বেরুতে মানা করবে,' সাবধান করে দিল হান শেফার।

'হুম, তাই করব,' বলল নেভিল।

একরাশ চিন্তা মাথায় নিয়ে ডাক্তারের অফিস ছেড়ে পথ ধরল বাড়ির। অদৃশ্য আশঙ্কার কথা ভাবতে ভাবতে চলল পাইনের সারির মাঝ দিয়ে। ভয়টা সত্যি হতে স্রেফ কয়েক সেকেণ্ড প্রয়োজন। আট বছর ধরে আশঙ্কাটা পুষে রেখেছে নেভিল, নিজের মধ্যে। ভেবেছে যে কোনও দিন ফিরে আসতে পারে নিক বেরি। যদি সেদিন ওভাবে ব্যাঙ্কটা বাঁচাতে না যেত, তা হলে হয়তো কিছুই হতো না। হয়তো আজ ওর পরিবারকে এমন বিপদের মুখ দেখতে হতো না। হয়তো...

কিন্তু, হয়তোর জালে আটকে থাকা বোকামি। তার চেয়ে সময় থাকতে সাবধান হওয়া ভাল। তাতে বিপদের ঝুঁকি কমে। আপাতত সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে লরা আর পেনির।

বাড়ির কাছে পৌঁছে গেল নেভিল। ভেতরে ঢোকার আগে গানবেল্টে রাখল হাত। বিপদ দেখলে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত। সাবধানে দরজা খুলল ও। চোখে সতর্ক দৃষ্টি। ঝট্ করে ভেতরে ঢুকেই নিঃশব্দে দরজা লাগিয়ে দিল ফের। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। নোটগুলো মিথ্যে হতে পারে, কিন্তু বুলেট তো মিথ্যে নয়। কেউ ওকে নির্ঘাত খুন করতে চাইছে। ওর পরিবারের ক্ষতি করতে চাইছে।

বসার ঘরের আলো জ্বেলে সিঁড়ি ধরে ওপরে চলল ও। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল লরার উপস্থিতি টের পেতে। নিঃশ্বাস শুনে বুঝল ঘুমাচ্ছে ওর স্ত্রী। এরপর হেঁটে গেল পেনির ঘরের দরজায়। আলো ফেলে দেখার চেষ্টা করল মেয়ের অবস্থা। বুঝল ঠিকই

বইঘর.কম

আছে ছোট্ট পেনি। ঘুমাচ্ছে শান্তিতে।

সিঁড়ি ধরে নিচে চলে এল নেভিল। চেয়ারটা টেনে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসল। আরও কাঠ ফেলল আগুনে। ভোরের অপেক্ষায় প্রস্তুত হলো কোলে সিক্সশুটার নিয়ে। আর মাত্র কিছুক্ষণ বাকি সূর্যোদয়ের।

বারো

বরাবরের মতই সকালে ঘুম ভাঙল লরার। সাধারণত নেভিল ওর আধ ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে ওঠে। আগুন জ্বেলে কফি চাপায়। তারপর যায় কাঠ কাটতে। লরা বিছানায় শুয়ে টের পায় সব। কিছুটা আড়মোড়া ভাঙে শুয়ে। বিছানার ভালবাসায় কাটাতে চায় আরও খানিকক্ষণ। এই সুখটুকু রাঞ্চে পেত না ও। হেরম্যানের কড়া নিয়ম মেনে চলতে হতো সেখানে। নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য বলে কিছুই ছিল না।

আজ আচমকা ঘুম ভেঙেছে ওর। পুবের জানালা দিয়ে এপ্রিলের সূর্য উঁকি মারছে। গত রাতে ভাল ঘুম হয়নি লরার। বারবার হাতড়ে দেখেছে নেভিল বিছানায় ফিরল কি না। হতাশ হয়েছে। এখনও ঘুমোতে আসেনি নেভিল। ঘাবড়ে গেল লরা। ওর কিছু হয়নি তো?

ধীরে ধীরে কেটে গেল ভয়টা। নেভিলের কিছু হলে একটা খবর নিশ্চয়ই আসত। শেরিফ, অথবা ডাক্তার কেউ একজন এসে

বইঘর.কম

ওর ঘুম ভাঙাত নির্ঘাত। তা ছাড়া যে কোনও পরিস্থিতি সামাল দেবার ক্ষমতা আছে নেভিলের—জানে লরা। তবে গতরাতের গুলির থেকে ওকে হুমকির চিঠিগুলো অনেক বেশি ভাবাচ্ছে। নিশ্চয়ই লরা আর পেনিকে নিয়ে চিন্তায় আছে নেভিল।

বিয়ের প্রথম বছরগুলোর কথা মনে পড়ল লরার। নেভিলের বাবা সবকিছুতেই নাক গলাত। নিয়ন্ত্রণ করতে চাইত পুরোপুরি। হেরম্যান ক্রস একমাত্র লোক যাকে শুরু থেকেই মনে-প্রাণে ঘৃণা করেছে ও। মরার পর খানিকটা খুশিও হয়েছে। স্বস্তি পেয়েছে। হয়তো নেভিলও হাঁপ ছেড়েছে! নাহ। চিন্তাটা নাকচ করে দিল লরা। আর যাই হোক, বাবাকে কখনও ঘৃণা করেনি নেভিল। রাগ করেছে, কিন্তু তার মৃত্যু কামনা করেনি কখনও।

রাঞ্চের জীবন বড় অসহায় জীবন ছিল। সারাদিন কাজে ফেঁসে থাকতে হতো। নিজের ইচ্ছে মত কিছু করার সুযোগ মিলত না। ওর মত বিপদে খুব কম মেয়েকেই পড়তে হয়েছে বিয়ের পর। শহরে চলে আসার ব্যাপারটাও নেভিলের ইচ্ছেতে হয়নি। সেটা ঠিক করে দিয়েছিল হেরম্যান ক্রস। মুখ বুজে মেনে নিয়েছে সেই সিদ্ধান্ত। স্বামীর হাত ধরে লরা চলে এসেছে এ অঞ্চলে।

বিছানা ছেড়ে নামল লরা। পোশাক বদলাল। ভাবল, সমস্যা চিরকাল থাকবে না। আজ-কালের মধ্যেই হয়তো মিটে যাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা বিপদটা। এবং লরা নিশ্চিত, এর থেকে অন্তত একটা ভাল কিছু হবে। নেভিল সরে দাঁড়াতে বাধ্য হবে হেরম্যানের আদর্শ থেকে। সম্পূর্ণ স্বাধীন মানুষ হিসাবে নিজেকে আবিষ্কার করবে। তারপর ওরা হয়তো চলে যাবে র‍্যাঞ্চের ওদিকে, পাকাপাকিভাবে। তেমনটা হলেই খুশি হবে নেভিল। লরাও খুশি হবে। শহরের এদিকটা কখনও ভালবাসতে পারেনি লরা। মানিয়ে নিতে পারেনি নিজেকে। মিসেস বিন, মিসেস এড, কিংবা বাকিদের সঙ্গেও মিশতে পারেনি। ওরা বড্ড আলাদা। লরা

বইঘর.কম

তাই যথেষ্ট দূরত্ব রেখে চলে। পেটে পেটে হিংসা করে অনেকেই ওদের অবস্থা দেখে। একটু ভাল থাকা, কিছুটা সচ্ছলতার জন্য অযথা মানুষের চক্ষুশূল হতে কারই বা ভাল লাগে! লরা ওদের বাঁকা নজর সইতে পারে না।

আয়না দেখে চুল বাঁধল ও। মাঝে মধ্যে লরা অবাক হয় ভেবে, নেভিলের মত একজন একরোখা, স্বাবলম্বী মানুষ, কেন বাবার খবরদারিতে চলত! তারপর ভাবে, নিশ্চয়ই ওটা ছোটবেলার অভ্যাস। বড় হয়েও ছাড়তে পারেনি। তবে ছোটখাট বিষয়ে কখনও-সখনও বাবার বিপক্ষে কথা বলেছে নেভিল। কেবল বড় সিদ্ধান্তগুলোতে আওয়াজ তোলেনি মনের ভুলেও। এই ব্যাঙ্কের দায়িত্ব নেয়াটাই হার মানার অন্যতম বড় দৃষ্টান্ত। নিজের জীবনের ভাল-মন্দ নিজে ভাবার অধিকার নেভিলের আছে, অবশ্যই আছে। প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক বেচে দেয়া হবে, ভাবল লরা।

সিঁড়ি ধরে নিচে চলল ও। ঠিক করল, নেভিলকে জোর করে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করবে। ওর ভালর জন্য কাজটা করা প্রয়োজন। দিশেহারা হয়ে আছে মানুষটা। কিন্তু ড্রইংরুমে পৌঁছেই সমস্ত প্ল্যান ভুলে গেল লরা। দেখল, নেভিল চেয়ারে বসে ঢুলছে। কোলে ঠাঁই পেয়েছে সিক্সশুটার। মায়া লাগছে ওকে দেখে।

ওর কাছে চলে গেল লরা। আলতো করে ঠেলে ঘুম থেকে তুলল। হাতের পিঠ দিয়ে চোখ ডলল নেভিল। তারপর উঠে দাঁড়াল। অস্ত্র রাখল হোলস্টারে। ডাইনিং পেরিয়ে কিচেনে গেল নেভিল। লরা কিচেনে ঢুকে পেছনে চেপে দিল দরজাটা।

অপ্রস্তুত হাসি হাসল নেভিল। 'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পাহারা ভালই দিলাম, কী বল? আর্মিতে হলে এতক্ষণে কপাল ফুটো হয়ে যেত।'

এগিয়ে ওর হাত চেপে ধরল লরা। 'নেভিল, কী হয়েছে? সারারাত পিস্তল কোলে নিয়ে বসে ছিলে কেন?'

'দাঁড়াও দাঁড়াও। আগে আগুনটা তো জ্বালাই,' হাত তুলে

বইঘর.কম

ওকে থামাল নেভিল, 'এক কাপ কফি না হলে মারা যাচ্ছি।'

স্টোভের পাশে বসে অপেক্ষা করছে লরা। আগুন জ্বালল নেভিল। তারপর কফিপট চাপাল। কাজ শেষ হতেই একটা চেয়ার টেনে বসল লরার পাশে। চোয়াল শক্ত করল। টানটান হয়ে রয়েছে চোখমুখ। স্বল্পঘুমে ক্লান্তির ছাপ সেখানে স্পষ্ট।

'কখন ফিরেছ তুমি? কিছু কি হয়েছে? পিস্তল হাতে পাহারা দিচ্ছিলে কেন?'

সামান্য ইতস্তত করল নেভিল। তারপর সবটা খুলে বলল ওকে। শেরিফের বাসায় যাওয়া থেকে বরিসের গুলি করা পর্যন্ত। তারপর ডাক্তার গ্রে-র কথাও বলল। 'নোটগুলো ব্লাফ হতে পারে। এখনও নিশ্চিত করে কিছুই বলা যাচ্ছে না। নিক বেরি আশপাশে আছে কি না, তাও জানি না। পুরো পরিস্থিতি ঘোলাটে।'

'সব চালাকি! ধাপ্পাবাজি।' বলল লরা। 'এ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না। শেরিফ তো কতবার বলেছে, নিক মারা গেছে।'

'তা বলেছে বটে,' উঠে জানালার কাছে গেল নেভিল। বাইরের রোদে চোখ রাখল। সূর্য বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এখন। চোখ আধবোজা হয়ে এল কড়া আলোয়। 'কিন্তু পেনির বিপদের কথাটা মাথা থেকে সরাতে পারছি না। লরা, ওর যদি কিছু একটা হয়ে যায়, তা হলে...'

'কিচ্ছু হবে না,' দৃঢ় গলায় বলল লরা। 'আমরা ওর কিচ্ছু হতে দেব না।' নেভিল ওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে আছে। দুশ্চিন্তায় ওকে অসুস্থ মনে হলো লরার। শরীরটা সামান্য কাঁপছে। 'নেভিল, আমার মনে হয়, এসব চিঠি পাঠাচ্ছে যাতে তুমি ঘরেই বসে থাকো। সবটাই বব আর বরিসের চালাকি।'

ঝট করে ঘুরল নেভিল। লরার চোখে চোখ রাখল। এই সম্ভাবনাটা ভেবে দেখেনি নেভিল। লরার মুখে শুনে হুঁশ হলো।

বইঘর.কম

বলল, 'হুম, হতে পারে। আমি যখন এখানে বসে তোমাদের পাহারা দেব, তখন ভেগে যাবে টাকা নিয়ে। প্ল্যান হিসেবে মন্দ নয়।' ভুরু তুলে কিছুক্ষণ ভাবল নেভিল। 'আজ সকালেই পোর্টল্যাণ্ড থেকে এক ইনভেস্টর আসার কথা। ওর মাথায় কাঁঠাল ভাঙার প্ল্যান সাজিয়েছে রাস্কেলদুটো। আমি বাড়িতে থাকলে কাজটা একদম সহজ হয়ে যাবে ওদের জন্য। ঠিক ততটাই সহজ, যতটা হয় আমি শহর ছেড়ে পালালে।'

হয়তো বাড়িতে নিরাপদেই থাকবে নেভিল। কিন্তু, ওর আশঙ্কা সত্যি হলে নিজেকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবে না। বদমাশদুটোর ফাঁদে পা দেবার জন্য মাথা ঠুকবে দেয়ালে। নাহ, কিছুতেই ঘরে বসে থাকা চলবে না নেভিলের। ওকে যেতেই হবে কর্তব্য পালন করতে।

লরা সাহস দিল। 'তুমি বরং ব্যাঙ্কে যাও। পেনিকে আমি দেখে রাখব। কথা দিচ্ছি।'

সামান্য দ্বিধা করল নেভিল। 'না মানে, ওদিকটা তো শেরিফও সামলাতে পারে। আমি...'

'ব্যাপারটা এখন আর শেরিফের হাতে নেই। তা ছাড়া, কাল গুলি খেয়েছে বেচারা। তোমার সাহায্য ছাড়া কিছুতেই লড়তে পারবে না।' উঠে দাঁড়াল লরা। হাত রাখল নেভিলের কাঁধে। 'গত আট বছর ধরে তোমাকে জ্বালিয়েছে নিক বেরি, তাই না?'

'তু...তুমি জানলে কী করে?'

'মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে কথা বলো তুমি,' জানাল লরা। 'নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন দেখো।'

'হ্যাঁ, বহু দুঃস্বপ্ন দেখেছি,' বলল নেভিল। 'তোমাদের ক্ষতি করতে আসত ও, প্রতিবার। বারবার ফিরে আসত নিক বেরি।'

লরার কাছ থেকে দূরে সরল নেভিল। স্টোভের কাছে গিয়ে কফিপট তুলল। এক কাপ কফি ঢালল নিজের জন্য। 'যদি

বইঘর.কম

আমাকে ভাবিয়ে পাগল করার মতলব এঁটে থাকে, তা হলে ওদেরকে সফল বলতে হবে।' কফিতে চুমুক দিয়ে দুর্বল হাসি উপহার দিল ও। 'কথাগুলো বোকার মত শোনাচ্ছে, তাই না? আসলে জানতাম একদিন নিয়তির মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে। কেবল পেনির চিন্তায় ঘুম হারাম হচ্ছে।'

'হয়তো অমন কেউ নেই, নেভিল। আমরা শুধু শুধু ভাবছি। স্রেফ ধোঁকা দিচ্ছে। পেনিকে কিছুই করবে না। নিক বেরি যতই খারাপ হোক না কেন, পেনির মত একটা ফুটফুটে মেয়ের ক্ষতি কিছুতেই করবে না। কোনও পুরুষ মানুষ এমন করতে পারে না।'

'ভুল ভাবছ, লরা,' শুধরে দিল নেভিল। 'অনেক পুরুষকে দেখেছি ভয়ঙ্কর হতে। যুক্তির বাইরে যেতে। ছোটবেলায় আমাদের বাড়ির উত্তরে এক লোক থাকত। নিজের স্ত্রীকে পিটিয়ে মেরেছিল ও। আরেক ছেলেকে চিনতাম। জ্যান্ত বেড়ালের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছিল ছেলেটা!' দৃশ্যটা ভেবে মাথায় হাত দিল নেভিল। 'এসব কাজের কোনও কারণ খুঁজতে যেয়ো না। এসব করে স্রেফ আনন্দ পেয়েছে ওরা। নিখাদ আনন্দ।'

'সাবধানে থাকব আমরা,' সাহস দিল লরা। 'এ ছাড়া আর কী-ই করা যাবে, বলো! যাকগে, আমি ব্রেকফাস্ট বানাই বরং...'

'না। বাদ দাও। কফিতেই চলবে,' ডাইনিঙের দিকে ঘুরল নেভিল। একটু থেমে বলল, 'যাবার আগে একবার পেনিকে দেখব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল লরা। ওর পেছন পেছন চলল সিঁড়ি ধরে, পেনির ঘরের দিকে। ঘুম ভেঙেছে পেনির। নেভিলকে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠল ও। বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে ছুট দিল। 'বাবা বাবা! জানো, দারুণ একটা স্বপ্ন দেখলাম,' হাসিমুখে বলল পেনি। 'দেখলাম কী, তুমি আমার জন্য রাঞ্চ থেকে একটা পনি নিয়ে এসেছ। আর আমি ওটায় চেপে ছুটছি।'

বইঘর.কম

'নিশ্চয়ই আনব, সোনা, প্রমিজ।'

ধরে ওকে শূন্যে তুলে ফেলল নেভিল। ঘোরাতে লাগল পাঁই পাঁই করে। উল্লাসে হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচাল পেনি। তারপর নিচে নামিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরল ও। শক্ত করে। পেনিও জড়িয়ে ধরল বাবার গলা।

'বাবা, জামা বদলে দাও,' আব্দার করল।

দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে চলল লরা। পেনিকে বিছানায় দাঁড় করাল নেভিল। পোশাক বদলে দিল। বড়বড় আঙুল দিয়ে আটকে দিল পেনির জামার ছোট বোতামগুলো। এক দলা আবেগ এসে জমা হলো লরার গলায়। কষ্ট টের পেল বুকে। হয়তো এই শেষবারের মত পেনিকে পোশাক পরাচ্ছে নেভিল। নাহ! বাধা দিল নিজেকে। তেমন হবে না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল লরা—ওদের দু'জনকে ভাল রেখো। সুখে রেখো। খারাপ কিচ্ছু হতে দিয়ো না। উল্টো দিকে ঘুরে গেল ও। চোখ মুছল দ্রুত।

নেভিলকে বলতে শুনল, 'মা তোমাকে জুতো-মোজা পরিয়ে দেবে। আমি ব্যাঙ্কে যাচ্ছি। তোমার স্বপ্নটা অবশ্যই সত্যি হবে, সোনা। খুব জলদি সত্যি হবে।'

লরা আবার ফিরল ওদের দিকে। 'খুব মজা, তাই না?' পেনিকে বলল। খিলখিলিয়ে উঠল পেনি।

মেয়েকে আরেকবার চুমু খেল নেভিল। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

লরা বলল, 'আগে জুতা-মোজা পরে নাও। তারপর যাব ব্রেকফাস্ট করতে।'

'মা, বাবার চোখে কী হয়েছে?' জানতে চাইল পেনি। 'বার বার চোখ কাঁপছিল কেন?'

'ধুলোবালি গেছে হয়তো! আমার চোখেও ধুলো পড়েছে।' ওকে জুতো পরাল লরা। মেঝেতে নামিয়ে দিল।

বইঘর.কম

'এখন যাব?' অনুমতি চাইল পেনি। নিচে যাবার জন্য ছটফট করছে। ঘুম থেকে উঠে এনার্জিতে ভরপুর। সারাদিন এই উদ্যম থাকবে।

'হুম। যাও। কিন্তু আজকে বাইরে যেয়ো না। ঘরের ভেতরেই থেকো।'

'কেন?'

'শীত পড়েছে প্রচুর। ঝোড়ো হাওয়াও আছে। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। তখন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে, বুঝলে? জ্বর আসতে পারে ঠাণ্ডায়।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।' সহজেই মেনে নিল পেনি।

ঘর ছেড়ে বেরুল লরা। পেনিকে পেছনে রেখে জোরে হেঁটে চলল। চোখে জল এসেছে ফের। ওদের সুন্দর জীবনটায় কার অভিশাপ লাগল? কেন এমন হলো? চিরটা কাল কি নিক বেরির আতঙ্ক বয়ে চলতে হবে ওদেরকে?

তেরো

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দরজা আটকে দিল নেভিল। বাইরের আলোতে ঘরের মত আরাম লাগছে না। ফায়ার-প্লেসের আগুন বাড়িটা গরম করে রেখেছিল। বাইরে রোদ অতটা তাপ ছড়াচ্ছে না। নেভিল চারপাশে চোখ রাখল সাবধানে। বব, বরিস আর কার্লোস ঘাপটি মেরে থাকতে পারে আশপাশে। কাউকে দেখা

বইঘর.কম

গেল না। মেঝেতে তাকাল ও। নাহ! কোনও চিঠিও নেই। উঠোন পেরিয়ে বিজনেস ব্লকের পথ ধরল নেভিল। আজ একটা এসপার-ওসপার হবে। যদি না হয়, তা হলে চিন্তাটা যাবে না। এভাবে চললে ঠিক পাগল হয়ে যাবে ও।

বড় রাস্তায় উঠতেই ভেসপার এডের দেখা মিলল। কথা বলল না লোকটা। হেঁটে চলে গেল অন্যদিকে। সেই আট বছর আগে ব্যাঙ্কের গোলাগুলির দিনেও ওর কাছেই এসেছিল নেভিল। আজকের দেখা হওয়াটা নিতান্ত কাকতালীয়। লোকটা এখন ওকে ঘৃণা করে। অথচ সেদিন পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল। আজকের ঘৃণার বীজ যে সেদিনেই আছে, তা কি জানে এড?

কোনার দিকে পোস্ট অফিস। সেদিকে গেল নেভিল। নিজের বক্স খুলে মেইল চেক করল। দুটো কাগজ, বিল, ক্যাটালগ আর একটা চিঠি পেল ভেতরে। খামের ওপর ভোঁতা পেন্সিল ঘষে ওর ঠিকানা লেখা—নেভিল ক্রস, ক্যাসকেড সিটি, অরেগন। পোস্টমার্ক দেখে বুঝল, কাল রাতে পোস্ট করা হয়েছে ওটা।

'বিন!' চেঁচাল নেভিল। 'কেভার বিন। কোথায় মরলে? জলদি এসো।'

ঘরের বাইরে মাথা বাড়াল কেভার। পোস্ট অফিসের পাশেই ওর দোকান। 'কী ব্যাপার? ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন? ঘোড়ার লাথি খেয়েছ নাকি?'

খামটা ওকে দেখাল নেভিল। 'এই চিঠিটা কখন বক্সে পড়েছে জানো?'

ভেতরে কিছু খালি শেলফ রং করছিল কেভার। পোশাকে রঙের ছিটে পড়েছে। হাতে পেইন্ট ব্রাশ ধরা। ওটা দিয়ে শেলফে এক পোঁচ দিয়ে বলল, 'আমি কি ঠিকে নিয়ে রেখেছি নাকি! জানি না কে চিঠি ফেলেছে।' www.boighar.com

'একটু ভেবে দেখো। হয়তো দেখেছ। এখন মনে আসছে

বইঘর.কম

না।'

'বললাম না, দেখিনি? মনে হয়, সন্ধ্যার দিকে পঁড়েছে চিঠিটা। যাক গে, কার চিঠি, কখন পড়ল... তাতে আমার কী? মেইলবক্স পাহারা দেয়া ছাড়াও অনেক কাজ আছে করার মত। খেটে খাই, বুঝলে?'

'আচ্ছা, বাবা! ঠিক আছে। তাও একটু ভেবে দেখো। বব বা বরিস কেউ এসেছিল কি এদিকে, সন্ধের পর?'

'বরিস এসেছিল,' জানাল কেভার। 'এক বাক্স গুলি কিনেছে।'

'কোনও চিঠি ছিল ওর কাছে?'

'জানি না। উফ! দয়া করে রেহাই দাও, বাপু!' চুলে হাত চালাল ও। 'আচ্ছা, তোমার মতলবটা কী বলো তো?'

'বেশ কিছুদিন ধরে হুমকি পাচ্ছি চিঠিতে। এটাও দেখে তেমনই মনে হচ্ছে।' চিঠিটা চোখের সামনে নাচাল আরেকবার। 'আমার ধারণা, বব আর বরিস পাঠাচ্ছে এগুলো।'

'ওদেরকে দোষী সাজানোর জন্য আটঘাট বেঁধে এসেছ দেখছি,' ওর অভিযোগ উড়িয়ে দিল কেভার বিন। 'তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না, বুঝলে? আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি, কান খুলে শোনো। ওদের পেছনে লেগে থাকলে একদিন ফাঁসির দড়ি ঝুলবে গলায়। হুঁ!'

আবার কথাটা নেভিলের কানে এল। ফাঁসি! ফাঁসির কথা বলেছে কেভার বিন। অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে ওকে দেখল নেভিল। কেভারের দৈহিক গঠন কাউকে ধমকি দেবার উপযুক্ত নয়। খুব বেশি সাহসীও না লোকটা। মাঝবয়সী, রোগা-পটকা স্বাস্থ্য, খামখেয়ালি স্বভাব। টাকা-পয়সা নিয়ে বরাবর ওকে সাবধান থাকতে দেখেছে নেভিল। কিন্তু ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে যারা গলা চড়াচ্ছে, তাদের মধ্যে ও অন্যতম।

বইঘর.কম

মাথার ভেতর অনেকগুলো কথা জমে আছে কেভারকে বলার মত। কিন্তু কিছু বলল না নেভিল। কী লাভ বলে? গতকাল লি ফ্রেটের সঙ্গে হাতাহাতি করেও কাজ হয়নি। বিবাদে লাভ নেই। সামান্য ঘুরে অগত্যা ব্যাঙ্কের দিকে চলল নেভিল ক্রস।

রোজকার মত বেল ফ্রিম্যানকে পাওয়া গেল নিজের ডেস্কে। হিসেবের খাতা নিয়ে ব্যস্ত। তাকে বিরতিহীন কাজ করতে দেখে অবাক হয় নেভিল। সারাদিন চেয়ারে বসে, পিঠ বাঁকা করে, একটা কলম হাতে নিয়ে কাটিয়ে দেয়। একমনে তাকিয়ে থাকে হিসেবের খাতার দিকে। সন্দেহ নেই, কাজ করে আনন্দ পায় ফ্রিম্যান। হয়তো পুরো ব্যাঙ্ক নিজের মত চালানোর দায়িত্ব পেলে আরও খুশি হতো।

'গুড মর্নিং,' বলল নেভিল।

ওকে দেখে সামান্য হাসল ফ্রিম্যান। 'গুড মর্নিং।' পাল্টা অভিবাদন জানিয়েই ফের কাজে মন দিল্।

অফিস ঘরে ঢুকে দরজা সেঁটে দিল নেভিল। চিঠিটা খুলল সাবধানে। ভেতরের লেখা পড়ে অবাক হলো না একবিন্দুও।

সময় ফুরিয়ে আসছে, নেভিল। তোমার বউ-বাচ্চার নিস্তার নেই। আট বছর আগে অমনটা না করলেও পারতে। এবার ভুগবে তুমি। পাবে তোমার কর্মফল।
—নিক বেরি।

চিঠিটা দলামোচা করে ফেলল নেভিল। পায়চারি শুরু করল ঘরময়। অবাস্তব চিন্তাটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। চিঠিগুলো যেন দুঃস্বপ্ন থেকে উঠে এসেছে বাস্তবে। কিন্তু ভয় লাগছে না আগের মত। আতঙ্কের অনুভূতিগুলো অতি চেনা। ওতে আর আগের মত ধার নেই। নতুনত্ব নেই।

বইঘর.কম

চেয়ারে বসে পড়ল ও। ডেস্কে একগাদা ফাইল রেখে গেছে ফ্রিম্যান। ওগুলো দেখা প্রয়োজন। কিছু চিঠিও লেখা দরকার। কিন্তু আজ কিছুই করবে না, ঠিক করেছে নেভিল। হয়তো আর কোনোদিনই করবে না। ভাবছে ফ্রিম্যানকে সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে সরে পড়লে কেমন হয়। ভাবনায় ছেদ পড়ল। কেউ নক করছে দরজায়। অনুমতি দিল নেভিল, 'ভেতরে এসো।'

হান শেফার ঢুকল ঘরে। 'কেমন আছ?' জানতে চাইল। বৃদ্ধ শেরিফের মুখে চিন্তার ঘনঘটা।

'নিজেই দেখে নাও।' চিঠিটা ওকে ধরিয়ে দিল নেভিল। 'সকালেই পেলাম, মেইলবক্সে। শালারা আমাকে দুশ্চিন্তায় পাগল বানাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু বুঝতে পারছে না, এসব চিঠি দিয়ে ওর চেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব না।'

হাতের তালুতে সমান করে চিঠিটা পড়ল শেরিফ। পড়া শেষ হতেই ছুঁড়ে ফেলল টেবিলে। 'এত ভাবছ কেন? যথেষ্ট সুস্থ আছ এখনও। গুলি খাওনি। ওরা তোমার কিছুই করতে পারেনি। তবে র‍্যামসনের স্টেজকোচটা এলে ক্যাচাল লাগতে পারে। সেটা জানাতেই এলাম। হয় ব্যাঙ্কে থাকো, না হলে বাড়ি চলে যাও। আপাতত বাইরে নাক গলাতে যেয়ো না।'

'মানা করে লাভ নেই, হান। বাইরে আমি যাবই,' দৃঢ়ভাবে বলল নেভিল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বুড়ো শেরিফ। 'ভুল করছ, ছেলে। লরা আর পেনির কথাটা ভাবো। তুমি এখানে থাকলে ওদের বিপদ হতে পারে।'

প্রস্তাবটা নাকচ করে দিল নেভিল। মাথা নাড়ল। 'লরা বাড়িতে আছে। ওকে সব খুলে বলেছি। অস্ত্র দিয়ে এসেছি। প্রয়োজনে চালাতে পারবে। এবার বলো, স্টেজকোচ এলে ঠিক কী হবে? এত ভয় পাচ্ছ কেন?'

বইঘর.কম

'বব রটিয়ে বেড়াচ্ছে, র‍্যামসন দশ হাজার দিলে কাল সকালেই কাজ শুরু করবে ওরা। তোমার সার্ভে টিমের রিপোর্ট এলেও তখন আর কাজ হবে না। এই র‍্যামসনকে নিয়েই সমস্যা। ব্যাটা পটে গেলে আর কিছুই করার থাকবে না।'

'র‍্যামসন তো ভাড়াটে লোকও হতে পারে,' ভুরু তুলল নেভিল। 'হয়তো ববের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আগেই। ব্যাপারটা ভেবে দেখেছ?'

'ভেবেছি,' বলল শেরিফ। 'কিন্তু ওই পয়েন্টে খুব বেশি জোর নেই। ওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাড়তি সুবিধা তো পাবে না। মানুষের থেকে যা হাতানোর এর মধ্যেই হাতিয়ে নিয়েছে। তুমি লোন না দিলে বাড়তি কিছুই পাচ্ছে না। তবে আমার মনে হয়, তুমি আগ বাড়িয়ে র‍্যামসনকে বাধা দিতে গেলে ওরা তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে। শহরবাসী এখন নেকড়ের মত হিংস্র হয়ে উঠেছে। সুযোগ পেলেই বব আর বরিসের নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়বে ছিঁড়ে খুবলে নিতে। আমার পক্ষে সম্ভব হবে না ওদেরকে ঠেকানো।'

হেঁটে জানালার কাছে দাঁড়াল নেভিল। একটা কাকপক্ষীও নেই পথে। স্যালুনের বাইরে অনেকগুলো ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। দেখে মনে হয়, শহরের তাবৎ লোক জমা হয়েছে ভেতরে। মদ গিলতে গিলতে ববের মধুর বাণী শুনছে। শেরিফ ঠিকই বলেছে। র‍্যামসনকে হটানোর চেষ্টা করলে বাজে কিছু হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া নেভিলের সার্ভে রিপোর্টও মেনে নেবে না ওরা। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত পিষল নেভিল। এখন আর কিছু করা সম্ভব না। কিচ্ছু না।

কিন্তু বাসায় ফেরাটা বোকামি হবে। ব্যাঙ্কে চুপচাপ বসে থাকাও অসম্ভব। লরা ঠিকই বলেছে, বাবার স্বভাব জন্মসূত্রে পেয়েছে নেভিল। কিছুটা তো বটেই! হয়তো একটু বেশিই।

বইঘর.কম

বোকামিই সই, তবুও চেষ্টা করবে ও। লরার ওপর ভরসা রাখবে পেনির নিরাপত্তার ব্যাপারে। কাজটা অসম্ভব না। ঘরের দরজা বন্ধ রাখলেই সামলে নিতে পারবে লরা। তা ছাড়া রিভলভার আছে ওর কাছে।

'স্টেজকোচ এলে, আমি যাব দেখা করতে,' ঘোষণা দিল নেভিল। 'এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। জানোই তো।'

হাল ছেড়ে দিল হান শেফার। 'জানতাম। হেরম্যান ক্রসের ছেলের পক্ষে এমনটাই স্বাভাবিক। তবে আরেকটা ব্যাপার, স্যালুনে কার্লোসও আছে। খুব বেশি মদ গিলছে না। থেকে থেকে তোমাকে একহাত নেবার কথাটা বেশ গলা চড়িয়ে বলছে।'

'ওর সঙ্গে লড়াইয়ে নামার কোনও ইচ্ছে নেই আমার, যা খুশি বলুক।' জানালা থেকে মুখ ফেরাল নেভিল। চোখ রাখল শেরিফের চোখে। 'আচ্ছা বব বা বরিসের সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছ? গতকাল মিসেস ম্যালে ওকে দেখে একরকম পালিয়ে বেঁচেছিল!'

'জানি না। তেমন কিছু পাইনি,' জানাল হান। 'সকালে ববের অফিসে গিয়েছিলাম। বরিসকে ধরেছি। দরজায় কিছু না শুনে গুলি চালানোর জন্য ধমক দিয়েছি। লাভ হয়নি কোনও। ডাক্তার যেমনটা ভেবেছিল ঠিক তেমনটাই বলেছে। বলেছে, সিন্দুকের টাকাগুলো লুট হয়ে যাবে ভেবে অ্যাকশন নিয়েছে। ওকে তোমার হুমকির চিঠিগুলোও দেখালাম। চোখের পাতা পর্যন্ত পড়ল না বদমাশটার! বলল, এ বিষয়ে কিছুই জানে না। কার্লোসের কথাও তুলেছিলাম, বলল চেনে না।'

'ও কিছু স্বীকার করবে এমনটা ভাবাই ভুল! সাক্ষাৎ শয়তানের দোসর।'

'জানি,' শ্রাগ করল শেরিফ, 'তবুও। ভেবেছিলাম ওর চেহারা দেখে কিছু বুঝতে পারব। ঠিকভাবে ধমক ধামক দিলে বাঘা বাঘা

বইঘর.কম

অপরাধীও পেট পাতলা করে। কিন্তু বরিস অন্য ধাতুতে গড়া। এ পর্যন্ত ওর মধ্যে কোনও আবেগ দেখিনি। সবসময় সাদা কাগজের মত করে রাখে মুখটা। অনুভূতিহীন। ওর মানসিক সমস্যা থাকলেও অবাক হবার কিছু নেই।' www.boighar.com

শেরিফ হান বাইরের পথ ধরতেই নেভিল পিছু ডাকল, 'তা হলে ওর মত লোকের পক্ষে হুমকি দেয়া সম্ভব? চোখের পাতা না ফেলে শিশু হত্যা সম্ভব?'

'আমার তো তাই মনে হয়! ভেতরটা যেন বরফের মত শীতল লোকটার।' কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়াল শেরিফ। নেভিলকে ভাল করে দেখে বলল, 'তা হলে তুমি বাইরে যাবেই?'

'হুম।'

ঠোঁট বাঁকা করল হান শেফার। 'আমি আর ডাক্তার থাকব ওখানে, তোমার পাশে। পারলে ফ্রিম্যানকেও রেখো। কাজে দেবে।'

মাথা নেড়ে বুদ্ধিটা নাকচ করে দিল ও। 'নাহ, ফ্রিম্যানকে নিয়ে কাজ নেই। একবার গুলি খেয়েছে, দ্বিতীয়বার ব্যাঙ্কের জন্য গুলি খেতে হবে না ওকে।'

'ভাল বলেছ। বুঝলে, নেভিল, মাঝে মাঝে আমি ঠিক বুঝতে পারি না, তুমি কি বদ্ধ উন্মাদ, নাকি খাঁটি বীরপুরুষ?'

দরজাটা ভেজিয়ে দিল শেরিফ। চলে গেল ব্যাঙ্কের বাইরে। নেভিল চোখ রাখল ঘড়িতে। র‍্যামসন আসতে এখনও ঘণ্টাখানেক বাকি। হোলস্টার থেকে রিভলভার তুলে পরীক্ষা করল ও। কার্লোসের ব্যাপারটা ভাবল। যদি লড়াই লেগেই যায়, তবে কী হবে? পিস্তলে কতটা চালু কার্লোস? যদি ভাড়াটে খুনি হয়, তা হলে অবশ্যই দক্ষ। হয়তো এই ছকটাও বরিসের সাজানো। কার্লোসকে কাজে লাগিয়ে ওকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়! যাতে র‍্যামসনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগটুকুও না পায় নেভিল।

বইঘর.কম

সহসা ঘরের বাইরে গলার আওয়াজ পেল নেভিল। বেল ফ্রিম্যান কাউকে বাধা দিতে চাইছে। 'দাঁড়াও! ও ব্যস্ত। কারও সঙ্গে দেখা করতে পারবে না।'

একটা নারীকণ্ঠ চিৎকার করল, 'ব্যস্ততা চুলোয় যাক! এক্ষুণি দেখা করব।'

এরপর ঝট করে খুলে গেল নেভিলের অফিস ডোর। বেল ফ্রিম্যানকে দশ কদম পিছে ছেড়ে ঝড়ের বেগে ঢুকল কেসি ম্যালে। রাগে লাল হয়ে আছে ওর মুখটা।

চিৎকার দিল বেল, 'আমি অনুমতি দিইনি!'

কিন্তু কেসি কারও অভিযোগ শোনার মুডে নেই। নেভিলের কোটের ল্যাপেল খামচে ধরল ও। টেনে ওকে নিয়ে এল মুখের কাছে। কেসির চোখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। ভয় পেয়েছে কিছু নিয়ে। চেহারা ফ্যাকাসে হয়েছে, ঠোঁট কাঁপছে। ওকে আপাতত আকর্ষণীয় মনে হলো না নেভিলের। এখন ওকে দুর্বল নারীর মত দেখাচ্ছে। যেন প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটে এসেছে জীবনের নিশ্চয়তা পেতে।

'নেভিল, তোমাকে এক্ষুণি শহর ছাড়তে হবে। আমাকেও নিতে হবে সঙ্গে।' কোটটা ছেড়ে দিল কেসি। সহসা গলা জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াতে চাইল। সফল হলো না। চিৎকার দিল রেগেমেগে, 'ডার্লিং, এমন করছ কেন?'

বেল ফ্রিম্যান দৃশ্যটা দেখে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দরজায়। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না অভিজ্ঞ ব্যাঙ্কার।

বইঘর.কম

চোদ্দ

মুহূর্তের জন্য সময় যেন থমকে গেল। কেসির ঘাড়ের ওপর দিয়ে নেভিল চোখ রাখল ফ্রিম্যানের দিকে। ভয় পেল, যদি লরাকে এসব বলে দেয়! মরমে মরে যাবে লরা। এতদিনের সম্পর্ক, বিশ্বাস, সব ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে নিমেষেই।

জোরে ধাক্কা দিয়ে কেসিকে সরিয়ে দিল নেভিল। ঘৃণার চোখে দেখল ওকে।

একপাক খেয়ে কেসি ম্যালে গিয়ে পড়ল ফ্রিম্যানের মুখোমুখি। চিৎকার দিল রেগেমেগে, 'এখানে নাক গলাতে এসেছ কেন? হুঁ? খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই? অসভ্য কোথাকার! যাও, নিজের চরকায় তেল দাও!' এক ধাক্কায় ওকে ঘর থেকে বাইরে পাঠিয়ে দিল কেসি। তারপর দড়াম করে লাগিয়ে দিল অফিসের দরজা। ঘুরল নেভিলের দিকে।

'বেরিয়ে যাও,' চোখ গরম করল নেভিল। মাথা বনবন করছে ওর। চোখদুটো এখনও কুঁচকে আছে ঘৃণায়। কেসিকে তুলে ছুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে জানালা দিয়ে। 'আমার ঘর ভাঙার চেষ্টা করে কোনও লাভ হবে না। কুপ্রস্তাব দিয়েও আমাকে বশ করা যাবে না। স্ত্রীকে ভালবাসি। অন্য কোনও নারীর স্থান নেই আমার জীবনে।'

'তোমার বাড়ি আর স্ত্রীকে নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা

নেই,' চোখ ছলছল করছে কেসির, 'শুধু জানি এখানে থাকলে বাঁচবে না তুমি। কেন বুঝতে পারছ না? তোমার ভাল চাইছি, বাঁচাতে চাইছি।'

আরও একটা অপকৌশল ওকে এখান থেকে সরানোর, ভাবল নেভিল। বলল, 'ধন্যবাদ। তোমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই আমার।' দরজার কাছে গিয়ে বলল, 'ভবিষ্যতে এমন না করলেই বরং খুশি হব। এবার বিদেয় হও। যাও ভাগো!' কুকুরের মত তাড়িয়ে দিতে চাইল ওকে। অপমানে কান লাল হয়ে উঠল কেসির।

'না, যাব না। কিছুতেই না। তোমার মতই আমারও বিপদ। কার্লোসকে ভাড়া করে এনেছে বব। গতকাল ঝোপে লুকিয়ে আমাদের সব কথা শুনেছে ও। ববকে বলেও দিয়েছে সেসব। আরেকটু হলেই আমাকে খুন করত বব। সকালে, খেপে টং হয়ে ছিল। নেভিল, আমার খুব ভয় করছে। জীবনে এত ভয় কখনও পাইনি। ও... ও আমাকে মেরে ফেলবে।'

কথাগুলো সত্যি বলেই মনে হলো। নেভিল পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারল না ওকে। কেসির কণ্ঠে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। পাকা অভিনেত্রী না হলে এত নিখুঁত অভিনয় অসম্ভব। তবে হতেও পারে অভিনয়। কেসির ব্যাপারে কতটুকুই বা জানে নেভিল! তাচ্ছিল্য ফুটল ওর কথায়, 'তার মানে বব আমাকে হিংসে করছে? তোমার সঙ্গে ভালবাসা আছে ভেবে, হিংসেয় পুড়ছে? বেশ বেশ।'

'না, না।' কেসি দ্রুত হাত নেড়ে নাকচ করল সম্ভাবনাটা। 'আসলে র‍্যামসনের আসার খবরটা তুমি পেয়ে যাও, তা ও চায়নি। পুরো দশ হাজার ডলারের মামলা। ওরা ভয় পাচ্ছে, তুমি র‍্যামসনকে ইনভেস্ট করতে বাধা দেবে। ওকে এখান থেকে চলে যেতে রাজি করাবে।'

বইঘর.কম

এই কথাটাও সত্যি আর মিথ্যের মিশেল মনে হলো নেভিলের। যতটুকু সত্যি মেশালে একটা মিথ্যাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়, কেসি ম্যালে ঠিক ততটুকুই মেশাচ্ছে। সুষম মিশ্রণ। মনে মনে হাসল নেভিল। বলল, 'একটা কথাও বিশ্বাস করি না। বব ম্যালের বউ এসে আমাকে সব গোপন কথা বলে দিচ্ছে, ব্যাপারটা যথেষ্ট সন্দেহজনক। কোনও কারণ ছাড়া এমনটা করার কথা না। আমার ধারণা ববই তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে।'

'গাধা! বোকা তুমি,' নিরুপায় হয়ে বলল কেসি ম্যালে। 'আর কী করলে বিশ্বাস করবে? ওরা তোমাকে ভয় পাচ্ছে। চাইছে খুন করে ফেলতে। কীভাবে করবে সেটা অবশ্য জানি না। তবে লিঞ্চ মব হতে পারে। ফাঁসিতে চড়াতে পারে তোমাকে। অথবা কার্লোস ফাঁদে ফেলতে পারে ডুয়েলে নামতে। জানি না কী করবে, শুধু জানি তোমাকে মারবে। যেমন করেই হোক।'

'ধন্যবাদ। আমি নিজের খেয়াল রাখতে জানি,' সাফ জানাল নেভিল। ওর ফাঁদে পা দেবার কোনও ইচ্ছেই নেই। নারীরা কতটা নিচে নামতে পারে স্বার্থের জন্য দেখে অবাক হচ্ছে বরং! লরার কথা ভাবছে। দু'জনেই নারী, অথচ কত তফাৎ ওদের! একজন ওর ভাল চায় মনে প্রাণে; অন্যজন চায় সর্বনাশ।

'কচু জানো,' রাগে জ্বলে উঠল কেসি। 'ওদের সঙ্গে পারবে না। তুমি একরোখা, বোকা। দশ হাজারের জন্য সবকিছু করতে পারে ওরা। আমাদের কাউকেই পথের কাঁটা হতে দেবে না। আর ওটা পেয়ে গেলেই সিন্দুকের টাকা সব গুছিয়ে চম্পট দেবে।'

কেসিকে খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো নেভিলের। রাগে ফোঁসফোঁস করছে মেয়েটা। বোঝাতে চাইছে প্রাণপণে। কিন্তু ওর কথাগুলো সত্যি হলেও সেগুলো সম্ভবত ববের প্ল্যান করা। হয়তো খুনই করতে চাইছে নেভিলকে। তবে যদি ওকে ভাগিয়ে কাজটা মেটানো যায়, তা হলে ঝামেলা কম পোহাতে হবে। তাই বউকে

বইঘর.কম

পাঠিয়ে শেষ চেষ্টা চালাচ্ছে।

'যাও, ববকে গিয়ে জানাও, ওর চালাকি কাজে লাগেনি।'

'বদ্ধ উন্মাদ তুমি। বোকার হদ্দ।' কোমরে হাত রেখে মাটিতে পা ঠুকল কেসি। 'একদল খুনির বিরুদ্ধে তুমি একা। জাত খুনি ওরা। বরিস তোমাকে ঘৃণা করে। তোমার লাশ দেখতে চায়। বব লোভী, তবে কার্লোস আর বরিসের মত ঠাণ্ডা মাথার খুনি না। কিন্তু প্রয়োজনে পড়লে ও-ও খুনি হয়ে উঠবে। লোভ ওকে বাধ্য করবে। সিন্দুকে আরও পঞ্চাশ হাজার মজুদ আছে। মাসের পর মাস বসে প্ল্যান করেছে ওরা। তোমার কী মনে হয়? আমাদের বাধা হতে দেবে ওদের পথে? কক্ষনো না।' www.boighar.com

'আমি বোকা হতে পারি,' বলল নেভিল, 'কিন্তু কাপুরুষ নই। তুমি যদি নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনো, তাতে আমার কিছুই করার নেই। দুঃখিত, তোমার জন্য কিছু করতে পারছি না।' দরজার হাতলে হাত রাখল নেভিল। 'বিদায়, মিসেস ম্যালে।'

'দাঁড়াও, নেভিল,' চেঁচিয়ে উঠল কেসি। 'দরজাটা খোলার আগে আরেকটা কথা শোনো। তোমাকে এখনও একটা সত্যি বলিনি। ভেবেছিলাম শুনলে হয়তো খারাপ ভাববে আমাকে। কিন্তু ওটা বললে যদি তুমি পালাতে রাজি হও, তবে তা-ই সই!' এক নিঃশ্বাসে বলল ও। 'আমি ববের বউ না। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। আমাকে ভাড়া করে এনেছে, স্ত্রীর অভিনয় করার জন্য।'

হাতল থেকে নেভিলের হাত সরে গেল। 'কেন?'

'চরিত্র খারাপ আমার,' অসহায় কণ্ঠে বলে চলল কেসি। 'টাকার জন্য সব করতে রাজি। অন্তত তখন ছিলাম। বব আর বরিসের মত লোকদের আশপাশেই কেটেছে জীবন। তুমি ভিন্ন, নেভিল। তোমাকে নিয়ে সত্যিই স্বপ্ন দেখেছি। বিশ্বাস করো! তোমার মত একজনকেই চেয়েছি জীবনে... একজন সৎ, সাহসী বীর, যার কাছে কর্তব্যের খাতিরে নিজের জীবনও তুচ্ছ।' এগিয়ে

বইঘর.কম

এসে ওর হাত ধরল কেসি। 'তুমি যা করতে বলবে, করব। যেভাবে চাইবে, সেভাবেই। শুধু আমার সঙ্গে চলো। দেরি হয়ে যাবার আগেই চলো পালিয়ে যাই দু'জনে। প্লিজ।'

'প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু এখনও পেলাম না। বব কেন তোমাকে ভাড়া করেছে?'

'নিজের সম্মানিত ভাবটা টিকিয়ে রাখার জন্য। এসব ছোট শহরে মানুষকে ধোঁকা দিতে সেটা কাজে লাগে। ও জানে এসব মানুষ কী ভাবে, কী চায়। আমাকে এনেছে যাতে অফিসের কাজ দেখার পাশাপাশি ওর বউ সেজে থাকি। ওর সঙ্গে চার্চে যাই, দাওয়াত পেলে যেন ওর সঙ্গে থাকি। গিয়েওছি এড, বিন... ওদের বাড়িতে। ওর টাকা খেয়েছি। ওর সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েছি। বাধ্য বউয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছি দিনের পর দিন। পুরোটা সময় ঘৃণা করেছি ওকে। জীবনে ববের থেকে বেশি ঘৃণা আর কাউকে করিনি। বিশ্বাস করো। ও একটা শয়তান। আর ওর থেকেও বড় শয়তান হচ্ছে বরিস।'www.boighar.com

কেসির মুখে লজ্জা, ঘৃণা, অপমানের স্পষ্ট ছাপ দেখল নেভিল। কথাগুলো সত্যি, সেটা বেশ বুঝল। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় না কিছুই। নেভিলের কিচ্ছু করার নেই ওর জন্য।

'আমি দুঃখিত,' ভদ্রভাবে বলল ও, 'এতকিছুর পরেও তোমার সঙ্গে যেতে পারছি না। হয়তো খুন হব, তাই বলে পালাব না কিছুতেই।'

কেসি ছলছলে চোখে বলল, 'জানতাম, শেষমেশ এমনটাই হবে। যাক, তবুও একজন ভাল মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলো। এটুকুই শান্তি।'

পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হলো কেসি। চুমু খেল নেভিলের গালে। তারপর দরজা খুলে বাইরে চলল। চোখা ছিল

বইঘর.কম

দৃঢ়ভাবে আঘাত করল মেঝেতে। আওয়াজ তুলল খটখট। ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল নেভিল। ববের অফিসের দিকে হারিয়ে গেল কেসি।

একমনে কিছুক্ষণ ভাবল নেভিল, কেসি সত্যি বললেও কিছু যায়-আসে না। হয়তো পুরোটাই বব ভেবে রেখেছে আগেভাগে। জেনে কিংবা না জেনে সেই প্ল্যান ফলো করছে কেসি। নেভিলকে শহর থেকে তাড়ানোর জন্য বড় বেশিই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ওরা। র‍্যামসন আসার আগে যে কোনও মূল্যে ভাগাতে চায়। তবে এই চেষ্টাও বিফল হলো। এবার, দেখার বিষয় হচ্ছে, ব্যাপারটা ওরা কীভাবে নেয়!

বেল ফ্রিম্যান একমনে দেখেছে ওকে, টের পেল নেভিল। বলল, 'বেল, আর কতক্ষণ বাঁচব জানি না। তুমি আপাতত ব্যাঙ্কেই থেকো। ভুলেও বাইরে যেয়ো না।'

'নাহ, যাচ্ছি না! মরার অত শখ নেই!' সাবধানে বলল ফ্রিম্যান। দরজা দিয়ে রাস্তায় চোখ রাখল। নজর আবার ফিরিয়ে আনল নেভিলের মুখে। ঘন ঘন চোখের পাতা পড়ছে ওর। চিন্তার নমুনা। শহরের থমথমে দশা দেখে ঘাবড়ে গেছে অনেকটা। 'তুমিও ভেতরে থাকলেই ভাল।' সাবধান করে দিল নেভিলকে।

'বসে থাকার উপায় নেই, বেল।'

'উপায় বের করো,' জোর করল ফ্রিম্যান। 'তোমাকে মারতে পারলেই ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়বে ব্যাঙ্কে। কেড়ে নেবে টাকা-পয়সা।' হতাশায় মাটিতে তাকাল ও। জিভ ঘষে ভেজাল শুকনো ঠোঁটদুটো। 'নেভিল, সন্দেহ নেই আমি ভীতু। একবার তো গুলি খেয়েছি ব্যাঙ্কের জন্য! আবার খেতে চাই না। ও আমার সহ্য হবে না।'

www.boighar.com

কথাটা বুঝল নেভিল। ফ্রিম্যানকে খুলে বলল হুমকির নোটগুলোর কথাও। তারপর বলল, 'ওগুলোর পিছনে নিক বেরি

বইঘর.কম

সত্যি সত্যি থাকলে অবাক হব না। তবে যদি না থাকে, তা হলে নির্ঘাত ওই বব আর বরিসই করছে এসব। সত্যিটা জানতেই হবে, বেল। আজই জানা যাবে সবকিছু। তার জন্য আমাকে পথে নামতে হবে। ওদের মুখোমুখি হতে হবে।'

পকেট থেকে সাদা রুমাল বের করল ফ্রিম্যান। মুখ মুছল। ভয়ে কাঁপছে থরথর করে। ওর ভাবনাগুলো ঘোলাটে হয়ে আছে।

কত বিচিত্রই না মানব চরিত্র! এই ফ্রিম্যানকে বরাবর একটা কাজপাগল যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি! যেন হাতে কলম আর খাতা নিয়ে জন্মেছে। মানবিক অনুভূতি বিবর্জিত মনে হয়েছে। আর সেই ফ্রিম্যান কি না আজ নেভিলের ভাল-মন্দ নিয়ে ভাবছে, দুশ্চিন্তা করছে!

'জীবন দিতে হলে দেব, তাতে আপত্তি নেই,' বলল নেভিল। 'কিন্তু আজ যা দেখলে তা পাঁচ কান কোরো না। কেসি ম্যালের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই আমার। বাজে কথা কানে গেলে শুধু শুধু কষ্ট পাবে লরা। হয়তো এটাই ওরা চায়!' ওর চোখে চোখ রাখল নেভিল। 'তোমার বউয়ের যা মুখ! একবার কানে কথা ঢুকলে পাড়ার কেউ জানতে বাকি থাকবে না।'

'কিচ্ছু বলব না। কথা দিচ্ছি।'

অফিসে ফিরে গেল নেভিল। ফ্রিম্যান বলেছে বটে কথাটা ছড়াবে না, কিন্তু ভরসা করতে পারছে না ও। তবুও শেষ চেষ্টা করেছে নেভিল, এটাই সান্ত্বনা। দরজা লাগিয়ে ফের জানালার ধারে গেল ও। ধীরে ধীরে মানুষ জমা হচ্ছে পথের ধারে। গাল-গল্প করছে। ইতিউতি দেখছে।

ওদের ভিড়ে দেখা গেল হ্যালো ভন, স্যাম রোড আর কেভার বিনকে। প্রত্যেকেই সুনাগরিক। অথচ আজ ন্যায়ের বিপক্ষে। আরও আছে বব আর বরিস। ওরাই ইন্ধন জুগিয়ে খেপিয়ে তুলেছে সবাইকে। দক্ষ পাপেটিয়ারের মত সুতোর টানে নাচাচ্ছে

বইঘর.কম

শহরবাসীকে। পুরো দঙ্গলটার মধ্যমণি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বদ দুটো।

মদ হাতে কথা চলছে। মানুষগুলোর চোখে লোভের ছোঁয়া। সেই সঙ্গে বাড়তি সতর্কতা হাবে-ভাবে। বিপথে পা দিয়ে রেখেছে ওরা। মুখিয়ে আছে কিছু একটা করার জন্য। র‍্যামসনকে কিছু বলতে গেলেই হইহই করে তেড়ে আসবে। কিন্তু তার ভয়ে চুপ করে থাকার ইচ্ছে নেই নেভিলের। ভাবল, মুখ বন্ধ রাখলে কী হবে। বব আর বরিস পেয়ে যাবে দশ হাজার ডলার। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পালাবে শহর ছেড়ে। নিয়ে যাবে স্থানীয় সবার টাকা, যারা যা দিয়েছে সব। পঞ্চাশ হাজার, বলেছে কেসি। শেরিফও বলেছে তেমনটাই। নেভিল একবার ভাবল কেসিকে দিয়ে সত্যিটা বলাবে সকলের সামনে। আইডিয়াটা বাদ দিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। এখন ওর কথাও মানতে চাইবে না কেউ। উল্টো কার্লোসের মুখে খই ফুটবে গতকালের ব্যাপারটা নিয়ে। তাতে হিতে-বিপরীত হবে।

আসল সমস্যাটা অন্যখানে। অপরাধ ঘটার আগে শেরিফ হান কিছুই করতে পারবে না। অর্থাৎ, আগে টাকাটা চুরি হতে হবে, তারপর অ্যাকশন। কিন্তু টাকা হাতিয়ে বব আর বরিস যদি নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে, তা হলেই মুশকিল। ওরা পালিয়ে গেলে সবার মাথায় বাড়ি। পুরো শহরটা পথে বসবে। হেরম্যানের অধরা স্বপ্নগুলোও আর পূরণ করা সম্ভব হবে না। কয়েক যুগ পিছিয়ে যাবে সেসব কাজ।

নাহ্, এমনটা কিছুতেই হতে দেবে না ও। যদি র‍্যামসনকে সার্ভে রিপোর্টটা পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাতে পারে, তাও চলবে। সময় খুব জরুরি। সঠিক সময় এলে বব আর বরিসের মুখোশটা ঠিক খসে পড়বে। সবাই চিনে নেবে ওদের আসল রূপটা।

বইঘর.কম

ঘড়িতে চোখ রাখল নেভিল। র‍্যামসনের আসার সময় হয়েছে। সিক্সশুটার আবার চেক করল। লরা আর পেনির কথা ভাবল। রাঞ্চ আর ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ আপাতত অস্বচ্ছ। ও মরলে কি বেল ফ্রিম্যান সামলাতে পারবে ব্যাঙ্কটা? কে জানে! হয়তো পারবে, হয়তো পারবে না।

ব্যাঙ্ক ছেড়ে পথে নামল নেভিল। কোমরের কাছে দুলছে বিশ্বস্ত সিক্সশুটার। ডাক্তার গ্রে ইতিমধ্যে উপস্থিত। একা দাঁড়িয়ে আছে ব্যাঙ্কের সামনে, পথের এধারে। তার গানবেল্টেও দুলছে রিভলভার। এর আগে কখনও ডাক্তারের কোমরে অস্ত্র দেখেনি নেভিল। www.boighar.com

ওকে দেখে হাসল ডাক্তার। 'স্বাগত জানাতে এসেছ? সময় তো হয়ে এল প্রায়।'

'হুম, চলে এলাম।' দুর্বল হাসি উপহার দিল নেভিল।

আশপাশে কোথাও দেখা গেল না শেরিফকে। সমবেত জনতা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। স্টেজকোচের চালক কার্ট ব্রিক। সাধারণত দেরি করে না লোকটা। হয়তো দু-এক মিনিট এদিক-ওদিক হয়। ব্যস, ওটুকুই। কিন্তু আজ ওর ছায়াও দেখা যাচ্ছে না।

অবশেষে রাস্তা পেরিয়ে এধারে এল হান শেফার। এতক্ষণ স্যালুনের ভেতর ছিল।

ওকে দেখে ডাক্তার বলল, 'অবস্থা দেখেছ? অন্তত পঞ্চাশজন জড়ো হয়েছে ওদিকে। এদিকে আমরা মাত্র তিনজন।' ঠোঁট উল্টাল। 'কি, হান, মরতে প্রস্তুত?'

'কেউ মরবে না,' চোয়াল শক্ত করল শেরিফ। 'নেভিল, হোলস্টার থেকে অস্ত্রটা সরাও।'

'মাথা খারাপ?' বাধা দিল ডাক্তার গ্রে। 'ফ্রি নিশানা হওয়ার কোনও মানেই নেই!'

'শুধু শুধু নিশানা হবে কেন?' ধমকাল হান শেফার। 'ববের

বইঘর.কম

সঙ্গে কথা বলেছি একটু আগে। র‍্যামসনের আর নেভিলকে কথা বলতে দিতে ওর কোনও আপত্তি নেই। তবে শর্ত দিয়েছে। কথা বলতে হবে ব্যাঙ্কের ভেতরে। রাস্তায় র‍্যামসনকে থামালে ভুগতে হবে, সাফ জানিয়ে দিয়েছে। বলেছে, পাবলিক মেনে নেবে না।'

নেভিলের দিকে চোখ রাখল হান শেফার। উত্তরের অপেক্ষা করল।

তাল দিল ডাক্তারও। ববের প্রস্তাব পছন্দ হয়েছে ওর। 'তা হলে কী করবে, নেভিল? তুমি বরং ব্যাঙ্কের ভেতরেই থাকো। আমি র‍্যামসনকে নিয়ে আসছি একটু পরে।'

জবাব দিল না নেভিল। সময় পেল না কিছু ভাবার। উল্টো দিক থেকে ভিড় ঠেলে সামনে বেড়েছে কার্লোস। কনুইয়ের গুঁতোয় ফাঁকা করেছে জনসমুদ্র। মুখটা তেতো করে রেখেছে। চোখে প্রতিহিংসার আগুন।

হাঁক দিল কার্লোস, 'ক্রস? শুনতে পাচ্ছ? নেভিল ক্রস? তোমাকেই বলছি, ছুঁচো কোথাকার!'

'এবারে আর সহ্য করা সম্ভব না,' খেপে গেল শেরিফ হান। 'শুয়োরটাকে পই পই করে বললাম গোলমাল না বাধাতে! ঠিক চলে এসেছে।'

ওকে হাত ধরে থামাল ডাক্তার গ্রে। 'হান, নাক গলিয়ো না। লড়াইটা তোমার না। তা ছাড়া কার্লোসের মুখ বন্ধ করাও জরুরি।'

'কেন? মুখ বন্ধ করার মত কী করেছে ও?' জানতে চাইল নেভিল।

'রটিয়ে বেড়াচ্ছে, তোমাকে আর মিসেস ম্যালেকে ঝোপের ধারে...'

পুরোটা শোনার প্রয়োজন বোধ করল না নেভিল। এগিয়ে গেল। 'শুনতে পাচ্ছি, কার্লোস। আর সবাইকে বলছি। কান খুলে

বইঘর.কম

শোনো। ওই কার্লোস একটা মিথ্যুক। চাপাবাজ। যা বলেছে সব বানোয়াট।'

কার্লোসের থেকে আরও দূরে সরে গেল ভিড়টা। মাঝখানে একা হয়ে পড়ল নেভিল আর কার্লোস। সূর্যের প্রখর আলোয় চকচক করছে ধূসর বালুকণা। পথে নিথর নীরবতা। কিছু একটা ঘটতে চলেছে। এখনই।

পনেরো

গানফাইট—বুনো পশ্চিমের চিরায়ত দৃশ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। গানবেল্টে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে পুঁজি করে চলে খুনোখুনি আর বেঁচে থাকার লড়াই। শহরের এই রাস্তাতেই এমন বহু লড়াই দেখেছে নেভিল, তবে নিজেকে কখনও তাতে অংশ নিতে হবে ভাবেনি। অসুস্থ নাটকটায় এখন জীবন হাতে নিয়ে নামতে হবে ওকে। ক্যাসকেড সিটিকে কেন্দ্র করে এ তল্লাটের সভ্যতার ভাঙা-গড়া। রেলরোড এলে হয়তো বাইরের সংস্কৃতি ধীরে ধীরে প্রবেশ করবে এখানেও। তবে এখনও এখানকার মানুষ ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব মেটায় সরাসরি, অস্ত্রের সাহায্যে। ডাক্তার গ্রে আর শেরিফ হান দু'জনেই জানে সেটা।

এখনকার পরিস্থিতি আট বছর আগের মত নয়। বেরি গ্যাঙের বিরুদ্ধে গোলাগুলিটা এতই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, কিছু টেরই পায়নি নেভিল। উত্তেজনার পারদ নামার আগে সব খতম হয়ে গেছে।

বইঘর.কম

স্রেফ কয়েকটা গুলির ব্যবধানে। আর সে-সময় পালানোর চিন্তায় ব্যস্ত ছিল বেরিরা। প্রতিঘাতের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেনি সেভাবে। অন্যদিকে, পুরো শহরবাসী ছিল নেভিলের পক্ষে। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। কেউ ওর পক্ষে নেই। বেশিরভাগ লোকই কার্লোসের দলে। তবে হাত লাগাবে না ওরা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখবে। হয়তো নেভিল মরলে থুতু ছিটাবে লাশের ওপর। তারপর যে-যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। কিংবা সবাই মিলে যাবে ব্যাঙ্ক লুট করতে। www.boighar.com

কার্লোস দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। কোমরের কাছে দুলছে হাত। ছোবল মারছে না সিক্সশুটারে। অপেক্ষা করছে নেভিলের জন্য। লোকটা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী, বুঝল নেভিল। কিন্তু কোনও এক অদ্ভুত কারণে ভয় হারিয়ে গেছে ওর মন থেকে। অবাক হলো নেভিল। আশপাশের মানুষগুলো থেকে নিমেষে হারিয়ে গেল ওর মনোযোগ। সমস্ত চেতনা স্থির হলো কার্লোসের দিকে। যেন এ তল্লাটে ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। এক বিন্দু ঘাম নেমে এল ওর ঘাড়ের পেছনে। মেরুদণ্ডে শীতল শিহরণ জাগিয়ে বয়ে চলল একদম তলদেশে। চোখকে পলক ফেলতে নিষেধ করল নেভিল। গানবেল্টে হাত স্থির করে অপেক্ষায় রইল প্রতিপক্ষের।

মুহূর্ত দীর্ঘতর হলো। বাতাসে ঝুলে আছে ধুলোর আস্তরণ, ছুঁয়ে যাচ্ছে নাকমুখ। মার্কেন্টাইলের পেছন থেকে ডেকে উঠল একটা বেওয়ারিশ কুকুর। খান খান করে দিল নীরবতা। শেষমেশ ধৈর্য হারাল কার্লোস। মুখে বিজাতীয় গালি ঝেড়ে হাত বাড়াল গানবেল্টে।

দ্রুত মরণবাণ তুলে নিল কার্লোস। খুব দ্রুত। গুলি ছুঁড়ল নেভিলের আগেই। দু' রাউণ্ড। মিস করল তাড়াহুড়োয়। একটা গুলি কিছু ধুলোবালি উড়িয়ে নিল নেভিলের পায়ের কাছে। কিন্তু দ্বিতীয়টা খুব কাছে আঘাত করল। ঘাড়ের একদম ধার ঘেঁষে উষ্ণ

বইঘর.কম

চুমু দিয়ে গেল। এরপরেই গর্জে উঠল নেভিলের বিশ্বস্ত সিক্সশুটার। টানা কয়েকটা গুলি চলল মুহূর্তের মধ্যে। শব্দগুলো মিশে গেল পরপর। বাতাসে আলাদা হবার সুযোগ পেল না।

বুলেটের ধাক্কায় ছিটকে গেল কার্লোস। মাটি থেকে ক্ষণিকের জন্য শূন্যে উঠে গেল পা দুটো। শিথিল ভঙ্গিতে অন্তিম চেষ্টা করল ওর দুর্বল আঙুল। ট্রিগারে চাপ পড়ে ছুটল ওয়াইল্ড শট। বুলেট নেভিলের দশ হাত দূর দিয়ে বেরিয়ে গেল। নেভিলের বুলেট আবার আঘাত হানল। আবার। আবার। ততক্ষণে মাটিতে নেমে এসেছে কার্লোস। নিজের দু'পায়ে দাঁড়িয়েই নিথর হয়ে গেল ওর ছটফটানি। বন্দুকটা খসে পড়ল আঙুলের বাঁধন ছাড়িয়ে। ধপ করে মাটিতে পড়ল কার্লোস। টুপিটা গড়িয়ে হাতখানেক দূরে চলে গেল।

হান শেফার তড়িঘড়ি করে ছুটে গেল পথের মাঝখানে। হাতে শোভা পাচ্ছে রিভলভার। 'সাবধান, বরিস!' শাসিয়ে দিল। 'ভুলেও নাক গলানোর চেষ্টা কোরো না।'

'উটকো খুনোখুনিতে আমার কোনও আগ্রহ নেই,' দাঁত কিড়মিড় করল বরিস।

নেভিল ছুটে গেল কার্লোসের কাছে। ডাক্তার গ্রে ওকে অনুসরণ করল কয়েক কদম পিছে। মাটিতে বসে পড়ল নেভিল। মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করল, 'কে ভাড়া করেছে তোমাকে? বলো, চুপ করে থেকো না। বলো!'

একগাদা রক্ত উগরে দিল কার্লোস। লাল হয়ে গেল ওর ঠোঁটদুটো। ভাঙা গলায় বলল, 'তো... তোমাকে মারতে চাইনি। কেবল... জ... জখম করার কথা ছিল। য্... যাতে... তুমি... র‍্যা... র‍্যামসন...'

'কে ভাড়া করেছে?' ওর কোট ধরে ঝাঁকাল নেভিল। 'বলো, কে টাকা দিয়েছে?'

বইঘর.কম

'শান্ত হও, নেভিল।' ডাক্তার গ্রে থামিয়ে দিল অহেতুক ধস্তাধস্তির চেষ্টাটা। 'ও আর কোনও দিন কারও প্রশ্নের জবাব দেবে না,' বলল ওকে। তারপর কিছুটা এগিয়ে অন্যদের ডাকল। 'এড, ফ্রেট, হাত লাগাও। লাশটা সরানো দরকার। র‍্যামসন চলে আসবে এক্ষুণি।' এরপর নিচু গলায় সাবধান করল নেভিলকে, 'ওপাশে সরে দাঁড়াও। চোখ-কান খোলা রেখো।'

ব্যাঙ্কের কাছে গিয়ে থিতু হলো নেভিল ক্রস। সিক্সশুটারের চেম্বার খুলে ফাঁকা শেলগুলো ছুঁড়ে ফেলল বাইরে। পকেট থেকে গুলি তুলে রিলোড করল। অস্ত্রটা আবার সাজিয়ে রাখল হোলস্টারে। একটু স্থির হয়ে দাঁড়াতেই টের পেল আফটার শক। ঘাম ছাড়ল শরীর। কেঁপে উঠল পা দুটো। ব্যাঙ্কের ফ্রন্টডোরে হেলান দিয়ে নিজেকে সামলাল নেভিল। চোখ বুজে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করল। পেট কামড়ে ধরছে অস্বস্তি। একবার মনে হলো অফিসে গিয়ে বসে, কিন্তু গেল না। পথের ওধারে সবাই কড়া চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কারও কারও চোখে ভয়ের ছোঁয়া। বহুদিন পরে আবারও প্রমাণ হয়েছে, প্রয়োজনে গুলি চালাতে ভয় পায় না নেভিল ক্রস। বব আর বরিসও আছে সে-দলে। তাকিয়ে আছে। ভয় পাচ্ছে কি না বোঝা মুশকিল। ডাক্তার গ্রে আর শেরিফ হান এর মধ্যেই ওর পক্ষ নিয়েছে। সবাই জানে। হয়তো সেটাও লিঞ্চ মবের সম্ভাবনা কমাতে কাজে লেগেছে।

অস্থির ভাবটা কাটিয়ে দিতেই যেন শোনা গেল স্টেজকোচের চাকা আর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। কেউ একজন চিৎকার দিল, 'এসেছে! এসেছে!!'

বাঁক ঘুরে রাস্তার উত্তরদিকে দৃশ্যমান হলো স্টেজকোচ। দুই চাকা একপাশে কাত হয়ে আবার ব্যালেন্স করল চার চাকায়। পেছনে ধুলোর ঝড়। পিছনদিকটা ঢেকে রেখেছে পুরোপুরি। পরিচিত দৃশ্য। কার্ট যখন নিয়মিত প্রাইনভিল থেকে কলাম্বিয়ায়

বইঘর.কম

স্টেজ চালাত, এভাবেই ধুলো উড়িয়ে ঢুকত ক্যাসকেড সিটিতে। ইদানীং রেলরোডের আগ্রাসনে রুট বদলাতে হয়েছে তাকে, আজ বহুদিন পর এল এই শহরে। খেটে খাওয়া মানুষ কার্ট ব্রিক। পুরনো স্টেজকোচটার মাথায় সওয়ার হয়ে দাপিয়ে বেড়ায় পথঘাট। কিন্তু রেলরোডের বিস্তারে ক্রমশ গুরুত্ব কমছে ওর পেশার। বয়সও বেড়েছে। হয়তো অবসর নিয়ে নেবে শীঘ্রি।

পশ্চিমের ফেলে আসা সময়ের নিদর্শন এই স্টেজকোচ ও তার চালক কার্ট ব্রিক। ঠিক যেমন খানিক আগে ঘটে যাওয়া গানফাইট। সময় বদলাচ্ছে, কয়েক বছর পর এসবের কোনোটাই হয়তো আর দেখা যাবে না। শান্ত, সভ্য হয়ে উঠবে ক্যাসকেড সিটি। কিন্তু আজ শহর অশান্ত। অধিবাসীদের চোখে খুনের নেশা, ফাঁসিতে ঝোলাতে চাইছে নেভিলকে। শেরিফ হানের বুকে সাঁটা ঝলমলে স্টারের চোখ রাঙানিতেও ইচ্ছেটা দূর হচ্ছে না ওদের।

কার্লোসের মৃত্যুতে সামান্য সময়ের জন্য থমকে গিয়েছিল জনতা। কিন্তু স্টেজকোচের আগমনে ফের সচল হয়ে উঠল। ফিরে এল গুঞ্জন, ব্যস্ততা। স্যালুনের সামনে দাঁড়ানো লোকজন দৌড়ে পথে নামল। দুই সারিতে ভাগ হয়ে দাঁড়াল পথের দু'পাশে। হ্যাট নাড়তে শুরু করল র‍্যামসনের নাম জপতে জপতে। ওদের মাঝ দিয়ে এগোল স্টেজ কোচ। ছ'টা ঘোড়া খুর দাপিয়ে পেছনের গাড়িটাকে টেনে এনেছে। সারির শেষ মাথায় গিয়ে থামল গাড়ি। ধুলোর ঝড় ঢেকে দিল পথের মানুষগুলোকে।

কার্ট ব্রিক স্মিত হাসি হাসল ওপরে বসেই। দাড়িগোঁফের জঙ্গলের মাঝে দেখা গেল সাদা দাঁত। টুপি খুলে সবার সামনে নাড়ল ও। গলা চড়িয়ে বলল, 'ওকে নিয়ে এসেছি, বন্ধুগণ। এবার ভালমত মেহমানদারি করো।'

এগিয়ে গিয়ে কোচের দরজা খুলল বব। নেতার মত অভ্যর্থনা জানাল অতিথিকে, 'ক্যাসকেড সিটিতে স্বাগতম। আজকের দিনটা

বইঘর.কম

এ-শহরের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আমাদের সৌভাগ্য, আপনি পদধূলি দিয়েছেন, মিস্টার র‍্যামসন। আমি বব। বব ম্যালে।'

'অবশেষে দেখা হলো আমাদের, মিস্টার ম্যালে,' নামতে নামতে বলল র‍্যামসন। মুখে অমায়িক হাসি। 'তবে ফিরতি পথে ওই পাগলটার গাড়িতে আর চড়ছি না, বাপু! প্রয়োজনে গরুর গাড়িতে যাব। বাপরে বাপ! ঝাঁকুনিতে শরীরটা তছনছ করে দিল!'

হাসিতে ফেটে পড়ল কার্ট। কোচটা কেঁপে উঠল ওর নড়াচড়ায়। দাঁত দেখিয়ে বলল, 'নিয়ে তো এলাম ঠিকঠাক, তাই না? দায়িত্ব-কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা শেষ! এবার আমার ছুটি।'

ওর দিকে কারও নজর নেই। সবাই ইতিমধ্যে ঘিরে ধরেছে র‍্যামসনকে। মেলাতে চাইছে হাত। বব, বরিস, বিন, এড... কেউ বাদ নেই। এমনকি লিভারি স্টেবলের ছেলেটাও এল হাত মেলাতে। ভিড়ের মাঝে টম রডকে দেখল না নেভিল। কোথায় ও? বুঝতে পারছে না।

আরেকজন অনুপস্থিত ভিড়ের মাঝে। বেল ফ্রিম্যান। ব্যাঙ্ক থেকে বেরোয়নি সে, অক্ষরে অক্ষরে মানছে নেভিলের নির্দেশ। উঁকিঝুঁকিও দিচ্ছে না বাইরে। হট্টগোল এড়িয়ে, একটু দূরে দাঁড়িয়েছে শেরিফ হান আর ডাক্তার গ্রে। পথ ছেড়ে দিয়েছে সবাইকে র‍্যামসনের কাছে যাবার জন্য।

দূর থেকে র‍্যামসনকে খুঁটিয়ে দেখল নেভিল। লোকটা মাঝবয়েসী। পাক ধরেছে চুল আর গোঁফে। খুব লম্বা নয়, নড়াচড়া করছে পাখির মত সাবলীলভাবে। গাঁট্টাগোট্টা, পেশিবহুল শরীর। লোকটা খাটো হলেও যথেষ্ট শক্তিশালী, বুঝল নেভিল। র‍্যামসনের চোখেমুখে শান্ত ভাব। মনে কী ভাবছে, বোঝা দায়।

বইঘর.কম

লোকটাকে কিছু বললে মন দিয়ে শুনবে হয়তো, আশাবাদী হলো ও।

হাত মেলানো শেষ হলো একসময়, অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল পথে। এরপর কী করবে কেউ যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। সুযোগটা কাজে লাগাল শেরিফ আর ডাক্তার, দু'জনে এগিয়ে গেল আলাপ করতে। ডাক্তারের কথা শুনে সম্মতিতে মাথা নাড়ল র‍্যামসন।

'অবশ্যই, অবশ্যই,' বলল র‍্যামসন। 'ব্যাঙ্কারের সঙ্গে তো দেখা করতেই হবে। ও এখানে না এলে অফিসে গিয়ে দেখা করব।'

'না, না,' বাধা দিল লি ফ্রেট। 'ওর সঙ্গে কথা বলে কাজ নেই, মিস্টার র‍্যামসন। বাজে লোক একটা।'

গলা মেলাল হ্যালো ভনও। 'ফালতু মানুষ। ওর কাছে না গেলেও চলবে। তারচেয়ে বরং আমার স্যালুনে চলুন। আরামে বসে গলা ভেজান।'

সবাই মিলে পা বাড়াল হ্যালো'স স্যালুনের দিকে, উৎসব করতে চাইছে। কিন্তু র‍্যামসন নড়ল না। ভুরু তুলল বব, চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি। বরিসের কোনও হেল-দোল নেই। নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হলো নেভিল। কীভাবে এত সহজ থাকে লোকটা? প্ল্যান ভেস্তে গেলে ওরও তো ক্ষতি হবে! নাকি?

ভাবনাটা দূরে সরিয়ে, র‍্যামসনের দিকে এগিয়ে গেল নেভিল। হাত বাড়াল, 'আমি নেভিল ক্রস, ব্যাঙ্কার। কিছু কথা ছিল আপনার সঙ্গে। চলুন ব্যাঙ্কে বসি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলাটা ঠিক ভাল দেখায় না।'

'না,' এবারে বাধা দিল বব। 'মিস্টার র‍্যামসন লম্বা একটা জার্নি করে এসেছেন। ওঁর বিশ্রাম প্রয়োজন... খাওয়া-দাওয়া প্রয়োজন।'

বইঘর.কম

'আরে না না, অত কাহিল হইনি,' সামান্য হাসল র‍্যামসন। 'মি. ক্রসের সঙ্গে কথা বললে কোনও সমস্যা হবে নাকি, মি. ম্যালে?'

'ওদের তো সবই সমস্যা,' চোয়াল শক্ত করল নেভিল। র‍্যামসনের কথা শুনে পছন্দ হয়েছে ওর। চোখে চোখ রেখে ভরসা পাচ্ছে কিছুটা। 'আসলে ওদের প্রজেক্টে আমার মত নেই। শেরিফ আর ডাক্তারও একই কথা বলবে। তাই বলছিলাম কী, প্রজেক্টে টাকা ঢালার আগে আমাদের আপত্তিটুকু অন্তত জেনে নিন। তাতে সুবিধেই হবে। সব দিক বিবেচনায় রাখতে পারবেন।'

স্যালুনের দিকে যেতে থাকা লোকগুলো এতক্ষণে খেয়াল করল, র‍্যামসন ওদের সঙ্গে নেই। লি ফ্রেটের নেতৃত্বে পেছন ফিরল ওরা। শেরিফ ওদের পথ রুখল। থেমে গেল দলটা। ডাক্তার গ্রেও ঠেলে সরিয়ে দিল হ্যালো ভনকে।

সবাইকে অবাক করে বরিস বলল, 'ওকে কথা বলতে দাও। মরিয়া হয়ে গেছে ক্রস। ওর হাতে একগাছি দড়ি দিলে দেখা যাবে নিজেই ঝুলে পড়েছে ফাঁসে। যা ছটফট করছে!'

'দড়ি তো দেবই। শালা ধড়িবাজ!' নেভিলের দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় এক দলা থুথু মাটিতে ফেলল লি ফ্রেট।

অনেকগুলো খ্যাপা কণ্ঠ একত্রে তালগোল পাকিয়ে গুঞ্জন সৃষ্টি করেছে র‍্যামসনের পিছে। তাতে কান না দিয়ে র‍্যামসন বলল, 'ঘটনা গুরুতর মনে হচ্ছে। ক্রস, তুমি কি কেবল একজন ব্যাঙ্কার হিসাবে এই প্রজেক্টের বিরোধিতা করছ?'

'আরও অনেক কারণ আছে,' ববের দিকে তাকিয়ে বলল নেভিল। 'আপনি কি যাবেন ব্যাঙ্কে?'

লাল হয়ে উঠেছে ববের চোখ-মুখ। মনে হচ্ছে এখুনি কান দিয়ে ধোঁয়া বেরুবে। 'এসব কথা পরেও বলা যাবে, নেভিল। মানুষটা মাত্র এসেছে, এখুনি তোমার সঙ্গে কথা বলার কোনও

বইঘর.কম

তাড়া নেই।'

'বেশ,' বলল র‍্যামসন। 'গলাটা একটু ভিজিয়ে আসি। তারপর ব্যাঙ্কে আসব। কথা দিচ্ছি।'

'না, যা বলার এখুনি বলব।' ঘাড় উঁচু করল নেভিল। কঠোর গলায় বলল, 'প্রথমে, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। শহরের জন্য কেউ ইনভেস্ট করতে এলে সেটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। দেশও লাভবান হবে নিঃসন্দেহে। এ-শহরের প্রত্যেকেই ভাল মানুষ। সৎ, কর্মঠ। এদের সাহায্য করে আপনি ঠকবেন না। কিন্তু আমি ববের আগে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। শুধু এটুকুই প্রার্থনা।'

'এখন হবে না,' ফের বাধা দিল বব। 'মিস্টার র‍্যামসন, আমার মনে হয় এখানে আর সময় নষ্ট না করলেই ভাল। বরং চলুন, আমরা...'

'ভাল ঝামেলা তো! এমন বিচ্ছিরি অবস্থায় জন্মেও পড়িনি, বাপু!' নাক কুঁচকে ফেলল ইনভেস্টর। 'বব, গত ছয় মাস তোমার সঙ্গে যথেষ্ট চিঠি চালাচালি হয়েছে। মাত্র কয়েকটা মিনিট ওর সঙ্গে কথা বললে কী ক্ষতিটা হবে শুনি?'

'অনেক ক্ষতি হবে,' গোঁয়ারের মত বলল বব। 'আমি স্থানীয়দের কথা দিয়েছি, আপনি ইনভেস্ট করলে কাল সকাল থেকেই প্রজেক্টের কাজ শুরু করব। আর ওই নেভিল শুরু থেকে ঝামেলা পাকাচ্ছে। কাজে দেরি করাচ্ছে। শুধু শুধু মানুষের ক্ষতি করতে চাইছে।'

'কোনও ক্ষতি করতে চাইছি না,' রাগী গলায় বলল নেভিল। 'মিস্টার র‍্যামসন, এই মুহূর্তে একটা সার্ভে টিম বব আর বরিসের প্রজেক্ট এরিয়া জরিপ করছে। দু-একদিনের মধ্যেই রিপোর্ট হাতে পাব আমরা। আপনি শুধু রিপোর্ট পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই চলবে। তারপর যদি প্রজেক্টে টাকা ঢালতে চান, আমার কোনও

বইঘর.কম

আপত্তি নেই।'

'কী বললে!' চিৎকার করল বব। রাগে ছটফট করছে সে। 'মাসের পর মাস আমরা প্রজেক্টটা খতিয়ে দেখেছি। মিস্টার র‍্যামসনের, আমরা অনেক ধৈর্য ধরেছি আপনার ইনভেস্টমেন্টের জন্য। এভাবে বার বার বাধা দেয়া হলে তো কাজই...'

'এত তাড়াহুড়ো কীসের?' বিরক্তির সঙ্গে বলল র‍্যামসন। 'শোনো, আমি কোনও ঝঞ্ঝাটের মধ্যে নেই। এত টাকার মামলা, ঝুঁকি নেয়া চলবে না। ক্রস, সার্ভেটা কাকে দিয়ে করাচ্ছ?'

'আচামার,' জানাল নেভিল। 'প্রাইনভিলের কোম্পানি। সবাই চেনে ওদের।' এরপর সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের জন্যও সুখবর আছে। যদি আচামারের রিপোর্ট ববদের পক্ষে যায়, তা হলে তোমরাও লোন পাবে। যে যত চাও, তত পাবে। মিস্টার র‍্যামসনের টাকা ছাড়াও বাড়তি অনেক টাকা লাগবে এই প্রজেক্টে। ব্যাঙ্কের সাহায্য ছাড়া সেটা অসম্ভব। এ ধরনের প্রজেক্টে প্রাথমিক হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি টাকা লেগে যায় শেষ পর্যন্ত। অভিজ্ঞতা অন্তত তা-ই বলে। তোমরাও জানো আশা করি।'

'আবার ধোঁকা দিচ্ছ,' মুখ ভার করল ফ্রেট। 'সময়কালে ঠিক কলা দেখাবে, জানি।'

'বিশ্বাস না হলে এখুনি ব্যাঙ্কে চলো। কাগজে-কলমে লিখে দিচ্ছি।'

'না, সেসব করতে হবে না,' তড়িঘড়ি করে বলল র‍্যামসন। 'ক্লান্ত লাগছে। ক্রস, মুখে দুটো দানা না দিলে চলছে না। খাওয়া-দাওয়া করে আসি, তারপর নাহয় তোমার সঙ্গে দেখা করব। ঠিক আছে?'

লি ফ্রেটের দিকে ফিরল নেভিল, চোখে জিজ্ঞাসা। 'কি, তোমার আপত্তি নেই তো?'

'নাহ, আপাতত নেই। তোমার কথা মেনে নিলাম... মিস্টার

বইঘর.কম

র‍্যামসন যখন বলেছেন!' মুখ গোমড়া করল লোকটা।

ডাক্তার গ্রে র‍্যামসনের কাছে ঘেঁষল। 'ড্রিঙ্ক শেষে আমার বাড়িতে খেতে হবে। ভুলেও অন্য কোথাও যেয়ো না।'

'সানন্দে!' হাসিমুখে বলল র‍্যামসন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ববের দিকে ফিরল। 'আমার সুটকেসটা ভেতরে নিয়ে এসো,' বলল ওকে।

নেভিল চোখ রাখল ববের মুখে। কালো মেঘের মত হয়ে আছে চেহারা। কটমট করে পারলে চিবিয়ে খায় নেভিলের মাথা। দ্রুত নিজেকে সামলে নিল বব ম্যালে। চোখ ঘুরিয়ে হাঁটতে লাগল স্টেজকোচের দিকে। তুলে নিল সুটকেসটা।

এবার বরিসকে দেখল নেভিল। লোকটার চোখে ছিটেফোঁটাও উদ্বেগ নেই। ঘোলাটে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নেভিলের দিকে। অনেকক্ষণ। ভাবটা এমন, যেন গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, কিছু একটা ঘটবে এই আশায়। নেভিল বুঝল, টাকা নয়, অন্য কিছু চায় লোকটা। কিন্তু কী? ভেবে পেল না।

ব্যাঙ্কের পথে চলল নেভিল। শেরিফ হান প্রায় উড়ে এল পেছন থেকে। 'দারুণ দেখালে, বাপু! পুরো ডিলটা রুখে দিলে। ঝামা ঘষে দিয়েছ বদগুলোর মুখে। ববের অবস্থা দেখার মত হয়েছিল।' আনন্দে ঠোঁটদুটো ছড়িয়ে গেছে হান শেফারের। 'সার্ভে কন্ট্রাক্টটা আচামারকে দিয়ে ভাল করেছ। ওদের রিপোর্ট কেউ ফেলতে পারবে না।'

'আসলে রিপোর্ট হাতে আসার আগে কাউকে কিছু বলতে চাচ্ছিলাম না।' শেরিফকে আগেভাগে কথাটা জানায়নি দেখে বিব্রত হলো নেভিল। 'র‍্যামসন এসে পড়ায় বলতে হলো। অন্য কোনও উপায় ছিল না।'

'ঠিকই আছে। এখানে দেয়ালেরও কান আছে। আগে জেনে ফেললে বব আর বরিস কী করত বলা মুশকিল। তবে রিপোর্ট

বইঘর.কম

যদি আশানুরূপ হয়, ওদের কফিনে শেষ পেরেকটা ঢুকে যাবে। সমস্ত ষড়যন্ত্র মিশে যাবে ধুলোয়। মরিয়া হয়ে আজ রাতেই পালাতে পারে বদ দুটো। আমি ওঁৎ পাতব। সুযোগ পেলেই ঘাড় ধরে চালান করব হাজতে।'

'সাহায্য লাগলে খবর দিয়ো,' বলল নেভিল।

ছোট্ট হাসি দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল হান শেফার।

রাস্তায় আবার নেমে এসেছে নীরবতা। স্যালুনে ঢুকে পড়েছে সবাই, মেতে উঠেছে আমোদে। উল্লাসধ্বনি ভেসে আসছে থেকে থেকে। ওদিকে মনোযোগ নেই নেভিলের। মনে পড়ছে লরা আর পেনির কথা। অনেকক্ষণ হয়েছে ওদেরকে একা রেখে এসেছে। বিপদের ভয় অবশ্য নেই। বব আর বরিস, দু'জনেই শহরে। মারা পড়েছে কার্লোস। ওদের ক্ষতি করবার মত আর কেউ নেই। তারপরেও নিশ্চিন্তে থাকতে পারছে না। নিজ চোখে দেখতে হবে স্ত্রী-সন্তানকে।

দেরি না করে বাড়ির পথে ছুটল নেভিল।

ষোলো

বাড়ি পৌঁছে সদর দরজা বন্ধ অবস্থায় পেল নেভিল। চাবির জন্য পকেট হাতড়াল, কিন্তু পেল না। যাবার সময় ভুলে বাড়িতেই ফেলে গেছে। তাড়াতাড়ি ঘণ্টা বাজাল, কিন্তু এল না কেউ। অস্থির হয়ে আবারও বাজাল ঘণ্টা। পরক্ষণে মনে পড়ল, ও-ই মানা

বইঘর.কম

করেছে লরাকে—ঘণ্টা বাজলেই যেন অস্থির না হয় দরজা খুলবার জন্য; যেন নিশ্চিত হয়ে নেয় আগন্তুকের পরিচয়। লরা ওর নির্দেশই অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে।

'দরজা খোলো, লরা। আমি নেভিল,' গলা চড়িয়ে বলল ও।

কয়েক মুহূর্ত পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। দরজা খুলে দিল লরা।

'সব ঠিক আছে তো?' জিজ্ঞেস করল নেভিল।

'হ্যাঁ,' বলল লরা। 'তুমি?' উদ্বেগ প্রকাশ পেল কণ্ঠে।

'ঠিকই আছি... এখন পর্যন্ত,' জানাল নেভিল।

বাবার সাড়া পেয়ে ছুটে এল পেনি।

'বাবা, বাবা!'

ওকে কোলে তুলে নিল নেভিল, চেপে ধরল বুকের সঙ্গে। একটু জোরেই চেপে ধরেছে... ছটফট করে পেনি বলল, 'ব্যথা পাচ্ছি, বাবা! ছাড়ো না!'

'ওহ! সরি, সরি!' ওকে ছেড়ে দিল নেভিল। নিচে নামাল সাবধানে।

যেভাবে এসেছিল সেভাবেই দৌড়ে পালাল পেনি, যেন গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ ফেলে এসেছে। সবসময় ছুটোছুটির ওপর থাকে মেয়েটা। হাঁটে না, দৌড়ায়। গলার জোরও ভাল, রেগে গেলে চেঁচিয়ে মাথায় তোলে পুরো বাড়ি। কিন্তু... কেউ ওকে ধরতে এলে কি পারবে দৌড়ে পালাতে? চিৎকার দিতে পারবে উঁচু গলায়? ভাবতে ভাবতেই লরার দিকে তাকাল নেভিল। কাঁদো কাঁদো ভাব স্ত্রীর দু'চোখে। যে ভয়টা ও পাচ্ছে, সেটাই হয়তো লরাকেও ভাবাচ্ছে। দু'জনের ভাবনায় খুব বেশি ভিন্নতা নেই।

ড্রইং রুমে ঢুকল নেভিল। নিজের ওপর রাগ হলো খুব। এত দুর্বল হলে চলে? আরও সাহসী হওয়া দরকার ওর, ভাবল মনে মনে। কিন্তু... কীভাবে? একের পর এক বিপদের মুখে শান্তিতে

বইঘর.কম

শ্বাস নেয়াও কষ্টকর হয়ে উঠেছে। আর ওর দুর্বলতার প্রভাব পড়ছে পরিবারের ওপর। অথচ ছোটবেলা থেকেই একটু চাপা স্বভাবের মানুষ ও। মাঝেমধ্যে ভাবে, লরার সঙ্গে আরেকটু মিষ্টি করে কথা বলবে, ওকে আরও সময় দেবে। কিন্তু পারে না। জোর করে নরম হতে চাইলে, সেটা যান্ত্রিক দেখায়। লরা বুঝে ফেলে বাড়তি চেষ্টাটুকু। হিতে বিপরীত হয় ওতে।

ওপরতলায় চলে গেল পেনি। ওকে থামাল না নেভিল। খেলুক নিজের মত। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল। আসলে চেষ্টা করছে লরার কাছ থেকে মুখ লুকাতে। কার্লোসকে হত্যা করার পর থেকেই কেমন যেন খাঁ খাঁ করছে বুকটা। পেট গুলাচ্ছে। লরাকে সেটা বুঝতে দেয়া যায় না।

তবে আশার কথা একটাই—ঝামেলা কেটে যাবে শীঘ্রি। বব আর বরিসের মুখোশ খুলতে বসেছে, আজ রাতেই নির্ঘাত পালাবার চেষ্টা করবে ওরা, শেরিফও তখন হাতেনাতে গ্রেফতার করবে ওদেরকে। শহরবাসীর ভুল ভাঙবে। ক্ষমা চাইবে নেভিলের কাছে এসে। ততক্ষণ কোথাও নড়বে না ও। বাড়িতে থেকে রক্ষা করবে লরা আর পেনিকে।

'নেভিল,' ডাকল লরা।

ওর দিকে ফিরল নেভিল। ঘরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছে লরা। চোখ ভেজা।

'কী হয়েছে?' তড়িঘড়ি করে জানতে চাইল ও।

'সবই তো জানো। জানো না?' কাঁপা গলায় বলল লরা। গাল ভিজে গেছে কান্নায়।

এগিয়ে এসে নেভিলকে জড়িয়ে ধরল লরা। নেভিল ওর চুলে হাত বুলিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'না। জানি না। তবে দুশ্চিন্তায় পাগল হয়েছি অনেক আগেই। কী বলবে, সোজাসুজি বলো।'

রাগী ভঙ্গিতে এক পা পিছিয়ে গেল লরা। 'চিন্তা কেবল

বইঘর.কম

তোমার একারই হয়, তাই না? গুলির শব্দ শুনেছি আমি। ভেবেছি, বব আর বরিস মিলে তোমাকে খুন করার চেষ্টা করছে। হ্যালো, এড, বিন, ওরাও...'

'ফালতু চিন্তা না করলে হয় না?' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল নেভিল। পরমুহূর্তে সামলাল নিজেকে। লরার ওপর রাগ ঝাড়া অর্থহীন। ওর হাত দুটো তুলে নিল হাতে। 'দুঃখিত, আসলে মাথার ঠিক নেই। কী বলতে কী বলি, নিজেই জানি না। তবে, ঘটনাটা যেমন ভাবছ তেমন না। হ্যালো, এড, ওরা কিছুই করেনি। কার্লোস ছিল ওখানে। হয়তো বরিসের হুকুমেই কাজ করেছে লোকটা। নিশ্চিত হবার উপায় নেই। ও চেষ্টা করেছিল ঝামেলা লাগাতে। পারেনি। তার আগেই হিসাব চুকিয়ে দিয়েছি।'

লরার মুখের ভাব বদলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আতঙ্ক ভর করল সেখানে। 'ঝামেলা মানে? খুন করতে চেয়েছিল তোমাকে?'

'হুম। স্টেজকোচের অপেক্ষায় ব্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। ও এসে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে চাইল। সেটা গানফাইটে গড়িয়েছে।'

'শেরিফ কোথায় ছিল?'

'ওখানেই।'

'থামাতে পারল না?'

লরা ভাল করেই জানে এমন পরিস্থিতিতে শেরিফের খুব বেশি কিছু করার থাকে না। চিন্তা আর রাগে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। নেভিল শুধু সংক্ষেপে জানাল, 'ও নাক গলায়নি।'

বিরক্তিতে ঠোঁট বাঁকাল লরা, 'তোমরা পুরুষরা সব এক! মাথামোটা!' ঘুরে কিচেনের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

'খাবার তৈরি?'

'না, এখনও হয়নি,' না তাকিয়েই জবাব দিল লরা। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল দৃষ্টিসীমা থেকে।

বইঘর.কম

চেয়ারে বসে পড়ল নেভিল। কেন যেন অস্বস্তি লাগছে। লরা আর পেনির ওপর এখন পর্যন্ত হামলা হয়নি কোনও, তাও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। মনে হচ্ছে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে বিপদ। সিগারেট ধরাল ও। ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ল বাতাসে। পা ছড়িয়ে আরাম দিতে চাইল শরীরকে। উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে পেশিগুলো। সামান্য সুখ পেয়ে শরীর ছেড়ে দিল।

সিঁড়ি দিয়ে এলোপাথাড়ি নেমে এল পেনি। ঘুরতে ঘুরতে গেল রান্নাঘরের দিকে। সিগারেট শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। গোড়াটা ফেলে আরও একটা ধরাল নেভিল। অস্থিরতা যেতে চাইছে না! দিনের বাকিটা ঘরেই কাটিয়ে দিতে পারলে ভাল হতো। সেটা কি আদৌ সম্ভব? বব আর বরিস দিনের আলোতে কিছু করার সাহস পাবে না হয়তো। কিন্তু, রাত হলেই তৎপর হবে ওরা। যদি হুমকির চিঠিগুলো সব কার্লোসের কীর্তি হয়ে থাকে, তা হলে চিন্তার কিছু নেই। তবে যদি ওগুলোর পেছনে অন্য কেউ থাকে, তা হলে এখনও ভয় আছে।

পেনির সরু গলার জোরালো আবেদন ভেসে এল। মায়ের কাছে বাইরে যাবার জন্য আবদার করছে। লরা খুব কঠোরভাবে বাধা দিচ্ছে। বায়না করতে মানা করছে। বলছে, ঘরেই থাকতে। ঝামেলাটা কেবল নেভিলের কাজেই বাধা দিচ্ছে না। বরং বাড়ির সবাইকেই কম-বেশি বেঁধে ফেলেছে। এতদিনে ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝল নেভিল। ওরা কেউ ভাল নেই। যে-যার স্থানে অসুখী।

সিগারেটের গোড়াটা ফায়ারপ্লেসে ছুঁড়ে কিচেনে গেল নেভিল। একটা চেয়ারে গোমড়া মুখ করে বসে আছে পেনি। পা দিয়ে লাথি দিচ্ছে মেঝেতে। নেভিল বলল, 'আমার পরীটার মুখ গোমড়া কেন, রে? কী হয়েছে?'

ভেঙচি দিল পেনি। রেগেমেগে স্টোররুম থেকে ছড়ি নিয়ে এল লরা। শাসাল মেয়েকে, 'দেখো। আমি চাই না এটা কাজে

বইঘর.কম

লাগুক। বহুদিন কোনও শাস্তি দিইনি। তবে যা বুঝছি, এবারে দিতে হবে...'

www.boighar.com

'আরে! দাঁড়াও দাঁড়াও!' হাত বাড়িয়ে বাধা দিল নেভিল। ওদের মাঝামাঝি চলে এল। 'পেনি, তুমি ঘরে যাও তো। আর শোনো, মন ভাল হবার আগে নামবে না।' চোখ টিপ দিল মেয়েকে। 'ঠিক মায়ের মত সুন্দর মুখ করে নিচে নামবে। মিষ্টি, হাসিখুশি।'

কথা না বাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল পেনি। ভদ্র মেয়ের মত হেঁটে চলল। দেখে মনে হয় শহরে ওর চেয়ে শান্ত আর একজনও নেই। নেভিল আর লরা তাকিয়ে রইল ও চলে যাওয়া পর্যন্ত। মেয়ের পায়ের শব্দ সিঁড়িতে পৌঁছতেই লরা ভুরু বাঁকা করল, 'মায়ের মত সুন্দর! মিষ্টি! বাহ! মেয়েকে ভাল ট্রেনিং দিচ্ছ, নেভিল ক্রস!'

হাসল নেভিল। সারাদিনের টানটান দুশ্চিন্তাটা নিমিষেই গায়েব হয়ে গেল। লরাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেল ও। 'কী বলব তা হলে? পৃথিবীর সেরা সুন্দরীর মত হতে বলা তো দোষের কিছু না! আচ্ছা খাবার হতে আর কতক্ষণ লাগবে? পেট চোঁ চোঁ করছে খিদেয়!'

লরাও হাসল। ঘর কাঁপিয়ে হাসা নয়, বরং ধীর-স্থির হাসি। 'প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ, জনাব। খাবার তৈরি হচ্ছে। তুমি তো সকালেও নাশতা করোনি। ইশ্! বড্ড খিদে পেয়েছে, বুঝেছি। একটু সবুর করো।' হাতের ছড়িটা রাখতে স্টোররুমে গেল লরা। ফিরে এসে বলল, 'সকাল থেকে যা যা হয়েছে সব বলতে হবে। একটা কথাও যদি বাদ গেছে, তা হলে খবর আছে! খাবার জুটবে না,' শাসিয়ে দিল। 'আমাকে পেনির মত বাচ্চা মেয়ে বানিয়ে রাখতে চাইলে মানব না, হুঁ! আমি তোমার স্ত্রী। কথাটা মনে থাকে যেন।'

লরাকে সব খুলে বলল নেভিল। কেবল কেসি ম্যালের

বইঘর.কম

অংশটুকু বাদ দিল সযত্নে। স্যালুনে ওর আর কেসির নামে যা যা রটিয়েছে কার্লোস, সেসবও চেপে গেল। হয়তো একদিন সবটা জানতে পারবে লরা। কিন্তু, তখন আজকের ঝামেলাগুলো থাকবে না। পরিস্থিতি সামলানো অনেক সহজ হবে।

কথা শেষ হতেই লরা বলল, 'তার মানে, চিঠিগুলো কে পাঠিয়েছে এখনও নিশ্চিত না? গতকাল কে গুলি করেছিল সেটাও অজানা। তা হলে, নিক বেরির বেঁচে থাকার সম্ভাবনাটা এখনও উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না।'

'তা যাচ্ছে না। তবে, গতকাল গুলিটা সম্ভবত কার্লোসই করেছিল। আমাকে এখান থেকে তাড়ানোর জন্য। যাক গে, হান শেফার রাতে অভিযান চালাবে। দেখা যাক কী হয়।'

স্টোভের ওপর দিয়ে নেভিলের চোখে চোখ রাখল লরা। 'সত্যিই সব ঝামেলা মিটেছে?'

'মিটে যাবে। বব আর বরিস শহর থেকে ভাগতে গেলেই ঝামেলা মিটে যাবে। যা বুঝছি, তাতে ওরা খুব শীঘ্রি সিন্দুক খালি করে চম্পট দেবে।'

একমত হতে পারল না লরা। 'আমার তা মনে হয় না,' মুখ বেজার করে বলল ও। 'আমরা এখনও জানি না চিঠিগুলো কার লেখা, কেন লেখা। আর এই দুটো বিষয় পরিষ্কার না হলে কখনওই শান্তিতে শ্বাস নেয়া যাবে না।'

ক্ষণিকের শান্তিটুকু আবার গায়েব হলো। উঠে দাঁড়াল নেভিল, চলল ড্রইং রুমে। লরার কথাই ঠিক। সকালে বরিসের ভাবভঙ্গি বিশেষ ভাল ঠেকেনি। হঠাৎ মনে পড়ে গেল—লোকটাকে খুনি বলেছে কেসি ম্যালে। নেভিলের তো এমনিতেই ওকে আধপাগল মনে হয়। সত্যিই! সব ঝামেলা মেটেনি। বব আর বরিস জেলে ঢোকার আগে পর্যন্ত কিচ্ছু ঠিক হবে না।

ডোরবেলের আওয়াজ শুনে চমকে উঠল নেভিল। হেঁটে

বইঘর.কম

হলঘর পেরিয়ে দরজার কাছে গেল। হাতে পিস্তল নিয়ে দরজা খুলল। অবাক হলো ওপাশে বেল ফ্রিম্যানকে দেখে। ব্যাঙ্ক বন্ধ হতে এখনও দু'ঘণ্টা বাকি। এই অসময়ে কাজে ফাঁকি দিয়ে বাইরে যাবার লোক নয় ফ্রিম্যান। নিশ্চয়ই কোনও ঝামেলা হয়েছে। কী সেটা? ভেবে পেল না নেভিল।

'ভেতরে এসো,' বলল ও। 'এই অসময়ে যে?'

ভেতরে ঢুকে পড়ল ফ্রিম্যান। চোখে-মুখে ভয়। 'ব্যাঙ্কে তালা মেরে এসেছি। নোটিশ ঝুলিয়েছি, আগামীকাল সকাল পর্যন্ত ব্যাঙ্ক বন্ধ। আচ্ছা, তোমার কাছে বাড়তি কোনও অস্ত্র আছে? আমাকে একটা দেয়া যাবে?'

বিস্মিত হলো নেভিল। 'অস্ত্র দিয়ে কী করবে? কোনও দিন চালিয়েছ, শুনিনি তো!'

'না, চালাইনি বটে, কিন্তু চেষ্টা করতে দোষ কী? বাইরের যা অবস্থা, তাতে ব্যাঙ্কে বসে থাকতে ভয় হচ্ছিল। তা ছাড়া নিক বেরির বাবা আর ভাই কুকুরের মত মরেছিল আট বছর আগে, ওই ব্যাঙ্কেই! ও আশপাশে থাকলে ঠিক ওখানে হাজির হবে। আমার বড্ড ভয় করছে।' ঢোক গিলল ফ্রিম্যান। 'বেশি কথা বাড়িয়ো না। ব্যাঙ্ক খোলা থাকলে এড, বিন, ওরা হানা দিতে পারত। তেমন হলে ঝামেলা বাড়ত। চাপাচাপি করে লোন নিয়ে ফেললে আবার অন্য বিপদ হতো। এখন আর সেসব ঝামেলা নেই। কানাঘুষো শুনলাম, বব আচামারের রিপোর্টের তোয়াক্কা করছে না।'

ওকে ড্রইং রুমে নিয়ে গেল নেভিল। 'অস্ত্র পেলে সুবিধে হবে ভাবছ?'

'কিছুটা তো বটেই,' বলল ফ্রিম্যান। 'একা আর বোকা সমান, বুঝলে! আচ্ছা লরা তো অস্ত্র চালাতে জানে, তাই না?'

'নিশানা ভালই ওর,' গর্বের সঙ্গে জানাল নেভিল। লোহার

বইঘর.কম

শিক দিয়ে উস্কে দিল ফায়ার-প্লেসের আগুন। ঠকঠক করে কাঁপছে ফ্রিম্যান। ভয়ে জড়সড়। হঠাৎ এতটা ঘাবড়ে গেল কেন, বুঝল না নেভিল। 'বেল, ঠিক কী হয়েছে, বলো তো?'

'হয়তো কিছুই হয়নি! আবার হতেও পারে,' বলে চলল ফ্রিম্যান। 'আসলে, র‍্যামসনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে শেরিফ আর ডাক্তারের। লোকটা নাকি ববকে বলেছে, রিপোর্টটা হাত পাবার আগে কোনও সিদ্ধান্ত নেবে না। ইনভেস্টও করবে না।' আবার ঢোক গিলল ফ্রিম্যান। 'ওদিকে পাগল হয়ে গেছে বব। সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে তোমার জন্য ছাই পড়েছে প্রজেক্টে। সব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। ওরা ফাঁসিতে ঝোলাতে চায় তোমাকে! সব দোষ তোমার ঘাড়ে পড়েছে। ঘৃণা আর ধিক্কার দিচ্ছে সবাই। বলছে, তুমি ওদের পাকা ধানে মই দিয়েছ। সব করেছ নিজের ভালর জন্য।'

'এত মরিয়া হয়ে উঠেছে? এখানেও চলে আসতে পারে?'

'এলে অবাক হব না। তাই আগেই চলে এলাম, যাতে লড়াইয়ে হাত লাগাতে পারি।'

একটু ভাবল নেভিল। ফ্রিম্যানের আশঙ্কাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। র‍্যামসনের সিদ্ধান্ত এক অর্থে কাজে লাগছে। কিন্তু অন্যদিকে ঝামেলাও বাড়িয়েছে। স্যালুনে বসে সরাসরি এসব কথা বলে একত্রে সবাইকে খেপিয়ে তুলতে পেরেছে বব। বুড়ো আঙুল দিয়ে কপাল ঘষল নেভিল, সমস্যাগুলো পিছুই ছাড়ছে না! বার বার জঙ্গলের মত ঘিরে ধরছে চারপাশ থেকে।

'ওপরে অফিসঘরে একটা থার্টি-এইট ক্যালিবার হ্যাণ্ডগান আছে,' জানাল নেভিল। 'এছাড়া টুয়েন্টি-টু ক্যালিবার পিস্তল আছে স্টোররুমে। উঁচু তাকে রাখা আছে, পেনির নাগালের বাইরে। ওরা লড়তে এলে, ছাড় পাবে না। এমনি এমনি ফাঁসিতে ঝুলছি না, বুঝলে, বেল? বিনা যুদ্ধে পরাজয় নয়।' দুর্বল হাসি

বইঘর.কম

হাসল ও।

'বেশ, বেশ।' হাসিটা ফিরিয়ে দিল ফ্রিম্যান। কাঁপাকাঁপি থামেনি এখনও।

লরা এসে অতিথিকে আবিষ্কার করল বসার ঘরে। 'হ্যালো, বেল!' স্বাগত জানাল। 'কখন এলে? খাবার তৈরি কিন্তু, না খেয়ে যাওয়া চলবে না। টেবিলে এসো।'

'একদম খিদে নেই,' আপত্তি জানাল ফ্রিম্যান। 'এক কাপ কফি হলেই চলবে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। লজ্জা না করলেও পারতে, যথেষ্ট রান্না আছে।' গলা চড়িয়ে পেনিকে ডাকল লরা। ওপর থেকে ধীরে ধীরে নেমে এল মেয়েটা। চোখে-মুখে রাগ।

'খাবে কিছু?' প্রশ্ন করল লরা।

'না,' আপত্তি জানাল পেনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিম্যানকে দেখল ও। খুশি হয়ে ছুটল ওদিকে। 'বেল, বেল, জানো, ওরা না... ওরা না আমাকে বাইরে খেলতে দিচ্ছে না। তুমি বলে দাও তো, বাইরে একদম ঠাণ্ডা নেই।'

পেনিকে কোলে তুলে ডাইনিং রুমে চলল ফ্রিম্যান। 'উঁহুঁ! বাইরে অনেক ঠাণ্ডা। মাত্রই এলাম। দেখো, আমার দাঁত ঠকঠক করছে।' মাড়ির কাঁপুনি বাড়িয়ে দিল ও। 'দেখেছ?'

খিলখিলিয়ে উঠল পেনি। 'দূর! তুমি মজা করছ।'

'না, না! সত্যি! অনেক ঠাণ্ডা। শীতে হাড়-মাংস জমে গেছে।'

টেবিলের কাছে ওকে নামিয়ে দিতেই একটা চেয়ার টেনে বসল পেনি। 'ঠিক আছে, খাব,' জানাল গোমড়া মুখে। 'বেশি দিয়ো না, একদম খিদে নেই।'

'আচ্ছা, কম করেই দিচ্ছি। তাও খেয়ে উদ্ধার করো আমাকে,' মরিয়া হয়ে বলল লরা। এর মধ্যেই চলে এসেছে ডাইনিঙে।

বইঘর.কম

খাবার সময় পটপট করে কথার খই ভেজে চলল পেনি। সবাই চুপচাপ শুনল সেসব। খেয়ে চলল কোনোমতে। খাওয়া শেষ হতেই বেজে উঠল ডোরবেল। আবার কেউ এসেছে! ভয়ে জমে গেল ফ্রিম্যান। নেভিলের চোখে চোখ রাখল। সতর্ক ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল নেভিল।

'আমি দেখছি,' বলল ও। ডাইনিং থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুতই। ফ্রিম্যানের ভয়ের কারণটা বাকিরা ধরে ফেলেছে, ভেবে ভয় পেল নিজেও।

সিক্সশুটার হাতেই দরজা খুলল নেভিল। ইদানীং অস্ত্র বাগিয়ে দরজা খোলাটা অভ্যাসে বদলে গেছে। সেজন্য খুব বেশি দোষ দেয়া যায় না ওকে। পরিস্থিতি বাধ্য করছে। অসতর্ক হলেই মুহূর্তে ছোবল মারবে মৃত্যু। জীবনটা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে পৃথিবী থেকে।

দরজার ওপাশে দেখা গেল হান শেফারকে। সঙ্গে ডাক্তার গ্রে। খানিক দূরে কালো গেল্ডিঙের পিঠে সওয়ার হয়েছে বুড়ো। বুটে গোঁজা উইনচেস্টার। শেরিফের ঘোড়াটারও লাগাম ধরে রেখেছে ডাক্তার। সেটা এখন গেল্ডিঙটার পাশে শান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছে।

অস্ত্রটা হোলস্টারে রেখে দিল নেভিল। প্রতিবার আতঙ্কে দরজা খুলছে, আর আবিষ্কার করছে কোনও বন্ধুকে। এক দিক থেকে অবশ্য ভালই, বিপদের ঝক্কি নেই, ভাবল নেভিল।

'অবাক কাণ্ড! তুমিও এখানে?' চোখ ছোট করল নেভিল ক্রস। 'একটু আগেই ফ্রিম্যান এসেছে। বলল, লিঞ্চ মবের জন্য ফের উস্কানি দিচ্ছে বব। যে-কোনও সময় চলে আসতে পারে। তোমাকে অবশ্য একদম আশা করিনি।'

শেরিফের কুঁচকানো চেহারায় তেতো ভাব প্রবল হলো। 'চেষ্টা কম করেনি বদটা। প্রায় ঘণ্টাখানেক বিষ ঢেলেছে সবার কানে।

বইঘর.কম

ভেবেছিলাম সফল হবে! কিন্তু শহরের গবেটগুলোর বুদ্ধি একেবারে লোপ পায়নি। শেষমেশ কিছুই করতে রাজি হয়নি ওরা। জলদি ফার্সকে তৈরি কর, বাপু। স্যাডল চাপাও। সময় নেই হাতে। বাকিদের উস্কাতে না পেরে বব আর বরিস সিন্দুক ফাঁকা করে পালিয়েছে।'

'সবাই জানে?'

'কেউ কেউ জানে। বাকিরাও জেনে যাবে। এসব কথা খুব দ্রুত ছড়ায়।'

ততক্ষণে ফ্রিম্যানও পিছে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের সব কথা শুনতে পেল। বলল, 'নেভিল, আমিও লরার ঘোড়াটা নিয়ে সঙ্গে যেতে চাই।'

'না। তুমি এখানেই থাকো। লরা আর পেনিকে একা ছাড়া ঠিক হবে না,' বাধা দিল হান। 'ঘটনা কোন্ দিকে মোড় নেবে বলা মুশকিল। ওদের ঝুঁকির কথাটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তুমি এখানে থাকলেই মঙ্গল।'

'বেজন্মা দুটো এখনও শহরে আছে নাকি?' চোখ কপালে তুলল নেভিল। 'এই না বললে পালিয়েছে! না, বাবা, ওরা থাকলে আমি কোথাও যাচ্ছি না।'

বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকাল শেরিফ। 'আহা! চলো তো! হাত গুটিয়ে বসে থাকলে হবে? চলো, আমি তোমাকে স্যাডল চাপাতে সাহায্য করছি।'

আস্তাবলের দিকে চলল ওরা। একগুঁয়ে সুর ফুটল নেভিলের কণ্ঠে, 'হান, চিন্তায় চিন্তায় পাগল হয়ে গেছি প্রায়। যদি পেনির কিছু হয়ে যায় তা হলে... তা হলে আমি...'

'বদমাশগুলো শহরে নেই,' বাধা দিয়ে জানাল শেরিফ। 'আসলে ফ্রিম্যানকে সঙ্গে নিতে চাইছি না। ওকে নিলে উল্টো ঝামেলা বাধতে পারে। একদম ভীতু মানুষ। লড়াই বাধলে

সাহায্যের চেয়ে ঝামেলাই বেশি বাড়াবে আমাদের।'

'হ্যাঁ, একটু ভীতুই,' একমত হলো নেভিল। 'কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকলে হয়তো সাহস পেত।'

'আমার তা মনে হয় না,' বলল শেরিফ। 'তা ছাড়া রাইডিঙেও তেমন পাকা নয়। পথে পিছিয়ে পড়বে। তারচেয়ে এখানেই থাকুক। তুমি স্যাডল চাপাও ফার্সের পিঠে। আসলে, হয়েছে কী, আমি ভেবেছিলাম ওরা রাতের অন্ধকারে ভাগবে, তাই দিনের বেলায় নজর রাখিনি। জানতেই পারতাম না, যদি টম রড ঠিক সময়ে খবর না দিত। ও প্রাইনভিলে গিয়েছিল টাকার সন্ধানে। ফেরার পথে বব আর বরিসকে দেখেছে মরুভূমির ওদিকটায়। লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছিল ওরা। টম থামাতে চেয়েছিল। ওরা গুলি চালিয়েছে। ভয় পেয়ে শহরের পথে ঘোড়া ছুটিয়েছে রড। এখানে এসেই আগে আমাকে দিয়েছে খবরটা।'

কেশে গলা পরিষ্কার করল হান শেফার। চোখে লজ্জা। 'আরও কড়া নজর রাখা উচিত ছিল। ভুল হয়েছে। অফিসে গিয়ে দেখলাম সিন্দুকটা খোলা। ক্ষুধার্ত কুকুরের মত সাফ করে দিয়েছে সব। কেউ নেই ওখানে, খাঁ খাঁ করছে। আশপাশে কয়েকজনকে প্রশ্ন করলাম, কেউ বলতে পারল না কিছু। দেখেইনি নাকি!'

'র‍্যামসনও দেখেনি?'

'উঁহুঁ। এরপর আস্তাবলে গেলাম। শুনলাম, বরিস ওদের ঘোড়াগুলো নিয়ে গেছে। বলেছে আচামারের সার্ভে ক্রুদের সঙ্গে কথা বলবে। বার্নি লেকের দিকে যাবে। ধোঁকাটা হয়তো বিশ্বাস করতাম, কিন্তু ফাঁকা সিন্দুক দেখার পর, বিশ্বাস করার কোনও কারণই নেই।'

'টাকাগুলো পাওয়া যাবে?' সন্দেহ ভরা প্রশ্ন ছুঁড়ল নেভিল। ফার্সকে আস্তাবলের বাইরে নিয়ে এল। 'ওগুলো অন্য কোথাও জমা করে আবার এখানে ফেরত আসবে না তো?'

বইঘর.কম

'আরে না, বাবা! সে পথ বন্ধ,' বলল শেরিফ। 'এখানে আর দ্বিতীয়বার ফেরত আসবে না। এলে শহরবাসী নিজ দায়িত্বে ব্যবস্থা করবে। যাই হোক, তোমার শিপস্কিনটা গায়ে চাপিয়ো। যা শীত পড়েছে, হাড়-মাংস ফুঁড়ে দিচ্ছে! আমার মনে হয়, সন্ধের আগে ওদের দেখা পাব না। বাইরে কাটাতে হবে অনেকটা সময়।'

রাশ ধরে ঘোড়াটাকে ঘুরপথে হাঁটাল হান শেফার। বাড়ির সামনের দিকে নিয়ে গেল। রওনা হবার আগে নেভিল ভেতরে ঢুকল। লরাকে খুলে বলল সবকিছু। চুমু খেল। পেনিকেও আদর করল। একটু পর সামনের দরজা দিয়ে বেরুল। গায়ে শিপস্কিন জ্যাকেট চাপিয়েছে। হাতে রাইফেল।

বেল ফ্রিম্যান ওর জন্যই অপেক্ষা করছিল। 'এখানেই থাকো কিছুক্ষণ,' নেভিল অনুরোধ করল। 'আমার মনে হয় ওরা নতুন কোনও চাল চালবে না। তবুও, তুমি থাকলে একটু ভরসা পাই। লরা আর পেনিকে একা রেখে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'আছি, ভেবো না।' গম্ভীরভাবে জানাল বেল ফ্রিম্যান। চোখে অদ্ভুত দৃঢ়তা।

ফার্সের পিঠে সওয়ার হলো নেভিল। হান শেফার চলল ওর এক পাশে, অন্য পাশে ডাক্তার গ্রে। লরা, পেনি আর ফ্রিম্যান ওদের হাত নেড়ে বিদায় জানাল। একবার পেছন ফিরল নেভিল, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে নিল। মনোযোগ দিল রাইডিঙে। মনে দৃঢ় সঙ্কল্প—ধরবেই বদমাশ দুটোকে।

শেষমেশ টম রড সত্যিটা বুঝতে পেরেছে, জেনে ভাল লাগছে নেভিলের। ধীরে ধীরে সবাই বুঝবে। কিন্তু টমের বন্ধুত্ব ফেরত পাওয়াটা খুব বেশি জরুরি ছিল ওর জন্য। তবুও, মনের ভেতর একটা খচখচানি জেগে রইল। কিছুতেই ভেবে বের করতে পারল না কেন এমন হচ্ছে।

বইঘর.কম

তারপর হুট করে মনে পড়ে গেল। 'আচ্ছা, মিসেস ম্যালের কী খবর?' জানতে চাইল নেভিল।

'কে জানে! অফিসে তো ছিল না। হয়তো বোর্ডিং হাউসে আছে। চেক করা হয়নি!' www.boighar.com

তাই হবে, ভাবল নেভিল। সকালে মহিলা অনেক আতঙ্কে ছিল, মনে পড়ল। জান যাবার ভয় পেয়েছে! গোপন খবর ফাঁস করেছে দেখে বব খেপে ছিল ওর ওপর। লোকটার ঠিক নেই, বরিসও ভয়ঙ্কর। অমন একটা ভাড়া করা মেয়েকে মেরে ফেলতে ওদের বুক কাঁপবে না। তা ছাড়া সকালে যা যা বলেছে, সেগুলো যদি কানে যায়, তা হলে মেরে ফেলাটাই স্বাভাবিক।

দুঃস্বপ্নটা আবার ফিরে আসছে, একটু একটু করে। নাহ্, দুঃস্বপ্ন বললে ভুল হবে। এখন পুরোটাই জ্বলন্ত বাস্তব। হয়তো সত্যি কথাই বলেছিল কেসি। জীবনে শেষ বারের মত সৎ হতে চেয়েছিল। তেমন হলে মেয়েটার মৃত্যুর দায় এড়াতে পারবে না নেভিল। চিন্তাটা জোর করে সরিয়ে দিতে চাইল মাথা থেকে। কিন্তু সরল না ওটা। কুরে কুরে অপরাধবোধ জাগিয়ে তুলল মনের গভীরে। স্বস্তি দিল না এক মুহূর্তের জন্যও।

সতেরো

বেল ফ্রিম্যান ঠায় তাকিয়ে আছে পথের দিকে। দৃষ্টিসীমা থেকে একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে নেভিল। এভাবে কি ওদের

বইঘর.কম

দুঃস্বপ্নগুলোও হারিয়ে যেতে পারে না? ভাবল সে। নেভিলকে একটু একটু করে দুশ্চিন্তার সাগরে ডুবে যেতে দেখেছে ফ্রিম্যান। আহা, বেচারা, যদি একটু নিশ্চিন্ত হতে পারত... কিন্তু বব আর বরিস ধরা না পড়া পর্যন্ত তা হবার উপায় নেই। সবচেয়ে ভাল হতো শয়তান দুটো মরে গেলে। হুমকির নোটগুলো আর ভাবাত না নেভিলকে। সব ঝামেলা মিটে যেত।

নেভিলের বদলে নিজে গেলেই হয়তো ভাল করত, ভাবল বেল। আনমনে কথাটা বলে ফেলতে যাচ্ছিল, কিন্তু থেমে গেল পেনিকে দেখতে পেয়ে। মেয়েটা ছোট ছোট লাফে চলে গেল ঘরের ভেতর। ডেকে উঠল মাকে।

'আমাদের এখনও সাবধানে থাকতে হবে,' লরাকে বলল ফ্রিম্যান। 'অন্তত নেভিল যতক্ষণ না ফিরে আসছে। আমি থাকছি ততক্ষণ।'

লরা উদাসভাবে চাইল ফ্রিম্যানের দিকে। চিন্তার ভারী বোঝা নেমে গেছে কাঁধ থেকে। জোর করে আর ভাবতে ভাল লাগছে না ওর। 'তার কী দরকার! তুমি বরং বাড়ি যাও। বিশ্রাম করো।'

'না, না, বাড়ি যাওয়া অত জরুরি নয় আমার,' বলল ফ্রিম্যান।

ওর অবস্থাটা বুঝে নিল লরা। 'তুমি থাকতে চাইলে আমার আপত্তি নেই। তবে না থাকলেও চলে, তাই বললাম। এবার তোমার যা ইচ্ছা।'

ঘরের ভেতরে চলে গেল লরা। কিন্তু বাইরে আরও কয়েক মিনিট পার করে দিল বেল ফ্রিম্যান। লরার আত্মবিশ্বাস ওর মধ্যে নেই। মনে দুশ্চিন্তা এখনও বাসা বেঁধে আছে। বিপদটা এভাবে হুট করে কেটে গেছে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। বিপদ আসে দ্রুত, কিন্তু যায় অনেক কষ্টে। ওর থেকে ভাল আর কে জানে সেটা! বিয়ে করার পর যে বিপদ ঘাড়ে চেপেছে, তার থেকে

বইঘর.কম

কোনোভাবেই নিস্তার পাচ্ছে না। আর এই ঝামেলাটা তো সেদিন শুরু হলো! এত সহজে বিদেয় হলো কীভাবে? উঁহুঁ, কিছুতেই না, এত সহজে বিদেয় হতে পারে না। কিন্তু... তবুও... হয়তো ও-ই বিপদটাকে বাড়িয়ে দেখেছে। শহরবাসীর কথা হয়তো একটু বেশিই কানে তুলেছে। প্রয়োজনের বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। তা ছাড়া হ্যালো, বিন, এড–ওরা বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল বব আর বরিসের ফুসলানিতে। এখন আর ওরা আগের মত সহিংস নয়। স্বাভাবিক আছে সবাই। শত্রুর বদলে বন্ধু হয়ে উঠবে আবার। এখন ওরাও সহায়ক শক্তি। নেভিলের দলে।

তাও অস্বস্তিটুকু ঝুলে রইল ওর সঙ্গেই। মাথায় চলতে থাকা শত শত দ্বন্দ্ব শান্তি দিল না। ববের বউটার কথা মনে এল। ওর মত শয়তান মহিলা দুটো দেখেনি ফ্রিম্যান। নিজের মুখরা বউয়ের প্রতিভাও কেসির কাছে ফিকে। রাতকে দিন করতে পারে কেসি ম্যালে। ধুরন্ধর আর অসম্ভব কুটিল রমণী। পরপুরুষের গায়ে অনায়াসে ঢলে পড়ে স্বার্থ উদ্ধার করতে। কলঙ্ক লেপে দিতে চায় অন্যের চরিত্রে। অথচ নিজেই সবচেয়ে বড় চরিত্রহীনা!

লরা আর পেনির গলা ভেসে আসছে কিচেন থেকে। কান পেতে শুনল ফ্রিম্যান। দু'জন কী বলেছে বুঝল না। ঘরটা অনেক ভেতরে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেসব কথা অপার্থিব গুঞ্জনের মত লাগছে স্রেফ। নেভিলের পরিবারটা চমৎকার। সাজানো-গোছানো। একটা ফুটফুটে মেয়ে, ভাল স্ত্রী। অন্যদিকে ওর স্ত্রী? মনে পড়লেও মাথায় আগুন চড়ে যায়। ঘৃণায় নাক কুঁচকে আসে। মন থেকে স্ত্রীর ভাবনাটা জোর করে ঝেড়ে ফেলল ফ্রিম্যান। এখন দজ্জাল স্ত্রীকে নিয়ে ভেবে লাভ নেই। শুধু শুধু মন খারাপ হবে।

ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দিল ফ্রিম্যান। একটু পর লরাকে দেখল সিঁড়ি ধরতে। সঙ্গে পেনি। পেনিকে ওপরে রেখেই কিছুক্ষণ পর নেমে এল লরা। জানাল, 'পেনি ঘুমাচ্ছে। আমি একটু বাইরে

বইঘর.কম

যাচ্ছি। তুমি আছ তো? সারাদিন ঘরে বসে বসে মাথাব্যথা করছে। একটু হাওয়া খেয়ে আসি।'

'আমি থাকছি,' একগুঁয়ে ভঙ্গিতে বলল ফ্রিম্যান। বুঝল লরা চাইছে না ও ঘরে থাকুক। ওর ওপর ঠিক ভরসা করতে পারছে না। শেরিফও ভরসা করতে পারেনি। তাই পেছনে ফেলে গেছে। কিন্তু নিজেকে প্রমাণ করতে মরিয়া ফ্রিম্যান। ভাবল, ওদের দেখিয়ে দেবে, প্রয়োজনে ও-ও পারে নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠতে। 'নেভিল বলছিল অফিসে একটা পয়েন্ট থার্টি-এইট ক্যালিবার আছে। ওটা একটু এনে দেবে?' লরাকে অনুরোধ করল ফ্রিম্যান।

সামান্য ইতস্তত করল লরা। 'ঠিক আছে,' বলে আবার সিঁড়ি ধরে চলল। একটু পর ফিরে এল অস্ত্রটা নিয়ে। ওটা ফ্রিম্যানকে ধরিয়ে দিয়েই বাইরের দরজার কাছে পৌঁছে গেল লরা। পেছনে ঘুরে বলল, 'বেশিক্ষণ থাকব না বাইরে।' তারপর সামান্য চিন্তিত সুরে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, নেভিলের এখনও কোনও ক্ষতি হতে পারে? নাকি এখন আর কোনও চিন্তা নেই?'

'আরে না না। তিনজন আছে একসঙ্গে। ক্ষতি করা এত সহজ নাকি! তা ছাড়া বব নিজে তেমন কিছুই করতে পারবে না। বন্দুকবাজ কেবল ওই বরিস। যেটুকু ভয়, ওকে নিয়েই। ববের জিভ চলে, হাত না।'

'হুম,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লরা। নিশ্চিন্ত হলো কি না বোঝা গেল না। 'ফিরতে দেরি হবে ওদের?' আনমনে জানতে চাইল।

'তা তো একটু হবেই,' বলল ফ্রিম্যান। 'বদমাশগুলো হেড-স্টার্ট পেয়ে কতটা এগিয়ে গেছে কে জানে! এখন বব আর বরিসের পিছে ধাওয়া করতে হবে। খুঁজে পেতে হবে। তারপর পাকড়াও করতে হবে। তবে চিন্তার কিছু নেই। হান শেফার হাতের তালুর মত চেনে এলাকাটা। নেভিলও দক্ষ ট্র্যাকার। ঠিক পাকড়াও করে ফেলবে ওদের।'

বইঘর.কম

দুর্বল হাসি উপহার দিল লরা। 'এই দেখো না। একটু আগেই কত দুশ্চিন্তায় ছিলাম। ভয় করছিল, এই বুঝি বিপদ আসবে। কিন্তু ওদের পালানোর খবরটা পেয়েই হুট করে কেমন খুশি হয়ে গেলাম। অথচ দেখো, নেভিলের বিপদ এখনও কাটেনি। আসলেই আমি অনেক স্বার্থপর। ছিঃ! ভাবতেই খারাপ লাগছে।'

'দূর, ভুল ভাবছ। তুমি মোটেই স্বার্থপর না,' নরম স্বরে বলল ফ্রিম্যান। চোখে সহানুভূতি। 'তোমাকে পেয়ে নেভিল ভাগ্যবান।'

'আরে নাহ! পুরোটাই আমার ভাগ্য। ঠিক আছে, বেল। তুমি থাকো। আমি এক্ষুণি আসছি।'

জানালায় দাঁড়িয়ে লরাকে চলে যেতে দেখল ফ্রিম্যান। রাস্তায় নামল মেয়েটা। দ্রুত পা চালাল। পেনি সঙ্গে না থাকলে হাঁটার গতি বাড়ায় লরা। ওকে বড় রাস্তায় উঠতে দেখল ফ্রিম্যান। সেখানে একটু থামল, কারও সঙ্গে কথা বলার জন্য। দূর থেকে অপর মহিলাকে ঠিক চেনা গেল না। তবে বেশ কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে আলাপ করল লরা। তারপর রাস্তা পেরিয়ে অন্যদিকে হারিয়ে গেল। মনে মনে নেভিলকে ঈর্ষা করল ফ্রিম্যান। একটা ভাল বউ জীবনটাই আমূল বদলে দিতে পারে। সেদিক থেকে ফ্রিম্যান চূড়ান্ত দুর্ভাগা। এক টুকরো দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক চিরে।

চিন্তায় ছেদ পড়ল সহসা। পেছনের দরজায় নক করছে কেউ! খাবার ঘর পেরিয়ে কিচেনে চলল ফ্রিম্যান। এখনও লরার কথা ভাবছে। দরজার কাছে পৌঁছে গেল ও। খুলে দিল কপাট। হু হু করে একরাশ হাওয়া ঢুকল ঘরে। জমিয়ে দিল ফ্রিম্যানকে। এক পা দূরেই দাঁড়িয়ে আছে সাক্ষাৎ মৃত্যু! স্লিক বরিস! হাতে উদ্যত সিক্সশুটার। সাধারণত বরিসের মুখ দেখে মনের কথা পড়া যায় না। কিন্তু এই মুহূর্তে ওকে হিংস্র নেকড়ের মত মনে হচ্ছে। যেন অঘটন ঘটানোর জন্য মুখিয়ে আছে লোকটা।

বইঘর.কম

পুরোটাই নাটক, ধোঁকা! প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুঝল ফ্রিম্যান। বরিস আর বব ঘুরপথে ফের ঢুকেছে শহরে। কিন্তু বব কোথায়? হয়তো কাছেই লুকিয়ে আছে। সামনের দরজাতেও থাকতে পারে। কিছু একটা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল বেল ফ্রিম্যান। আপাতত বরিস একা। বব চলে এলে দু'জনকে একসঙ্গে সামলানো আরও কঠিন হবে। এখনই সুযোগ। বরিসকে আটকাতে হলে এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে।

আট বছর আগে নিরেট কাপুরুষ ছিল ফ্রিম্যান। বসে বসে চাক বেরির বুলেটের গুঁতো খেয়েছিল। কিচ্ছু করতে পারেনি। কিন্তু এখন বদলে গেছে অনেক কিছুই। পেনি ঘুমাচ্ছে ঘরে। নেভিলের পাওয়া হুমকির চিঠিগুলোর কথাও মনে পড়ল ওর। এক মুহূর্তের জন্য নিথর দাঁড়িয়ে রইল ফ্রিম্যান। চিন্তার ঝড় চলল মাথায়। কী করা যায়? জানা কথা, গুলি চালাবে না বরিস। তা হলে শহরের সবাই জেনে যাবে ওর উপস্থিতি। তখন ছুটে আসবে এদিকে। খুনিটা বাঁচতে পারবে না কিছুতেই! ভাবল ফ্রিম্যান।

ভাবনাটা গতি আনল পায়ে। লাফিয়ে পেছনে সরল বেল। পয়েন্ট থার্টি-এইট ক্যালিবারে ছোবল বসাল। কোমরে গোঁজা অস্ত্রটা। কিন্তু বড্ড দেরি করে ফেলেছে। বরিস লম্বা পা ফেলে নাকের ডগায় উপস্থিত হয়েছে ততক্ষণে। সিক্সশুটারের বাট দিয়ে বেদম আঘাত করল ওর মাথায়। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল ফ্রিম্যানের। থপ করে পড়ে গেল মেঝেতে। জ্ঞান হারাল সঙ্গে সঙ্গেই।

নিজের সিক্সশুটার হোলস্টারে রেখে ফ্রিম্যানের গানটা তুলল বরিস। কোমরে গুঁজল। কান খাড়া করে বুঝতে চাইল ঘরে আর কেউ আছে কি না। কিছুই শুনতে পেল না। নিশ্চিত হতেই দরজাটা বন্ধ করল বরিস। এরপর একে একে নিচতলার সবকটা ঘর খুঁজে দেখল। কাউকে পেল না। কিচেনে এসে শেষমেশ

বইঘর.কম

ফ্রিম্যানকে পাঁজা-কোলা করে তুলে নিল বরিস। চলল ড্রইংরুমে। অচেতন ব্যাঙ্কারকে শুইয়ে দিল মেঝেতে।

নির্মমভাবে গাল চুলকাতে চুলকাতে সিঁড়ি ধরে ওপরে চলল বরিস। গুটিকতক ঘর সেখানে। প্রথমেই বাথরুমটা খুঁজে দেখল ও। কাউকে না পেয়ে হতাশ হলো সামান্য। এরপর গেল প্রথম দুটো বেডরুমে। কিছুই পেল না। হতাশ হয়ে তৃতীয় বেডরুমের দরজা খুলল বরিস। এবারে চোখদুটো চকচক করে উঠল ওর। ভেতরে শুয়ে আছে ছোট্ট মেয়েটা। পেনি। ঘুমাচ্ছে শান্তিতে। ধীর পায়ে সরে এল ও, দরজাটা চেপে দিল সাবধানে। মেয়েটাকে এখনই জাগানো উচিত হবে না। হাসিমুখে সিঁড়ি ধরে নিচে চলল স্লিক বরিস। দেখল বেল ফ্রিম্যানের জ্ঞান ফিরতে শুরু করেছে। একটু একটু নড়ছে লোকটা। ওকে চিত করল বুটের ধাক্কায়। পাঁজরে লাথি কষাল একটা। তারপর চুপচাপ বসে পড়ল একটা চেয়ার টেনে। সিক্সশুটার উঁচু করল ফ্রিম্যানকে লক্ষ্য করে। উঠে বসার জন্য অপেক্ষা করল। দু'হাতে মাথা চেপে উঠে বসল ফ্রিম্যান।

'কী হে, ব্যাঙ্কার, মাথায় ব্যথা নাকি?'

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে নিজেকে একটা খালি চেয়ারে টেনে তুলল ফ্রিম্যান। মাথা ধরে রইল যন্ত্রণায়। কোনও জবাব দিল না।

বরিস পিস্তল নাচাল, 'চিরতরে বোবা হতে না চাইলে চটপট উত্তর দাও।'

'হুম, মাথাব্যথা,' দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উত্তর দিল আহত ব্যাঙ্কার।

'নেভিল কোন্ চুলোয়?'

'তোমাদের ধাওয়া করতে গেছে। ডাক্তার গ্রে আর শেরিফ হান আছে ওর সঙ্গে।'

'আমাকে ধাওয়া করবে? হা হা হা! বেশ, বেশ!' দাঁত দেখাল বরিস। 'পালিয়েছি নাকি যে ধাওয়া করবে? আমি তো অফিসেই

বইঘর.কম

লুকিয়ে ছিলাম... একটা আলমারির ভেতর। সিন্দুকটা খোলা রেখেছি ডাইভারশন তৈরি করতে। হান শেফার ওটা দেখেই ভাবল, টাকা ঝেড়ে ভেগেছি। বুড়ো আগুনের মত জ্বলে উঠল। রেগেমেগে বেরিয়ে গেল হুট করে। খুঁজেও দেখল না অফিসটা! শালা গাড়ল! এই বুদ্ধি নিয়ে আবার শেরিফ হয়েছে। হাহ্! তবে আমার প্ল্যানও পুরো সফল হয়নি। সেটা কোনও ব্যাপার না। ম্যানেজ করে নেব।'

'টম বলেছে, তোমাদের দু'জনকে মরুভূমি ধরে পালাতে দেখেছে ও।'

'ওই গাধাটা বব আর কেসিকে দেখেছে, আমাকে না।' চোয়াল শক্ত হলো বরিসের, সরু করল ঘোলাটে চোখদুটো। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'নেভিলকে বাসাতেই ধরতে চেয়েছিলাম। হলো না সেটা। পাগলটা আমার ভূতের পেছনে ধাওয়া করল।'

'ও থাকলেই ভাল হতো,' একগুঁয়ে ভঙ্গিতে বলল ফ্রিম্যান। 'তা হলে তুমি বহাল তবিয়তে বসে হুকুম চালাতে পারতে না।'

বরিস পাত্তা দিল না। প্রশ্ন করল, 'মিসেস ক্রস কোথায়?'

'শহরে ঘুরতে গেছে।'

'ফিরবে কখন?'

'জানি না।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকল বরিস। তারপর বলল, 'তুমি ক্রস পরিবারকে বন্ধু ভাবো, তাই না? নেভিলকে বসের মত দেখো। তাই ওর প্রতি শ্রদ্ধাটা একটু বেশি, ঠিক তো?'

'তা করি।' স্বীকার করে নিল ফ্রিম্যান। অস্বীকার করেই বা কী হবে! খবর নিয়েই এসেছে বরিস। সব জানে।

'নেভিলের ছোট্ট মেয়েটা কোথায় আছে, জানো? ঠিক ওপরের ঘরটায়। ওর যদি কোনও ক্ষতি হয়ে যায়, সেটা কি ভাল হবে?'

'খবরদার, ওকে ছোঁয়ার চেষ্টাও...'

বইঘর.কম

'চোপ্! মুখ বন্ধ। আমার চুলের ডগাও স্পর্শ করতে পারবে না তুমি। গলা চড়িয়ে লাভ নেই, ব্যাঙ্কার। তার চেয়ে ঈশ্বরকে ডাকো। মেয়েটা উঠে ক্যাঁওম্যাঁও করলে খবর আছে।' বুড়ো আঙুল দিয়ে গলায় পোঁচ দেয়ার ভঙ্গি করল বরিস। 'বাচ্চাদের চিল্লাচিল্লি একদম সইতে পারি না, বুঝলে? ওই মেয়ে চেঁচালে, ওপরে গিয়ে ভোকাল কর্ড চিরতরে আলাদা করে দেব। ওহ! আরও একটা কথা। যদি তুমি উল্টোপাল্টা কিছু করার চেষ্টা করো, অথবা মিসেস ক্রস এলে তাকে সাবধান করার চেষ্টা করো, তা হলেও ওই মেয়ের একই দশা হবে। কথাটা মনে রেখো।'

মাথা নেড়ে সম্মত হলো বেল ফ্রিম্যান। ঠাণ্ডা মাথায় কিছু ভাবার সুযোগ পাচ্ছে না। উতলা হয়ে পড়েছে ভেতরে ভেতরে। শুধু বুঝতে পারছে আট বছর আগের বিপদটা আজকের তুলনায় কতটা তুচ্ছ ছিল। বাধা দেবার কোনও উপায় নেই ওর হাতে। আজও আগের মতই অসহায় ফ্রিম্যান। www.boighar.com

বরিস ঠিক দশ ফুট দূরে চেয়ারটা সরিয়ে নিল। সিক্সশুটার শুইয়ে রাখল কোলে। মুখে জংলি হাসি। ফ্রিম্যানের বুক কেঁপে উঠল ওর হিংস্র দাঁতগুলো দেখে। বুঝল, বদমাশটা অধীর আগ্রহে বসে আছে শুধু একটামাত্র ভুলের অপেক্ষায়। পান থেকে চুন খসলেই করে ফেলবে ভয়ঙ্কর কিছু। মনটা শক্ত করার চেষ্টা করল অভিজ্ঞ ব্যাঙ্কার। নাহ্, কিছুতেই ও ভুল করবে না। সুযোগ দেবে না স্লিক বরিস নামের পাষণ্ডটাকে। পেনির কিছু হতে দেবে না ও। কিছুতেই না!

আঠারো

শহর থেকে বেরুতেই মুখে কুলুপ এঁটে নিয়েছে নেভিল। নিঃশব্দে চলছে ও, ফার্সের পিঠে। কথা বলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। ঘাড় ঘুরিয়ে কয়েকবার ডাক্তার আর শেরিফের দিকে তাকাল। ওরাও কিছু বলছে না। দু'জনেই চুপচাপ চলছে, সমান্তরালে। হয়তো ওদের মনের অবস্থাও নেভিলের মত।

নিজের ভেতরে অদ্ভুত এক শূন্যতা টের পাচ্ছে নেভিল ক্রস। সব ঝামেলা এভাবে এক ধাক্কায় মিটে যাবে, বোঝেনি। দীর্ঘদিনের চাপা উত্তেজনার পর এখন হঠাৎ কাজ হারিয়েছে। ঝাড়া হাত-পা মনে হচ্ছে। কিন্তু সেটাও বিরক্তি বাড়াচ্ছে। এখন হাতে কাজ শুধু একটাই, ট্রেইল ফলো করা। পলাতক লোক দুটোকে খুঁজে বের করে ধরে আনা। সারাদিন কম ধকল যায়নি। নানা বিষয় নিয়ে সংশয় ছিল। বব আর বরিসকে ধরে শহরবাসীর সামনে হাজির করতে পারলেই মিটে যাবে সমস্যা। টাকাগুলোও উদ্ধার হবে। সবাই যার যার টাকা ফেরত পাবে। তাতে এতদিনের পুষে রাখা ক্ষোভ ওরা ভুলে যাবে নিমেষেই।

পাপী দুটোকে ধরে সোজা জেলে নেবার মতলব শেরিফ হানের। ওদের বিরুদ্ধে বিচার সভা বসবে। সঠিক উপায়ে বিচার হবে। তারপর ওদের চালান করা হবে সালেমের স্টেট প্রিজনে। একমাত্র কেসি ম্যালে ছাড়া আর কেউ ওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

এই পরিণতির পুরোপুরি দায় কেসির নিজের। লোভের ফাঁদে পা দিয়ে ভুল কাজে জড়িয়ে পড়েছিল। না হলে আজকে ওর এ-অবস্থা হতো না। শহরের লোকগুলোও অল্পে ধনী হবার মিথ্যে স্বপ্নে নিজেদের ডুবিয়ে রেখেছিল। এবারে ওরা বুঝবে শর্টকাটে কিছুই ভাল নয়। হ্যালো, কেভার, ওরা সবাই এখন খেটে খাবার চেষ্টা করবে। নিজেদের পুরনো পেশাকে আঁকড়ে ধরবে। ধীরে ধীরে উন্নতি হবে ওদের। অবশ্যই হবে।

নেভিলের বাবা বরাবর বলত, দ্রুত উন্নতি প্রায় অসম্ভব। এমন দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই। তাই অলীক কল্পনার পেছনে ছোটা উচিত নয়। তবে হেরম্যানের অনেক স্বপ্ন ছিল, যেগুলো যৌক্তিক। উন্নয়নমুখী। বব আর বরিসের প্রকল্পটা সেই তুলনায় তুচ্ছ। নিখাদ রংচটা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না ওটা। নেভিলের বাবা চেয়েছিল নদীতে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে। যাতে পানির অভাব না হয় কখনও। একটা রেলরোডের স্বপ্নও দেখেছিল, যেটা চলে যাবে কলম্বিয়া পর্যন্ত। ভেবেছিল আধুনিক স-মিল বানাবে। পাইনের চাষ করে স-মিলের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করা হবে। এই স্বপ্নগুলো যথার্থ। এগুলোর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে। কাজ করলে এগুলোতে করা উচিত। হয়তো র‍্যামসনকে শেষ পর্যন্ত ইনভেস্টমেন্টের জন্য রাজি করানো যাবে এরই কোনও একটা প্রজেক্টে। নেভিলের মন অন্তত তা-ই বলছে। লোকটা পোর্টল্যাণ্ডে ফেরার আগেই নেভিল ওর সঙ্গে আলাপ করবে বলে ঠিক করল।

শহর এখন অনেকটাই পেছনে পড়ে আছে। সরু পথ চলে গেছে পুবের দিকে মুখ ঘুরিয়ে। জুনিপারের ঘন দেয়াল ছড়িয়ে আছে পথের দু'ধারে। ঘোড়ার খুর তপ্ত বালু উড়িয়ে চলছে ক্রমাগত। মাথার ওপর থেকে সূর্য আস্তে আস্তে নেমে চলেছে পাহাড়চূড়ার পিছনে, ক্যাসকেড সিটির ওদিকটায়। সামনে এগিয়ে

বইঘর.কম

বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে জুনিপারের উপস্থিতি। বিস্তীর্ণ বালুকাবেলা একাকী মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত সেখানে। হর্স রিজের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। ওপরদিকে উঠেছে ট্রেইল। সরু সেই পথ ধরে এঁকে-বেঁকে উঠে চলল ওরা।

থেকে থেকে কেসির কথা মনে পড়ছে নেভিলের। ও চাইছে মন অন্যদিকে সরাতে। বদমাশ দুটো কতদূর পালিয়ে গেছে সেসব নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করছে, পারছে না। ক্যাসকেড সিটির মানুষগুলোর ধ্বংস হয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস নিয়েও মাথা ঘামাতে পারছে না। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় কেসির অসহায় মুখটা ভেসে উঠছে স্মৃতিতে। রাত হয়ে আসছে। চিন্তা হচ্ছে মেয়েটার জন্য। যে-অস্বস্তিটা শহর থেকে বেরুবার আগে ছিল, সেটা এখনও যন্ত্রণা দিচ্ছে। পিছু ছাড়ছে না।

যদি মিশন শেষমেশ সফল না হয়, তা হলে কী হবে? ভাবার চেষ্টা করল নেভিল। হয়তো ওরা রাতের আঁধারে খুঁজে না-ও পেতে পারে সঠিক ট্রেইল। তা ছাড়া এতদিনে বব আর বরিস মোটামুটি চিনে ফেলেছে এই বিস্তীর্ণ বালুকাবেলা। বার্নি মাউন্টেইন এলাকায় যথেষ্ট সময় কাটিয়েছে ওরা, চেনারই কথা। তাই পালানোর মত অন্তত এক ডজন রাস্তা খুঁজে বের করতে পারবে অনায়াসেই। শেষমেশ পালিয়ে যেতে পারলেও অবাক হবার কিছুই থাকবে না।

বব আর বরিস পালিয়ে গেলে কয়েক বছর পিছিয়ে যাবে শহরটা। এ-অঞ্চলের তাতে অনেক ক্ষতি হবে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ কিছুদিনের মধ্যেই ভুলে যাবে এই দুই বদমাশের কথা। তখন সোজা এসে দুষবে শেরিফ আর নেভিলকে। বলবে, ওদের দোষেই সব হয়েছে। ওদের ভুলের জন্যই টাকা খুইয়েছে বলে অভিযোগ করবে।

'সব বুঝেও ওদের পালাতে দিলে কেন?' প্রশ্ন তুলবে কেভার

বইঘর.কম

বিন, হ্যালো ভন। টম রড বলবে, 'হান শেফার, তুমি শেরিফ নামের কলঙ্ক। সামান্য দুটো শয়তানকে ঠেকাতে পারলে না!' আর নেভিলকে বলবে, 'পুরো প্ল্যান তোমার। চেয়েছিলে যাতে ওরা টাকাটা নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। তাতে তোমার কথাই ফলবে, সবাই কষ্ট পাবে। সাহস হারিয়ে ফেলবে। তাই নাটক সাজিয়েছ।'

আবার এমনও হতে পারে, পুরো ব্যাপারটাই ববদের চাল। সাজানো। হয়তো টম রডকে বিভ্রান্ত করে ছুটতে বাধ্য করেছে শেরিফের কাছে। এতে নেভিলরা শহরের বাইরে চলে যাবে, ওদের খুঁজতে। আর সেই ফাঁকে ওরা অন্য কিছু করে ফেলবে। আরও ভয়ঙ্কর কিছু! তবে টম জেনেশুনে ওদের সঙ্গে হাত মেলাবে এমনটা বিশ্বাস হয় না নেভিলের। টমের ওপরে গুলি চালিয়েছে ওরা—কৌশলে ওকে বুঝিয়েছে, পালাচ্ছে। ঝোপঝাড়ের পেছনে লুকিয়ে থেকে, একটু পর আবার শহরের পথ ধরেছে। এমন তো হতেই পারে, তাই না? সিদ্ধান্ত নিতে পারল না নেভিল। রাশ টেনে ঘোড়া দাঁড় করাল ও।

'ওরা কোন্‌দিকে গেছে বুঝব কীভাবে? এত বড় এলাকা! চারদিকে পথ!' অধৈর্য হয়ে বলল নেভিল।

ডাক্তারও তাকাল শেরিফের দিকে। চোখে একই প্রশ্ন, অন্তত নেভিলের তাই মনে হলো। ডাক্তারকে দায়িত্বের ডাকে বহুবার মরুভূমির রাস্তা ধরে এদিক-সেদিক যেতে হয়েছে। সে-সময় একা পথ চলেছে গ্রে। কেবল আকাশের তারাগুলোকে সঙ্গী করে রাস্তা মেপেছে। তাই নেভিলের মত সেও জানে এখানে পথ খুঁজে পাওয়া কতটা কঠিন। চাইলেই কত দিকে চলে যাওয়া সম্ভব। মাইলের পর মাইল জুনিপারের বন, পাথুরে পথ, শুষ্ক-শূন্য বালুময় বিভীষিকা, সমতল ভূমি, কী নেই এখানে! সবকিছু মিলে পথগুলোকে পরিণত করেছে এক দুর্ভেদ্য গোলকধাঁধায়। এমন

বইঘর.কম

ট্রেইলে পঞ্চাশজনের একটা দলকেও অনায়াসে হারিয়ে ফেলা সম্ভব, আর এখানে তো মাত্র দু'জন!

সত্যিটা ওদের মত শেরিফ হানেরও অজানা নয়। কুঁচকে যাওয়া চেহারায় চিন্তার রেখা দেখা দিল সহজেই। তবুও শান্ত থাকার চেষ্টা করল হান শেফার। বলল, 'জানি তোমরা কী ভাবছ। অনেকটা পিছিয়ে গেছি। রাত কাটানোর মত প্রস্তুতিও নিয়ে আসিনি। কাছেপিঠে একমাত্র আশ্রয় বলতে আচামারের ক্যাম্পটা। সেটাও লেকের ধারে। এখান থেকে অনেকটা পথ!'

'সেটা তো আছেই!' বিরক্তির সুরে বলল নেভিল। 'কিন্তু, ভাল সম্ভাবনা আছে ওদের শহরে ফিরে যাবার। আমরা নিশানাগুলো ঠিকমত যাচাই করতে পারিনি। কারণ তেমন কোনও চিহ্নই নেই! হয়তো মিথ্যে ছায়ার পিছে ছুটছি।'

মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করল শেরিফ। 'ওরা সামনেই আছে। আমি নিশ্চিত। পিছাবে কোন্ দুঃখে? কী আছে ওখানে? টাকা-পয়সা যা হাতানোর, তা তো হাতিয়েই নিয়েছে। ফেরার কোনও যুক্তিই নেই!'

'যুক্তি আছে। হুমকির নোটগুলো আছে!' জোর দিয়ে বলল নেভিল। 'ওগুলোর কথা ভুলে গেলে?'

'ভুলিনি,' পাল্টা গলা চড়াল শেরিফও, 'একবার ভেবেছিলাম তোমাকে শহরেই রেখে যাই। যেতামও, যদি অন্য কাউকে ভরসা করে সঙ্গে আনতে পারতাম। কিন্তু কাকে ভরসা করব, বলো? কাকে সঙ্গে আনব? এতদিন তো কেউ ছিল না আমাদের দলে। তা ছাড়া রাতারাতি তোমার কলিজা মুরগির মত নরম হয়ে যাবে, কে জানত!'

'তাতে কিন্তু হুমকির বিপদ কেটে যায় না,' প্রায় নিঃশব্দে বলল ডাক্তার গ্রে।

খেপে গেল শেরিফ। মাথায় আগুন জ্বলে উঠল যেন। 'উফ!

বইঘর.কম

তোমরা দু'জন মাঝে মাঝে একদম বাচ্চাদের মত হয়ে যাও! কী হলে কী হতে পারে, আর কী হচ্ছে, সব তো জানো। নেভিলকে ওরা তাড়াতে চেয়েছিল বিশেষ কারণে। ও চলে গেলে আজ এই অবস্থা হতো না। যেহেতু যায়নি, সেহেতু অন্য প্ল্যান করতে বাধ্য হয়েছে। এখন সব কিছু প্ল্যানের বাইরে হবে। তাড়াহুড়োয় কাজ করতে হবে ওদের।'

নেভিল চুপচাপ থাকার সিদ্ধান্ত নিল। রেগে গেছে হান শেফার। এখন ও যা-ই বলুক না কেন, তাতে রাগ আরও বাড়বে। যদি টম রড পালিয়ে যাবার খবরটা শেরিফকে না দিয়ে ওকে দিত, তা হলে হয়তো একই কাজ করত নিজেও। তবে টম রড তিনজন পালানোর কথা বললে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া যেত! হয়তো কেসিকে এখনও খুন করেনি বব। কিন্তু, পেছনেও তো ফেলে যাবার কথা না! কারণ শহরে ছেড়ে গেলে মেয়েটা অনেক বেফাঁস কথা বলে দেবে। ওরা নিশ্চিতভাবে দোষী প্রমাণিত হবে। সেই ঝুঁকি নেবার মত লোক বব নয়। চিন্তায় দিশেহারা হয়ে পড়ল নেভিল। আতঙ্ক প্লেগের মত ওর মনে বাসা বেঁধে চলল একটু একটু করে।

ডাক্তার গ্রে-ও কিছু বলল না। তা ছাড়া নিজের ব্যবহারে আপাতত নিজেই সামান্য বিব্রত হান শেফার। মিনমিন করে বলল, 'সব কিছু হিসাব করতে গেলে ওদের পেছনে ধাওয়া করতে করতে রাত হয়ে যেত। তখন একেবারে নাগালের বাইরে চলে যাবার সুযোগ পেত ওরা। এখন তাও ধরার একটা সম্ভাবনা আছে। রাইডার হিসেবে বব তেমন পটু না। অত দ্রুত পালাতে পারবে না।' চোখ তুলে ডুবন্ত সূর্যের দিকে তাকাল শেরিফ। উঁচু রিজগুলোর পেছনে যাবার চেষ্টা করছে প্রকৃতির আশীর্বাদ। 'সন্ধে নেমে এসেছে। হয়তো খাবার খেতে কাছেপিঠেই থামবে ওরা। ক্যাম্পফায়ার করবে। তখন সহজেই ধরা যাবে।' আশাবাদী হলো

বইঘর.কম

শেরিফ।

'কিন্তু বরিস অতটা বোকা না,' আশায় বাধা দিল ডাক্তার। 'খুবই পাকা খেলোয়াড়। ঘোড়াও ভাল চালায়। না-ও থামতে পারে।' www.boighar.com

শ্রাগ করল হান। ওপরে চড়াতে শুরু করল ঘোড়া। নেভিল পাশে পাশে চলল। শেরিফ বলল, 'শহর থেকে বেরুনোর পর থেকেই ভাবছি। আগেও ভেবেছি। যা বুঝলাম, শুধু একটা বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারো। নোটগুলো ধোঁকা দেয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে। কেবল র‍্যামসনের সঙ্গে ডিলটা যেন কেঁচে না যায়। একবার মনে হয়েছে বটে, বরিসের অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু... পরে দেখলাম সেসব সন্দেহের ভিত্তি নেই। তাই ওই সম্ভাবনা বাদ দিয়েছি।'

বরিসের ভাবলেশহীন চেহারাটা মনে করল নেভিল। র‍্যামসনকে বাধা দেবার পরেও কোনও হেল-দোল দেখায়নি বদমাশ বরিস। হয়তো অন্য কোনও প্ল্যান আছে ওর মাথায়। নেভিল পুরোপুরি নিশ্চিত না হলেও সন্দেহটা ঝেড়ে ফেলতে পারে না। ফিরে যেতে মন আঁকুপাঁকু করছে। কিন্তু, হান শেফারকে কে বোঝাবে! শেরিফ পণ করেছে, ওদের ধরবেই। ভাবছে সামনেই আছে লক্ষ্য। কিছুতেই পিছে ফিরতে রাজি না।

ডাক্তার গ্রে পেছন থেকে বলল, 'খুব কৌশলে নেভিলের প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলে হান। জানি, বহুদিন ধরে এই পেশায় আছ। গুণ্ডা বদমাশ ঘেঁটে ঘেঁটে হাত পাকিয়ে ফেলেছ। কিন্তু পরিস্থিতি তো বদলে যায়নি। পথ যতগুলো ছিল, ততগুলোই আছে। ওদের ভাগার সম্ভাবনা যা ছিল, এখনও তা-ই আছে। পেছনে যাবার যুক্তিটাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

'এখনও ওটা ধরে বসে আছ দেখছি! সাবাস! এতগুলো কথা শুধু শুধু বললাম।' ভ্রূকুটি করল শেরিফ। 'ঠিক আছে, বলছি।

বইঘর.কম

আমার মনে হয়, বব খুব একটা অভ্যস্ত না এই স্যাণ্ডল্যাণ্ডে। বেশিক্ষণ এনার্জি ধরে রাখতে পারবে না। কাহিল হয়ে থামবেই। থামতেই হবে। তোমরাও জানো।'

'তা জানি,' একমত হলো ডাক্তার গ্রে। 'কিন্তু আমরাও তো চলছি...'

'আমরা লেকের দিকে যাব প্রথমে। এর মাঝেই কোথাও ওদের পাওয়া যাবে আশা করি,' বাধা দিয়ে বলল হান শেফার। 'তবে, মনে হয়, কেবল একজনকে পাওয়া যাবে ওখানে। বরিস ববকে মেরে টাকাগুলো লুটে নেবে। আমার প্ল্যান হচ্ছে ওখানে পৌঁছে আচামারের সাহায্য নেয়া। ধাওয়া করতে থাকলে ঠিকই একসময়...'

হঠাৎ গুলির শব্দে কেঁপে উঠল চারিধার। কাছেই কোথাও হয়েছে শব্দটা। উত্তেজনা টের পেল নেভিল। স্পারের গুঁতোয় আদেশ দিল ফার্সকে। ট্রেইল থেকে বাঁয়ে চাপল বিশ্বস্ত ঘোড়া। হান আর ডাক্তার গ্রে সরে গেল ডানে। আবার গুলি চলল। নেভিলের মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে আঘাত করল জুনিপারের ডালে। দ্রুত লম্বা পাথরের পিছনে আড়াল নিল নেভিল। স্যাডল থেকে তুলে নিয়েছে উইনচেস্টার।

বোঝা যাচ্ছে, বব আর বরিস পাথরে ঘেরা উঁচু ভূমিতে আশ্রয় নিয়েছে। গুলি ছুঁড়ছে ওখান থেকেই। এ অবস্থায়, রিজ ধরে খাড়া উঠে যাওয়া আত্মহত্যার শামিল। ফের একটা গুলি আর্তনাদ করে মুখ লুকাল বালুর খাঁজে। একটাই রাইফেল বারবার গর্জন করছে। ব্যাপারটা যথেষ্ট সন্দেহজনক। দু'জন মিলে কেন আক্রমণ করছে না? কী মতলব ওদের? হয়তো শেরিফের কথাই ঠিক, বব দুর্বল। কিন্তু মরিয়া হয়ে উঠলে দুর্বল মানুষও ভয়ঙ্কর হয়ে যায়। জীবন বাঁচাতে রুখে দাঁড়ায়। ববও চাইবে মরণকামড় বসাতে।

আপাতত পেছনে ফেরার উপায় নেই। শেরিফের ভাবনাটা

বইঘর.কম

এই প্রথমবারের মত বেশ যৌক্তিক মনে হচ্ছে নেভিলের। বরিস ববকে মেরে ফেলতে পারে। সম্ভবত এখন একা হামলা চালাচ্ছে ওদের ওপর। সেটা হলে একটা রাইফেল থেকে লাগাতার আক্রমণের বিষয়টা মেলানো যায়। তবে বরিস গর্তে বসে হামলা করার লোক না। বরং আরও আটঘাট বেঁধে আঘাত করার কথা ওর। অথবা আরও দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ভেগে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। বড্ড চালাক স্লিক বরিস। শুধু শুধু থেমে ঝুঁকি বাড়াবে না কিছুতেই। তিনজনের বিপক্ষে একা লড়ার চেষ্টা মনের ভুলেও করবে না। www.boighar.com

নিচ থেকে মরা জুনিপারের ডাল তুলে নিল নেভিল। মাথার হ্যাটটা ওতে বসিয়ে উঁচু করল। আড়াল থেকে অসতর্ক মাথার মত উঁকি মারল হ্যাট। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাইফেল গর্জে উঠল। টুপিটা নামিয়ে চোখের সামনে ধরল নেভিল। লোকটা বরিস না, নিশ্চিত হলো। এমন সস্তা দরের ট্রিক সহজেই ধরে ফেলত বরিস। তা ছাড়া হ্যাট সম্পূর্ণ অক্ষত। বরিসের নিশানা এত খারাপ না। সেদিন দরজার বাইরে কেবল শব্দ শুনে ফুঁড়ে দিয়েছিল শেরিফকে, আর এত কাছ থেকে গুলি লাগাতে পারবে না? অসম্ভব!

সামান্য স্বস্তি পেল নেভিল। যদি গুলি বব চালায়, তা হলে একটা ভাল সম্ভাবনা আছে, বরিসকে মেরে ফেলেছে ও। তার মানে, বব এখন একা, আর ওরা তিনজন। অর্থাৎ, খুব সহজেই ওকে বাগে আনা যাবে।

নেভিল রাস্তার ওধারে চোখ রাখল। শেরিফ আর ডাক্তার অদৃশ্য হয়েছে এর মধ্যেই! ডাল ভাঙা কিছু জুনিপার জড়ো হয়ে আছে উঁচু জায়গাটা ঘিরে। যেন পরম মমতায় আগলে রেখেছে পলাতককে। পাহাড়চূড়া থেকে লাভা ঝরেছিল বহু বছর আগে। ওপরটা গর্তের মত হয়ে গেছে। সেখানেই বসে আছে বব ম্যালে।

বইঘর.কম

ববের চোখ ফাঁকি দিয়ে সরবার জায়গা নেই নেভিলের। ওপর থেকে সব দেখা যাচ্ছে। তবে ঘুরপথে অতর্কিতে ওর কাছে পৌঁছানোর সুযোগ আছে শেরিফ আর ডাক্তারের। ওরা হয়তো এখন সেটাই করছে, আশাবাদী হলো নেভিল। পাথরের ওপাশে ঢাকা পড়েছে দু'জনের ঘোড়া, অবস্থান অজানা।

বরিস নেই ভেবে যেটুকু খুশি হয়েছিল, এখন আর সেটুকু আনন্দ নেই ওর মনে। সত্যি বলতে ববের পক্ষে কিছুতেই বরিসের মত একজন ধুরন্ধর লোককে খুন করা সম্ভব না। অফিসে ওর প্যাঁদানি খেয়ে কীভাবে বব অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল মনে পড়ল নেভিলের। লড়াই ববের রক্তে নেই। অন্যদিকে বরিস জাত গানম্যান। এত সহজে একটা আনাড়ির কাছে কিছুতেই হারবে না সে।

বরিসের কী হয়েছে জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল নেভিল। চেঁচিয়ে বলল, 'বব! শুনতে পাচ্ছ? নাকি কানে কালা হয়ে গেছ? বব?'

'শুনছি। যা গলা তোমার, না শুনে উপায় আছে! ঠিক যেন ফাটা বাঁশ!' উত্তর দিল বব। গলায় বিদ্রূপের ছাপ স্পষ্ট। 'কী... আমাকে ধরবে না? ধরো দেখি। না থাক, তুমি পারবে না। তারচেয়ে বরং নিচে দাঁড়িয়ে আরশোলা মারো।'

পাত্তাই দিল না নেভিল। 'বরিস কোথায়?' প্রশ্ন ঠুকল ও।

হাসিতে ফেটে পড়ল বব। 'ও! বরিসকে চাই? বেশ, বেশ। ওর খবর দিলে আমি কী পাব?'

'জীবন,' সাফ জানাল নেভিল। 'তবে তার জন্য আগে তোমার পিস্তল ফেলে বাইরে আসতে হবে।'

চুপ হয়ে গেল বব ম্যালে। কয়েক মিনিট পেরুল। নেভিলের মনে হলো অনন্তকাল পেরিয়ে গেছে। শেষমেশ বব বলল, 'ও শহরেই আছে। আমার সঙ্গে আসেনি। বলল, তোমার ফ্যামিলির

বইঘর.কম

খোঁজখবর নেবে। নোটগুলোর কথা মনে আছে নিশ্চয়ই? ওখানে তো সব আগেই বলেছে। তুমি বড্ড বাজে লোক, নেভিল ক্রস, বউ-বাচ্চার জন্য কোনও চিন্তাই নেই? ছি, ছি, ওদের ফেলে চলে আসতে পারলে?'

কথাগুলো সত্যি হতে পারে, আবার হতে পারে মিথ্যাও। হয়তো ওকে আড়াল থেকে বের করতেই চালটা চেলেছে বব, খেপিয়ে তুলতে চাইছে। রাইফেল নামিয়ে হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিল নেভিল। নিশ্চিত হতে হবে ওকে, তার জন্য ঝুঁকি নিতে হলে নেবে। দেরি করার মত সময় নেই হাতে।

ওপাশ থেকে সতর্ক করল ডাক্তার, 'বেরিয়ো না, নেভিল। লুকিয়ে থাকো।'

তোয়াক্কা করল না নেভিল। ফার্সকে আড়ালে ছেড়ে লাফ দিয়ে নামল মাটিতে, তারপর লাগাল ভোঁ-দৌড়। খাড়া ঢাল ধরে এঁকে-বেঁকে ছুটে চলল। মরিয়া হয়ে ক্রমাগত গুলি ছুঁড়ল বব। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো সেগুলো, ধুলো ওড়াল পায়ের আশপাশে। সামনেই আরেকটা আড়াল দেখতে পেল নেভিল। পৌঁছুতে চাইল ওখানে। কিন্তু দূরত্ব যেন কয়েক মাইল। নরক ভেঙে পড়েছে ওর চারপাশে।

উনিশ

বেল ফ্রিম্যান একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বরিসের দিকে। লোকটার

বইঘর.কম

নড়চড় নেই। ওদিকে প্রচণ্ড মাথা ধরেছে তার, দপদপ করছে ব্যথার জায়গাটা। ব্যক্তিজীবনে মোটামুটি ভীরু বলেই পরিচিত সে, অল্পতেই ঘাবড়ে যায়। কিন্তু আজকের মত অসহায় আগে কখনও হয়নি। নেভিলের সঙ্গে নিজের পার্থক্য টের পাচ্ছে হাড়ে হাড়ে। ও-ও ভয় পায়, কিন্তু কাবু হয় না ভয়ের সামনে। কাপুরুষতা নেই ওর মাঝে। ঘাবড়ে গেলেও হাল ছাড়ে না কখনও। যেভাবে হোক, ঠিক কাজ করবে সে, ন্যায়ের পথে থাকবে... তার পরিণাম যা-ই হোক না কেন। আর সেজন্যেই নেভিলকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে ফ্রিম্যান। হেরম্যানকেও এতটা শ্রদ্ধা করেনি সে, করতে পারেনি। আপাতদৃষ্টিতে হেরম্যানকে বেশি কঠোর আর কার্যকর মনে হলেও নেভিল তার পিতার তুলনায় অনেক বেশি যোগ্য... অনেক বেশি নির্ভর করা যায় ওর ওপর।

এ-মুহূর্তে জীবনের কঠোরতম পরীক্ষায় পড়েছে ফ্রিম্যান। কী করবে বুঝতে পারছে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই লরা চলে আসবে সামনের দরজায়। তা ছাড়া ঘুম থেকে উঠে মাকে না দেখলে কান্না জুড়তে পারে ছোট্ট পেনি। নেভিল আজ রাতে ফিরতে পারবে কি না, তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। হয়তো কাল ফিরবে ঝামেলা মিটলে। আরও দেরি হতে পারে, বলা যায় না। চারদিকে বিপদ। তারমানে এখন ফ্রিম্যান সম্পূর্ণ একা। একাই সামলাতে হবে তাকে স্লিক বরিসের মত জলজ্যান্ত বিপদটাকে।

নীরবতা অসহ্য হয়ে উঠছে ক্রমশ। শেষমেশ কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল ফ্রিম্যান, 'নেভিল ফিরলে কী করবে তুমি?'

'ওকে খুন করব,' শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল বরিস। বিষয়টা যেন ওর কাছে ডালভাত। খুনখারাপি যেন রুটিন ওয়ার্ক।

ভয়ে রক্ত জমে গেল ফ্রিম্যানের। এমন একটা পরিবেশে এত সরল আলোচনা হবে খুনখারাপি নিয়ে, কল্পনাও করতে পারে না বেচারা। নিখাদ দুঃস্বপ্ন। ফ্রিম্যান এখন হেঁটে বেড়াচ্ছে দুঃস্বপ্নের

বইঘর.কম

ঘোলাটে দুনিয়ায়। চোখ বুজে খুব করে চাইছে সবকিছু ভুলে যেতে, পারছে না। চোখ মেললেই দেখছে পুরোটাই জ্বলজ্বলে বাস্তব। স্বপ্ন ভাঙে, বাস্তব না। চোখ-মুখ বিচ্ছিরিভাবে কুঁচকে গেল ফ্রিম্যানের। ঝামেলা মিটেছে ভেবে কী ভুলটাই না করেছিল! এখন বুঝছে, আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল ওর। দরজা খোলার আগে দু'বার ভাবতে পারত। এখন ওর ভুলের জন্যই নেভিলদের মরতে হবে। কেউ বাঁচবে না। www.boighar.com

সামনে ঝুঁকে চোখ সরু করল ফ্রিম্যান। চেয়ারে ভর দিয়ে স্থির হলো। 'নেভিলের সঙ্গে কীসের শত্রুতা তোমার? ওকে খুন করতে চাও কেন?'

'আছে পুরনো কিছু হিসাব-নিকাশ,' জানাল বরিস। 'হয়তো শেষমেশ ওকে না-ও মারতে পারি। কেবল ওর বউ আর মেয়েকে মেরে ফেললেও চলে। দেখা যাক! আমার কোনও তাড়াহুড়ো নেই। যা করব তোমার সামনেই করব। আর নেভিলকেও দেখিয়ে করব।'

এবারেও ভাবে কোনও হেল-দোল নেই বরিসের। যথেষ্ট শান্ত ভঙ্গিতে কথা বলছে, একদম পানসে মুখে। মাথাব্যথার কথা বেমালুম ভুলেই গেল ফ্রিম্যান। ভয় পেতেও ভুলে গেল মুহূর্তের জন্য। কেন এমন করছে বরিস, শুধু সেটাই ভাবতে চাইল। লাভ হলো না কোনও। তবে বুঝল, লোকটা খেপে আছে কোনও বিশেষ কারণে। তাই এত মরিয়া হয়ে উঠেছে। দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিশোধের কথা বলছে।

বরিসের মনের কথা পড়ার সামর্থ্য নেই ফ্রিম্যানের। চেহারা দেখে পাগল আর আত্মপ্রত্যয়ী মনে হয় ওকে। লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য একমনে অপেক্ষা করতে জানে লোকটা। ব্যস, ওটুকুই। এর বেশি কিছু বোঝে না ফ্রিম্যান। তার মনে হলো অপেক্ষাটা দারুণ উপভোগ করছে বরিস।

বইঘর.কম

নেভিল যখন বরিসের খবর জানতে পারবে, তখন দেরি হয়ে যাবে অনেক। ওকে আগেভাগে সাবধান করার কোনও কৌশল জানা নেই ফ্রিম্যানের। নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও শেষ চেষ্টা করতে রাজি আছে ফ্রিম্যান, তবে উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করবে সে। এখন সবটাই নির্ভর করে নেভিল কী অবস্থায় ঘরে ঢুকবে তার ওপর। এমন তো হতেই পারে, বেল কিছু করার আগেই নেভিলকে পাকড়াও করে ফেলতে পারে বরিস। তখন কী হবে? জানে না বেল ফ্রিম্যান।

হুট করে উঠে দাঁড়াল ফ্রিম্যান। বরিস কী করে দেখতে আগ্রহী। তা ছাড়া নিজেকেও পরীক্ষা করা প্রয়োজন, বরিসের তুলনায় ও কতটা স্লো সেটা বিচার করতে মরিয়া হয়ে চেয়ার ছাড়ল। ডাক্তার গ্রে বলে, বেশি ভয় পেলে মানুষের মুভমেন্ট বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই গা ঝাড়া দেয়াটা জরুরি ছিল।

ফ্রিম্যান লক্ষ করল, নড়াচড়ায় কোনও সমস্যা হচ্ছে না। অর্থাৎ, ভয়ে এখনও জমে যায়নি। বরিস অবশ্য খুব বেশি নড়ল না, সিক্সশুটারটা সামান্য কাত করল ওর বুক বরাবর। 'বেশি তেড়িবেড়ি করলে একটা বুলেট তোমার হার্ট ফুটো করে মেরুদণ্ডটা গুঁড়িয়ে দেবে। কথাটা যেন আবার বলতে না হয়।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল ফ্রিম্যান। 'বরিস, ওপরে পেনি একা। জেগে গেলে ভয় পাবে বেচারি। কান্নাকাটি করতে পারে। ওর কাছে যাওয়া উচিত।' চোখেমুখে আকুতি ফুটল তার। পুরোটাই ভান। কারণ এখুনি তেমন কোনও ভয় নেই। মেয়েটা কিছুক্ষণ হয় ঘুমিয়েছে, ব্যাঘাত না ঘটলে খুব শীঘ্রি ঘুম ভাঙার কথা না। তা ছাড়া ওর ওপরতলায় থাকাই ভাল, নিচে নামলে বরিসকে দেখে ভয় পেতে পারে।

'আগেই বলেছি,' থমথমে গলায় বলল বরিস, 'ক্যাঁওম্যাঁও করা বাচ্চা একদম সহ্য হয় না। পেনি না চেঁচালেই ওর মঙ্গল।'

বইঘর.কম

'কেমন মানুষ তুমি!' কাতর স্বরে বলল ফ্রিম্যান। 'বাচ্চা একটা মেয়ে... এসব যুক্তি বুঝবে? মুখের কথায় ওকে শান্ত রাখা সম্ভব নয়, বরিস।'

'সম্ভব নয়?' বাঁকা সুরে বলল বরিস, ঘাবড়ে দিল ফ্রিম্যানকে। 'চাইলেই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যায়। এমন ব্যবস্থা করব, একদম চুপ হয়ে যাবে বদ মেয়েটা।'

হুমকিটা পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারল না ফ্রিম্যান। বরিসের পক্ষে সবই সম্ভব। কোনও সুস্থ মানুষ পেনির মত শিশুর ক্ষতি করার কথা স্বপ্নেও ভাববে না, কিন্তু বরিসকে আপাতত কোনও দিক থেকেই সুস্থ ভাবা যাচ্ছে না, সম্পূর্ণ অসুস্থ মনে হচ্ছে। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল ফ্রিম্যান। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পাষণ্ড লোকটার দিকে।

নিথর হয়ে গেছে প্রকৃতি। সর্বত্র পিনপতন নীরবতা। ঘরের ভেতর দুটো মানুষ মুখোমুখি, পরস্পরের জন্য ঘৃণা পুষে রেখেছে মনে। চেহারায় সেই ছাপ নেই। বরিস নির্লিপ্ত, আর ফ্রিম্যান উদ্বিগ্ন। এমন সময় সামনের দরজা খোলার শব্দ ভেসে এল। ফ্রিম্যান দ্রুত উঠে দাঁড়াতে ব্যস্ত হলো। বাদ সাধল বরিস। 'উঁহুঁ। এত জলদি কীসের? আগে দেখি, কে এল।' www.boighar.com

নির্ঘাত লরা এসেছে, ভাবল ফ্রিম্যান। ও ছাড়া এ-সময় আর কে-ই বা আসবে! নেভিলের এত দ্রুত ফেরার কথা না। কখন ফিরবে ছেলেটা? অস্থির হয়ে পড়ল ফ্রিম্যান। আর কতক্ষণ থাকতে হবে এই উন্মাদ লোকটার সঙ্গে, এক ঘরে? এ-ভাবে বেশিক্ষণ চললে নিজেও পাগল হয়ে যাবে ফ্রিম্যান। টেনশন আর সহ্য হচ্ছে না ওর। লরাও পাগল হয়ে যাবে। বাচ্চাদের ব্যাপারে একদম অজ্ঞ ফ্রিম্যান। নিজের কোনও সন্তান নেই, তাই জানার সুযোগ পায়নি। কিন্তু এই আতঙ্ক অনুভব করলে পেনিও বদলে যাবে। আগের মত চঞ্চল, হেসে-খেলে বেড়ানো ছোট্ট মেয়েটা

বইঘর.কম

আর কোনও দিন স্বাভাবিক হতে পারবে না। আর পেনি যদি এদিক-ওদিক কিছু করে, তা হলে তো সাড়ে সর্বনাশ! বরিস বাচ্চা বলে ওকে ছাড় দেবে না।

আপাতত মনোযোগ আবার লরার ওপর ফিরিয়ে আনল ফ্রিম্যান। বেচারি জানেও না, সাক্ষাৎ মৃত্যু এসে বসে আছে ঘরে। বরিসের হুমকি অগ্রাহ্য করল সে, কথা বলে উঠল লরাকে সাবধান করে দেবার জন্য।

'লরা, শান্ত থাকো। চেঁচিয়ো না।'

ঘরে সবে পা রেখেছে লরা, থমকে গেল ফ্রিম্যানের সতর্কবাণীতে। মুখটা হাঁ হয়ে ঝুলে পড়ল অনেকখানি। বরিস ঝট করে এক পাশে সরল, যাতে দু'জনের দিকেই অস্ত্র তাক করতে পারে। বেল ফ্রিম্যান সাবধান না করলে হয়তো চিৎকারই দিয়ে বসত লরা। আপাতত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। হাতে বাজারের ঝুড়ি। অন্য হাতে মাংসের প্যাকেট। খুব দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। টুঁ শব্দটি করল না। মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না বেল ফ্রিম্যান—শক্ত নার্ভ লরার। অথচ ওর নিজের বউ হলে এতক্ষণে চেঁচিয়ে মাথায় তুলত বাড়ি।

'দারুণ!' প্রশংসা করল বরিস। 'ভেবেছিলাম ঘাবড়ে গিয়ে চিৎকার শুরু করবে। আমি আবার মেয়েলি চিৎকার একদম সহ্য করতে পারি না। তবে ভাল রান্না-বান্না জানলে অপরাধ মাফ করে দিই। তুমি রাঁধতে জানো?'

সাবধানে মাথা নাড়ল লরা। বুঝিয়ে দিল, জানে।

'চমৎকার রাঁধে,' তড়িঘড়ি করে বলল ফ্রিম্যান, লরাকে সরাতে চাইছে ঘর থেকে। 'রাত তো হয়ে এল, ওকে কিচেনে পাঠিয়েই দেখ না! নিরাশ হবে না, বাজি ধরছি।'

'বেশ, ভাল আইডিয়া,' হাসিমুখে বলল বরিস। 'যাও জমিয়ে রান্না করো দেখি।' তারপর ফ্রিম্যানের দিকে ফিরে হুকুম দিল,

বইঘর.কম

'তুমি লাকড়ি জোগাড় করো। দেখবে, যাতে ব্রেকফাস্টেও লাকড়ির টান না পড়ে। বেশি করে আনবে।'

পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত হুকুম। তবে অমান্য করার সাহস দেখাল না ফ্রিম্যান। উঠে সোজা কিচেনের দিকে হাঁটা দিল। অনেক কষ্টে দৌড়ে পালানোর ইচ্ছাটা রুখল ও। তাড়াহুড়ো করলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। লরাও থমকে থমকে চলল কিচেনের পথে, নিজের হাত-পা যেন ওর নিয়ন্ত্রণে নেই। ওরা ডাইনিঙে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে পিছু ডাকল বরিস, 'দাঁড়াও।'

কাঠের পুতুলের মত ঘুরে দাঁড়াল দু'জনে। ফ্রিম্যানের চোখ-মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ পড়ল, বহু কষ্টেও লুকাতে পারল না। ভুলটা প্রায় করেই ফেলেছিল বরিস। ফ্রিম্যান ঠিক করেছিল, ওরা পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সোজা চলে যাবে শহরে। লোকজন জড়ো করে ফিরবে বরিসকে পাকড়াও করতে। তাতে খুব বেশি সময়ও লাগত না। মাত্র কয়েকটা মিনিট যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বরিস যে ভুল করেনি, সেটা ওর পরবর্তী কথাগুলো পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল। ও বলল, 'লরা ক্রস, কিছু করার আগে মেয়ের কথাটা ভেবে নেবে আশা করি। বেচারি ওপরে ঘুমাচ্ছে, শান্তিতে। আপাতত ওর কোনও ক্ষতি করতে চাই না। নেভিল এলে ওর ব্যবস্থা করব... যা হবার নেভিলের সামনেই হবে। আট বছর অপেক্ষা করেছি আজকের দিনটার জন্য, আর কয়েকটা ঘণ্টা ঠিক কাটিয়ে দিতে পারব। তাই আগেই সাবধান করে দিলাম, ভুলেও উল্টোপাল্টা কিছু করার চেষ্টা করবে না। যদি নেভিল ফেরার আগেই অ্যাকশন নিতে বাধ্য হই, তা হলে নিজের কাছেই খারাপ লাগবে।'

ক্রূর হাসি উপহার দিল স্লিক বরিস। ফ্রিম্যানের কাছে হাসিটা ভেঙচির মত লাগল। বরিস ওকে পাত্তাই দিল না। ফের লরাকে বলল, 'আমাকে নিয়ে ভালই দুশ্চিন্তা করেছে নেভিল, তাই না?

বইঘর.কম

চিঠিগুলো পেয়েছে তো, নাকি?'

ভাষা হারিয়ে ফেলল লরা। একটা লোক এতটা নিষ্ঠুর কীভাবে হতে পারে, অবাক হলো ভেবে।

ওর হয়ে জবাবটা দিল ফ্রিম্যান, 'হ্যাঁ, তোমার চিঠি পেয়েছে। চিন্তায় ওর রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে।'

'ওই চিন্তা তো কিছুই না। আমার অপেক্ষার তুলনায় ওসব তুচ্ছ,' সাফ জানিয়ে দিল বরিস। 'নেভিল এখানে না আসা পর্যন্ত শান্তি নেই। ও এলেই সব হিসাব মিটিয়ে দেব। সুদে আসলে বুঝিয়ে দেব সব। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ওর কোনও ঠিক নেই, কখন আসবে কে জানে! শুধু শুধু দেরি করাচ্ছে।'

চুপ রইল লরা আর ফ্রিম্যান। ঠোঁটদুটো জমে পাথর হয়ে গেছে লরার। বাস্তবতা এখনও দুঃস্বপ্নের মত লাগছে... ভয়াল দুঃস্বপ্ন। যে আর্তচিৎকারের সঙ্গে নেভিলের ঘুম ভাঙত, ঠিক তেমন চিৎকার ওরও দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। তাতে যদি এই দুঃস্বপ্নটা ভাঙে!

বকে চলল বরিস, ওর যেন কথা বলার অসুখ হয়েছে, 'আমাদের বেশ কিছুক্ষণ একসঙ্গে থাকতে হবে। তোমার কপাল খারাপ, ফ্রিম্যান। বউকে খুব মিস করছ, না?'

'ও এতক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে খুঁজতে,' মিনমিন করে জানাল ফ্রিম্যান। www.boighar.com

'এখানে এসেছ সেটা বুঝবে বলে মনে হয় না,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল বরিস, 'তবে, যদি চলেই আসে, তা হলে ওকে পরপারের ওয়ান ওয়ে টিকিট ধরিয়ে দেব। ঘরে আর আপদ চাই না, বুঝলে? বেশি মানুষ, বেশি ঝামেলা।' এরপর লরাকে আদেশ দিল, 'অতিথি এলে দ্রুত বিদায় করবে। পেনির অসুখ, অথবা অন্য কোনও অজুহাতে ভাগাবে। ও, আরেকটা কথা... পেনি যেন কোনোভাবেই রুমের বাইরে না আসে।'

বইঘর.কম

আড়চোখে সিঁড়ির দিকে তাকাল বরিস। 'মেয়েটা উঠলেই ওর কাছে যাবে। ঘরে চুপচাপ বসে থাকতে বলবে। একটু আগেই ব্যাঙ্কারকে বলছিলাম, ক্যাঁওম্যাঁও করা বাচ্চা অসহ্য লাগে। তোমাকেও বলে দিলাম।' একটু দম নিল বরিস। তারপর বলল, 'আরেকটা কথা, আমার প্ল্যান এখন পর্যন্ত মোটামুটি ঠিকই আছে, কেবল একটা সমস্যা ছাড়া। ভেবেছিলাম নেভিলও বাড়িতে থাকবে। ও বোকার মত তোমাদের একা ফেলে বেরিয়ে গেছে। এখন বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করছি। তাই, ও ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার যত্ন-আত্তির দায়িত্ব তোমার। একটু পর দোতলায় চলে যাব, ওখানেই একটা ঘরে ঘুমাব। তবে আমার ঘুম খুব পাতলা, এদিক-সেদিক কিছু করতে গেলে ঠিক বুঝে ফেলব। তেমন কিছু হলে পেনির ঘরে যাব। তারপর কী করব, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল লরা। মেয়ের সমূহ বিপদ, বুঝতে বাকি নেই ওর।

'কী বুঝলে? জোরে বলো।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল লরা। গলায় আস্ত কোলা ব্যাঙ আটকে গেছে যেন! কথা বাইরে বেরুতে চাইছে না। শব্দগুলো গিলে ফেলল অজান্তেই, চুপ করে রইল।

'কী হলো? শুনতে পাচ্ছ না? বলো কী বুঝলে।' ধমক দিল স্লিক বরিস। বেশ উপভোগ করছে ওদের কাঁচুমাচু ভাবটা।

'ওকে মেরে ফেলবে,' ফিসফিসিয়ে বলল লরা।

'ঠিক, একদম ঠিক,' উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলল বরিস। 'যদিও এখুনি কিছু করতে চাই না, কিন্তু বাড়াবাড়ি করলে শাস্তি পাবে—কথাটা মনে থাকে যেন।'

মেনে নিল লরা। মাথা ঝাঁকিয়ে নিশ্চিত করল আবার।

পুরো সময়টা ফ্রিম্যান ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বরিসের

বইঘর.কম

দিকে। বুঝল কী চিন্তা চলছে শয়তানটার মাথায়। ধূর্ত শিকারির মত বাঁচার আশা দিচ্ছে, অথচ শেষমেশ বাঁচতে দেবে না কাউকেই। একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে ফ্রিম্যানের মাথাতেও। সেটা করেই ফেলল ও, 'আমি যদি শহর থেকে সাহায্য নিয়ে আসি?'

ভেঙচিটা ফিরে এল বরিসের মুখে। 'যাও না, যাও, নিয়ে এসো।' কড়া দৃষ্টিতে ফ্রিম্যানকে গেঁথে ফেলল ও। 'বাচ্চাটাকে জানালা দিয়ে বের করার চেষ্টা করবে তো? তারপর আসবে আমাকে ধরতে। কিন্তু সুযোগ পাবে না। প্রথমে পেনিকে গুলি করব, তারপর মিসেস ক্রসকে। ভেতরে ঢুকে দেখবে দু'জনের দেহ আছে, প্রাণ নেই। তখন খুব মজা হবে। কী বলো?' বাইরের দরজাটা এক ঝলক দেখে নিল বরিস। এবারে ফিরল লরার দিকে। 'খাবার বানাও। খিদে পেয়েছে।' হুকুম ঝাড়ল কড়া গলায়। বুঝিয়ে দিল আপাতত আর কথা বাড়ানোর মুড নেই ওর।

লরাও কথা না বাড়িয়ে কিচেনে চলে গেল। ফ্রিম্যান পিছন পিছন চলল। হুমকি-ধামকিতেও আশা পুরোপুরি মরে যায়নি। একটা সুযোগ নেবেই ফ্রিম্যান, মনে মনে ঠিক করেছে। তাতে যদি পেনির জীবনে কিছুটা ঝুঁকি আসে, তো আসবে। সবাইকে বাঁচাতে গেলে কিছু একটা ব্যবস্থা নিতেই হবে। ওর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে নেভিলের কথাগুলো। একটা পিস্তল এখনও লুকানো আছে, রান্নাঘরের ওদিকে। আগের রিভলভারটা বরিস হাতিয়ে নিলেও, ওটা দিয়ে বাজিমাৎ করা সম্ভব।

কিচেনে ঢুকেই দরজা আটকে দিল ফ্রিম্যান। লরা ভেতরে ঢুকে পড়েছে ততক্ষণে। ভয়ে কাঁপছে সামান্য। 'পিস্তলটা কোথায়, লরা? তাড়াতাড়ি বলো। কোথায় ওটা?' তাড়া দিল ফ্রিম্যান। 'দেরি করা ঠিক হবে না, শয়তানটাকে এক্ষুণি শেষ করতে হবে।'

মুহূর্তে অস্থির হয়ে পড়ল লরা। যেটুকু সাহস বুকে জমিয়ে নিজেকে স্থির রেখেছিল, সেটুকুও হারিয়ে ফেলল। ধপ করে ওর

বইঘর.কম

হাত থেকে ঝুড়ি আর প্যাকেট খসে পড়ল। ফ্রিম্যানকে জাপটে ধরে কেঁপে উঠল প্রবলভাবে। 'না, না, না!' কেঁদে ফেলল ও।

ফ্রিম্যান ওকে জড়িয়ে ধরে শান্ত করতে চাইল। ধীরে ধীরে স্থির হলো লরা। কান্নাটা কমে ফোঁপানির মত হয়েছে, একেবারে থামেনি। চোখ মুছল লরা। অপ্রস্তুতভাবে বলল, 'সরি।' নিজেকে আরেকটু দৃঢ় করতে চাইল। তারপর বলল, 'হয়তো তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু পেনির জীবনের ঝুঁকি নিতে পারব না কিছুতেই। বরিস ঠিক তার অপেক্ষাতেই রয়েছে। আমরা ভুল করলেই ও খুনোখুনি শুরুর সুযোগ পেয়ে যাবে। তুমি যে একাই ওর মোকাবেলা করতে চেয়েছ, তাতেই আমি খুশি, বেল। যথেষ্ট সাহসের ব্যাপার সেটা। কিন্তু এখন কিছু করতে যাবার দরকার নেই। আপাতত আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে।'

লরা ওর সাহসের কথা বলাতে খুশি হলো ফ্রিম্যান। সমাজের কেউ ওকে সাহসী ভাবে না। এর আগে কেউ এভাবে ওকে বলেওনি। গর্বে বুকটা ফুলে গেল ওর। সোজা লরাকে পাশ কাটিয়ে স্টোররুমে চলে গেল ফ্রিম্যান। আসলে লরা বুঝতে পারছে না, দেরি করলে সবাই মরবে, ভাবল ও। এখনই চান্স নিতে হবে, সময় থাকতে শেষ করে দিতে হবে বদমাশটাকে। দ্বিধাটুকু মন থেকে অবশেষে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছে বেল ফ্রিম্যান, নিজেকে স্বাধীন পুরুষ মনে করছে এই প্রথম।

ওখানে গিয়ে শেলফগুলো দ্রুত ঘেঁটে চলল ফ্রিম্যান। পিস্তল পেল না খুঁজে। লরা আবার কান্নায় ভেঙে পড়েছে। আওয়াজ আসছে কিচেন থেকে। সেদিকে নজর দিল না ফ্রিম্যান, ওর লক্ষ্য স্থির। পিস্তলটা যে করেই হোক, খুঁজে পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এক পা পিছিয়ে ওপরের তাকগুলোর দিকে চোখ রাখল। একটা চেয়ারে উঠে ওগুলো ঘেঁটে দেখবে কি না ভাবল। তাকগুলোতে জিনিসটা লুকিয়ে রাখা অস্বাভাবিক কিছু না, বরং সেটাই

বইঘর.কম

যুক্তিযুক্ত।

হাত তুলে তাকগুলোর ধার ঘেঁষে পরীক্ষা করল ফ্রিম্যান। যদি কোনায় লুকানো থাকে, তা হলে এভাবে বের করা সহজ। শেষমেশ হাতে ঠেকল জিনিসটা। টেনে ওটা বের করল ফ্রিম্যান। হাতে তুলে পরীক্ষা করল। ফুল লোডেড। দরজায় চোখ পড়তেই হতচকিত হয়ে গেল মুহূর্তেই। সেখানে সিক্সশুটার বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বরিস। শীতল চোখদুটো ওর চোখের দিকেই স্থির। সামান্য নড়চড় করলেই খতম করে দেবার আত্মপ্রত্যয় দৃষ্টিতে।

'ভদ্র ছেলের মত ওটা টেবিলে নামিয়ে রাখো, ব্যাঙ্কার,' হুকুম দিল বরিস।

অক্ষরে অক্ষরে হুকুম পালন করল ফ্রিম্যান। মাথাটা দপদপ করছে ফের। বুকে জমানো সাহসের বাতাস ভুস করে বেরিয়ে গেছে। এখন আবার নিঃস্ব লাগছে নিজেকে, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। লরা ঠিকই বলেছিল, এই চালটাও বরিস হিসাব করেই দিয়েছে। মিনিটদুয়েক ওদের একা থাকতে দিয়ে ফাঁদে ফেলেছে। লুকানো শেষ অস্ত্রটাও হাতিয়ে নিয়েছে সুকৌশলে!

বন্দুকের নাচনে ফ্রিম্যানকে দরজার কাছে সরতে নির্দেশ দিল বরিস। 'তুমি পাগল না বোকা, ঠিক বুঝতে পারছি না। এত করে বললাম! কথা শুনলে না!' আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল এদিক ওদিক। 'কী, এখন বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে? যাও, যাও। আমিও সিঁড়ি ধরে ওপরে যাচ্ছি। ফিরে এলে দেখবে, যা যা বলেছি ঠিক সেভাবেই কাজ হয়েছে। কথার খেলাপ করা তোমাদের স্বভাব, আমার না।'

'না!' চিৎকার দিল লরা। 'ও... ও কিছু করবে না। আমি কথা দিচ্ছি, তুমি যেমন চাইবে ঠিক তেমনটাই হবে।'

লরার কথাগুলো সময় নিয়ে মেপে দেখল বরিস। ভুরু কুঁচকে বলল, 'বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, মিসেস ক্রস। একটু আগেই সুন্দর

বইঘর.কম

করে বুঝিয়ে দিলাম, তাও তেড়িবেড়ি করল! ব্যাঙ্কারকে বিশ্বাস নেই। একটুও ভরসা করা যায় না ওর ওপর।'

মরিয়া হয়ে উঠল লরা, 'আমি বলছি, কিচ্ছু করবে না। তোমার কথা শুনে চলবে।'

এবারে খুশি হলো বরিস। 'ঠিক আছে। নেভিল না আসা পর্যন্ত এমনিতেও কিছু করবার ইচ্ছে নেই আমার। কথামত চললে ফ্রিম্যানের ক্ষতি হবে না আপাতত।' ব্যাঙ্কারের দিকে ফিরল। 'যাও, ফ্রিম্যান, লাকড়ির জোগাড় করো। তোমার মতি ফিরেছে কি না সেটা পরীক্ষা হয়ে যাক। তারপর দেখছি কী ব্যবস্থা করা যায়।'

ঘুরে ড্রইংরুমে চলল বরিস, বসে পড়ল আগের জায়গায়।

লরা চোখ লাল করে ফ্রিম্যানের দিকে তাকাল। 'এবার আশা করি আমার কথা শুনবে?'

অসহায়ভাবে লরাকে দেখল ব্যাঙ্কার। মুখটা অপরাধীর মত করে বলল, 'এমনটা হবে বুঝিনি। ভেবেছিলাম... ভেবেছিলাম ওকে আটকে দিতে পারব। খতম করতে পারব। এখন কী করব? কী করা উচিত?'

'অপেক্ষা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লরা। 'নেভিল না ফেরা পর্যন্ত কিছুই করা যাবে না। বরিস যদি পেনির কোনও ক্ষতি করে বসে, কোনোদিন তা পূরণ হবে না... নেভিল ওকে খুন করলেও না। তাই আপাতত শান্ত থাকতে হবে আমাদের। ধৈর্য ধরতে হবে।'

'তার মানে ওই পাগলটার কথায় নাচতে হবে,' নাক কোঁচকাল ফ্রিম্যান। 'ওর দয়ায় বেঁচে থাকতে হবে। তুমি সেটাই চাও?'

www.boighar.com

'হ্যাঁ, তা-ই চাই,' জোর দিয়ে বলল লরা। 'তোমাকেও সেটাই মেনে নিতে হবে। শান্ত থাকতে হবে।'

কথা বাড়াল না ফ্রিম্যান। ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বেলে

বইঘর.কম

উডশেডে চলে গেল। সেখানে একখণ্ড কাঠের ওপর বসে সিগারেট ধরাল। একগাদা প্ল্যান নিয়ে ভাবল। হতাশ হয়ে আবিষ্কার করল, সবগুলোই অনিশ্চিত। লরা ঠিকই বলেছে—অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু ববকে ধাওয়া করতে গিয়ে নেভিলদের যদি বার্নি লেক পাড়ি দিতে হয়, তা হলে? ডাক্তার আর হান শেফারকে নিয়ে ফিরতে দিনতিনেক সময় লাগবে অন্তত। স্যাণ্ডল্যাণ্ডে মানুষ খোঁজা চাট্টিখানি কথা না। কিন্তু ততক্ষণ কী করবে স্লিক বরিস? নিশ্চিত করে বলা যায় না। লোকটা বদ্ধ পাগল; লরা, পেনি... কেউই এখন নিরপদ নয়।

আচ্ছা, পেনিকে সত্যি সত্যি জানালা দিয়ে নামিয়ে নিলে কেমন হয়? ভাবল ফ্রিম্যান। ভাবনাটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল করে দিল। নাহ! দেয়ালে মই লাগালেই শব্দ হবে। ছুটে আসবে বরিস, কাছে-পিঠেই ওঁৎ পেতে আছে শয়তানটা। আরেকটা ভুলের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

উডশেডের চারদিকে চোখ রাখল ফ্রিম্যান। একটা জং ধরা ছুরি দেখতে পেল। দরজার কাছে শেলফে রাখা ওটা। জিনিসটা চাইলেই জামার হাতায় লুকিয়ে রাখা সম্ভব। তারপর চুপিচুপি ঘুমন্ত বরিসকে মারার চেষ্টা করা যায়! এক কোনায় ছোট্ট কুঠার পড়ে আছে। চাইলে ওটাও কোমরে গুঁজে ফেলা যায়। একটা কোপ বরিসের মাথায় বসাতে পারলেই কেল্লা ফতে! এমন আরও অসংখ্য আইডিয়া ঘুরপাক খেয়ে চলল ফ্রিম্যানের মনে। বার বার ঘুরে ফিরে পুরনো আইডিয়াগুলোই ফেরত এল, এবং সবগুলোই শেষমেশ ব্যর্থতার আভাস দিল। ওর জায়গায় নেভিল হলে হয়তো সফল হতো। ফ্রিম্যানের পক্ষে অত সাহসী হওয়া অসম্ভব।

দাঁড়িয়ে কাঠ কাটতে শুরু করল ফ্রিম্যান। মেপে আঘাত বসাল টুকরোগুলোতে। মাথা কাজ করছে না, কেবল হাত চলছে। মাথায় পেনির জন্য ভাবনা। বেচারি একা শুয়ে আছে ঘরে,

বইঘর.কম

আতঙ্কের কিছুই জানে না এখনও। ঘুম ভাঙলেই টের পাবে কী ভয়ঙ্কর বিপদে রয়েছে ওরা। লরা কি ওকে সামলাতে পারবে? অসহায়ত্বের মুখে অসুস্থ বোধ করল ফ্রিম্যান। কিচ্ছু করার নেই ওর।

লরাও অসহায়... আরও অনেক বেশি অসহায়।

বিশ

স্যাণ্ডল্যাণ্ডে একাকী নেভিলও অনুভব করছে অসহায়ত্ব। ভয়ঙ্কর ভুলটার জন্য আফসোস করার সময় নেই আর। ক্রমাগত ধুলো উড়িয়ে চলেছে বেপরোয়া বুলেট। প্যান্টের কাপড় ছিঁড়ে উরুতে ছোবল বসিয়েছে তারই একটা। ব্যথায় অজ্ঞান হবার জোগাড়, বহু কষ্টে নিজেকে সচেতন রেখেছে ও। আরেকটা গুলি জুতো ফুঁড়ে দিয়েছে, ভাগ্য ভাল পায়ে লাগেনি, বেরিয়ে গেছে আঙুলের পাশ দিয়ে। কিছুদূর গিয়েই অগত্যা ঝাঁপ দিল ও, মাথা লুকাল নিচু একটা পাথরের চাঁইয়ের পেছনে। আশ্রয়টা পুরোপুরি নিরাপদ নয়, কিন্তু এ-মুহূর্তে ওটুকুই সম্বল। পরিশ্রমে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে ওর।

হাতের ছাল উঠেছে বালুর ঘষায়, জ্বলছে জায়গাটা। চুপচাপ শুয়ে দম নিল নেভিল। ডাক্তার আর শেরিফ অন্যদিক দিয়ে ওপরে পৌঁছুতে চাইছে। গুলি ছুঁড়ছে ক্রমাগত। হান শেফার ওপরে পৌঁছে গেছে প্রায়, গ্রে এখনও মাঝ রাস্তায় হিমশিম খাচ্ছে। সহসা

বইঘর.কম

থেমে গেল গোলাগুলি; নেভিল বুঝল, দম নিচ্ছে দু'পক্ষই।

পাহাড়ের খাঁজে ডুব দেবার পাঁয়তারা করছে সূর্য। আঁধার নেমে আসছে দ্রুত। আলোকস্বল্পতার কারণেই বেঁচে গেছে কি না ভাবল নেভিল। ওকে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না বব, পারছে না ভালমত টার্গেট করতে। আবার এমনও হতে পারে তিনজনের সঙ্গে একা লড়াই করে হিমশিম খাচ্ছে, সেজন্যে নিশানা ছুটছে বারবার। তবে নিশানা খারাপ হবার সম্ভাবনাই সবচেয়ে প্রবল। বব ম্যালের হাত বন্দুকে কাঁচা।

সময় বয়ে চলেছে, ধীর গতিতে। এক মুহূর্ত এক বছরের সমান মনে হচ্ছে এখন। নেভিল উপুড় হয়ে শুয়ে আছে পাথরের আড়ালে। বব সামান্য দূরে। অসতর্ক হলে সহজেই খুলি উড়ে যাবে নেভিলের, তাই মাথা তুলে দেখার দুঃসাহস করল না। অথচ ওর অবস্থান বোঝাটাও যথেষ্ট জরুরি, নইলে আক্রমণ করা কঠিন।

এলোপাথাড়ি দৌড় দিয়ে কাজের কাজ হয়নি, মনে মনে নিজেকে দুষল নেভিল। নাক গুঁজে রেখেছে বালুর বুকে। আজ এখানে মরে গেলে লরা আর পেনির কোনও উপকার হবে না। বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। তারপর দ্রুত ফিরতে হবে, পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। পায়ে গুলি লেগেছে, তবে জখম তেমন গুরুতর কিছু না। ববকে থামাতে হবে সবার আগে, আপাতত সেদিকেই মন দিল। শুয়ে থাকার কোনও মানেই নেই, জানে ও। ববকে ধরতে হলে তৎপর হতে হবে। জীবনের ঝুঁকি কিছুটা নিতেই হবে... কিছু একটা করতে হবে। ডাক্তার আর শেরিফের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করল নেভিল। দু'দিক থেকে শয়তানটাকে ঘিরে ধরা গেলে বিপদ কমবে কিছুটা। পরিকল্পনাটা ভাল, কিন্তু লরা আর পেনির চিন্তায় ওর মাথায় সব প্ল্যান তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

বইঘর.কম

একপাশ থেকে অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে উঁকি দিল নেভিল। সিক্সশুটার ড্র করে হ্যামার পুল করল। আন্দাজে তাক করে গুলি ছুঁড়ল ববের দিকে। তারপর দ্রুত আড়ালে চলে গেল।

বব যোগ্য জবাব দিল পাল্টা গুলি ছুঁড়ে। গুলি লাগল পাথরের কিনারে। চলটা উঠিয়ে অন্যদিকে চলে গেল সিসার টুকরো। নেভিল না সরলে সর্বনাশ হতে পারত। সুযোগটা কাজে লাগাল হান শেফার আর ডাক্তার গ্রে, দু'জনে দ্রুত এগোল আরও কিছুটা। নেভিল শুনতে পেল ওদের পায়ের শব্দ। কাউকে দেখতে না পেলেও শব্দ শুনে অবস্থান বুঝতে পারছে নেভিল। বিশেষ করে ববের গুলির আওয়াজ শুনে ও কোথায় আছে টের পেয়েছে। আগের জায়গা থেকে এতটুকু নড়েনি লোকটা, ঘাপটি মেরে বসে আছে ওখানেই। www.boighar.com

অসহায়ভাবে বালুতে ঘুসি বসাল নেভিল। একটা লোক ওদের সবাইকে আটকে ফেলেছে, ওরা কিছুই করতে পারছে না! মরিয়া ভাবটা লুকিয়ে হাঁক দিল, 'ভালয় ভালয় রাইফেল ফেলে বাইরে এসো, বব। আমি ওখানে পৌঁছে গেলে কিন্তু খবর আছে।'

'এসেই দেখো না, কী করি তোমার,' গলা চড়াল বব ম্যালে। 'রাইফেল ফেললে তোমার কপালে টিপ পরাব কীভাবে?'

আরও একবার সূর্যের অবস্থান পরীক্ষা করল নেভিল। খুব বেশি সময় নেই হাতে। পুরোপুরি আঁধার নামলেই পালানোর চেষ্টা করবে বব। তখন ওকে ধরা মুশকিল হয়ে যাবে। রাতের অন্ধকারে এলোপাথাড়ি গুলি চালালে কোথা থেকে কে ঘায়েল হয়ে যাবে বলা কঠিন। অমন ঝুঁকি নিতে চায় না ও। আরেকবার চেষ্টা করা দরকার ববের কাছে যাবার। লোকটা ওঁৎ পেতে আছে, যে-দিক থেকে আগেরবার গুলি করা হয়েছিল, ঠিক সেদিক বরাবর। হয়তো অন্যদিক দিয়ে গেলে কিছুটা বাড়তি সময় পাবে নেভিল। অফিসে ববের সঙ্গে মারামারির ঘটনাটা আবার মনে করল ও।

বইঘর.কম

ববের হাত অত চালু না, সিদ্ধান্ত নিতে কিছুটা সময় লাগে লোকটার। সেই সুযোগটাই কাজে লাগাতে হবে যে করেই হোক, ঠিক করল নেভিল।

আপাতত আর কিছুই মাথায় আসছে না নেভিলের। একটাই প্ল্যান, সেটাই কাজে লাগাতে হবে। গড়িয়ে আবার আগের কিনারে গেল নেভিল। হাত উঁচিয়ে একটা গুলি ছুঁড়ল আন্দাজে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা উল্টো ডিগবাজি দিয়ে চলে এল অন্য ধারে। স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠে খাড়া পথ ধরে ছুটল প্রাণ হাতে নিয়ে। ফাঁদে পা দিল বব, গুলি করল নেভিলের গুলির শব্দ লক্ষ্য করে। ববের গুলির শব্দে নেভিলের পায়ের আওয়াজ ঢাকা পড়ল। ততক্ষণে নেভিল চলে এসেছে নতুন আড়ালের পিছে। জায়গাটা ববের আরও কাছে, একদম কাছে। বব টের পেয়ে ফায়ার করল ফের। গুলি পাথরে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল এবারেও।

'হান!' চিৎকার দিল নেভিল। 'শুনতে পাচ্ছ? হান শেফার।'

'পাচ্ছি, যা হেঁড়ে গলা তোমার, না শুনে উপায় আছে?'

'ডাক্তার! ডাক্তার!'

'এদিকে,' জবাব দিল ডাক্তার গ্রে। 'আরও দশ কদম এগিয়েছি, একটু গেলেই ধরে ফেলতে পারব আশা করি।'

'দাঁড়াও, এগিয়ো না,' বাধা দিল শেরিফ। 'বেকার গুলি খেয়ে লাভ নেই। তা ছাড়া, মনে হয় বদমাশটা আহত।'

'দেরি করা অসম্ভব!' অসম্মত হলো নেভিল। 'আমিই সবচেয়ে কাছে আছি। এক্ষুণি ওর ওপর ঝাঁপ দেব।'

'আমরাও সঙ্গে যাব,' জানাল গ্রে। 'শয়তানটাকে দেখতে পাচ্ছ?'

'না,' বলল নেভিল, 'দেখা লাগবে না। তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলেছি। কেউ না কেউ ধরতে পারবই।'

'গর্তে বসে আছে বদমাশ,' বলল গ্রে। 'চারদিকে পাথরে

বইঘর.কম

ঘেরা। একটু সামনে গেলেই দেখতে পাব।'

'এসেই দেখো!' চিৎকার দিল বব। 'প্রথমে ক্রসর্কে মারব, তারপর সবক'টা শুয়োরের বাচ্চাকে...'

কথাটা পুরোপুরি শেষ করতে পারল না সে। হান ততক্ষণে দৌড়ে চলে গেছে একদম ওপরে। নেভিলের দিকে মনোযোগ থাকায় ওকে খেয়াল করেনি বব। গুলি ছুঁড়ল শেরিফ। আওয়াজ শুনেই নেভিল আর ডাক্তার ছুট দিল দু'দিক থেকে।

গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগুচ্ছে হান, ববের থেকে ওর দূরত্ব সবচেয়ে বেশি। এঁকে-বেঁকে চলছে সে, নিচু হচ্ছে, গুলি করছে, আবার ছুটছে। বব তার দিকেই প্রথম গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু নেভিল ততক্ষণে পৌঁছে গেছে ঘাড়ের কাছে। প্রতিরোধের সুযোগ পেল না বব ম্যালে। পাথরের ওপর দিয়ে ঈগলের মত উড়ে এল নেভিল, ঘুসি বসাল চোয়ালে। ট্রিগারে চাপ পড়ে এলোপাথাড়ি গুলি ছুটল ববের সিক্সশুটার থেকে, লক্ষ্যভেদ করতে পারল না। ততক্ষণে ডাক্তার গ্রে-ও পৌঁছে গেছে কাছে। ডাক্তারের গুলি আঘাত করল ববের পাঁজরে। মাটিতে ছিটকে পড়ল বব।

পিস্তলটা তখনও ববের মুঠোয়, ছুটে যায়নি। নেভিলের দিকে তাক করতে চাইল দুর্বল হাতে। সুযোগ দিল না নেভিল। বুকের ওপর চেপে বসে ক্রমাগত ঘুসি ঝাড়ল নাকে-মুখে। নাক ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল ববের, চেহারা ভচকে গেল। অস্ত্র খসে পড়ল হাত থেকে।

'ধরেছি!' হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোষণা দিল নেভিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেল কেসি ম্যালেকে। মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে গর্তের একপাশে ফেলে রাখা হয়েছে। কপালে আঘাতের চিহ্ন। রক্ত শুকিয়ে কালো হয়েছে গালের দু'ধারে।

'বাঁধনটা খুলে দাও, নেভিল,' আর্তনাদ করল কেসি। 'পিস্তলের বাট দিয়ে মাথায় মেরেছে শয়তানটা। তারপর বেঁধে

বইঘর.কম

ফেলেছে। সেই তখন থেকে পড়ে আছি।'

ববের অস্ত্রটা লাথি মেরে সরিয়ে নিজের সিক্সশুটার হোলস্টারে রাখল নেভিল। তারপর উরুতে বাঁধা খাপ থেকে ছোরা বের করে কেসির বাঁধন কাটতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ববের দেহ থেকে প্রাণ যাই যাই করছে। নেভিল ওর দিকে আড়চোখে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। নড়াচড়া কমে আসছে লোকটার, আয়ু ফুরিয়ে এসেছে প্রায়।

'বরিস কোথায়?' ববকে প্রশ্ন ছুঁড়ল।

'গোল্লায় যাও!' পাত্তাই দিল না বব ম্যালে।

ডাক্তার গ্রে-ও লাফিয়ে নামল গর্তে। ববের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল, শার্ট খুলে পরীক্ষা করল ক্ষতটা। সব দেখে মাথা নাড়ল বিষাদে, 'তোমার সময় ফুরিয়ে এসেছে, বব। কিছু বলতে চাইলে বলে ফেলো।'

বব বীরপুরুষ না। তবুও মৃত্যুটা বেছে নিল বীরের মত। শেষবারের মত বলল, 'গোল্লায় যাও!' তারপর নিস্তেজ হয়ে পড়ল। পৃথিবী থেকে বিদায় নিল বব ম্যালে, চিরতরে।

কেসিকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল নেভিল। পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কেসি। কপালে হাত দিয়ে ক্ষত পরীক্ষা করল, ব্যথায় হাত টনটন করছে ওর। কব্জি ধরে ডলল কয়েকবার। 'উফ, মাথাটা ফাটিয়ে দিয়েছে! বর্বর কুকুর! মরেছে, বেশ হয়েছে।'

গানবেল্টে পিস্তল গুঁজল শেরিফ হান। গর্ত থেকে উঠে কেসির দিকে সাহায্যের হাত বাড়াল। হাতটা ধরল কেসি। নেভিল নিচ থেকে ঠেলল ওকে, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ওপরে উঠল ও। হানের পাশে দাঁড়াল। এরপর একে একে উঠে এল নেভিল আর ডাক্তার।

'তোমরা এখানে এলে কীভাবে? বরিস কোথায়?' তড়িঘড়ি জানতে চাইল নেভিল।

বইঘর.কম

‘শহরেই আছে,’ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না কেসি, জবাবটা মাটিতে বসেই দিল। ‘টাকাগুলো ঝোপের ধারে পাবে,’ ছোট্ট একটা জুনিপারের ঝোপ আঙুল তুলে দেখাল ও। সেখানে ওদের ঘোড়াদুটোও বাঁধা। ‘টাকাগুলো নিয়ে লেকের ধারে যাচ্ছিলাম। ওখানেই বরিসের আসার কথা ছিল কাজ সেরে। কেন জানি না পেছনে থেকে গেল লোকটা, আমাদের সঙ্গে এল না।’ www.boighar.com

ডাক্তার গ্রে-র দিকে তাকাল নেভিল। বুড়ো পাশেই আছে, কান খাড়া করে সব শুনেছে। শেরিফের হাতে ক্ষত করেছে আরেকটা বুলেট, সেখানে পট্টি বাঁধতে ব্যস্ত আপাতত।

হান কথা বাড়াল, ‘তারপর কী হলো? পুরোটা বলো, বাপু। আধাআধি কথা ভাল লাগছে না।’

‘আমাকে অ্যারেস্ট করবে, তাই না?’ জানতে চাইল কেসি।

‘তা তো করবই,’ সাফ জানাল শেরিফ।

‘কোন্ অভিযোগে?’

‘এখনও ভাবিনি। তবে মুখরোচক কিছুই দেব। ভেবো না, তোমার প্রতিভার অসম্মান হবে না। এখন বকবক থামিয়ে আসল কথা বলো।’

‘জানো, অনেক চেষ্টা করেছি, যাতে তোমাদের কিছুটা সুযোগ করে দেয়া যায়,’ মরিয়া হয়ে বলল কেসি। ‘বরিস যখন সঙ্গে আসতে চাইল না তখন অন্যভাবে ওদের বাধা দিতে চেয়েছি। টম রডকে দেখেই ওর দিকে গুলি ছুঁড়ে সতর্ক করেছি। জানতাম লোকটা তোমাদের কাছেই যাবে। গিয়েছিল তো?’

‘হ্যাঁ, এসেছিল টম। তোমাদের পালানোর খবরটা ও-ই দিয়েছে,’ জানাল হান শেফার।

চিরচেনা কেসি বদলে গেছে অনেকটাই। আজ সকালে ওকে যতটা দুর্বোধ্য লাগছিল, এখন আর ততটা লাগছে না নেভিলের। কালিঝুলি মেখে একাকার হয়ে আছে মেয়েটা। চেহারায় ব্যথার

বইঘর.কম

ছাপ স্পষ্ট। এই প্রথমবারের মত ওকে ছলনাময়ী, ধোঁকাবাজ মনে হচ্ছে না। বরং একজন প্রকৃত মানুষ বলে স্বীকৃতি দিতে ইচ্ছে করছে। হয়তো অপরাধবোধ ওকে এমনটা করেছে, নেভিল নিশ্চিত হতে পারে না। কেবল আন্দাজে ভর করে ওর পরিবর্তনটাকে স্বাগত জানায় মনে মনে।

'টম তোমাকে বরিস ভেবেছিল,' বলল নেভিল।

'বরিসের ঘোড়ায় ছিলাম, ওটাতে করেই পালাচ্ছিলাম,' জানাল কেসি। 'হয়তো তা-ই অমন বলেছে। তা ছাড়া টম অনেক দূর দিয়ে যাচ্ছিল। আমার মনে হয় বরিসের কোনও ইচ্ছাই ছিল না লেকের ধারে আসার। ও চেয়েছিল যাতে আমরা শহরের বাইরে চলে যাই, আর শেরিফ আমাদের ধাওয়া করতে পিছু নেয়। আসলে পুরো ধোঁকাবাজির প্ল্যানটাই বরিসের সাজানো, ববের মাথায় এই আইডিয়া আসেনি। টাকার চিন্তা কখনই মুখ্য ছিল না লোকটার কাছে, কেবল সঠিক সময়ের জন্য ওঁৎ পেতে ছিল। অপেক্ষা করছিল ধৈর্য ধরে।'

'কী চায় ও?' ভ্রূকুটি করল নেভিল। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। দুর্বোধ্য লাগছে কেসির স্বীকারোক্তি।

'নোটগুলোর কথা মনে আছে তো,' মনে করিয়ে দিতে চাইল কেসি, 'ওগুলো তোমাকে অযথা ভয় দেখাতে লেখেনি। আমি ভেবেছিলাম পুরোটাই ধোঁকা। ভেবেছিলাম, তোমাকে শহর থেকে সরাতে মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে বরিস। কার্লোসকে ওরাই তোমার পেছনে লাগিয়েছিল। ওর ওপর নির্দেশ ছিল, তোমাকে জখম করার। আহত হলে বাসায় থাকতে বাধ্য হতে তুমি। সেটাই চেয়েছিল বরিস। তোমাকে নিজের হাতে মারতে চেয়েছিল। লোকটা বদ্ধ উন্মাদ! মাথা খারাপ ওর। আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার। তোমারও বোঝা উচিত ছিল, নেভিল। ওই লোকটা কাউকে মানুষ বলেই মনে করে না। আমাকেও মেয়ে

বইঘর.কম

বলে কোনও ছাড় দিতে চায়নি। নিষ্ঠুর, পাষাণ ও। একরোখা এক শয়তান।'

www.boighar.com

'কে ও? ও কি আসলেই স্লিক বরিস? নাকি ছদ্মনামে এসেছে?'

www.boighar.com

'জানি না,' বলল কেসি। 'ববের সঙ্গে লোকটার দেখা হয় অ্যারিজোনায়। বব পেশাদার প্রমোটার। লোক ঠকিয়ে বেড়াত বিভিন্ন মাইনিং ক্যাম্পে। বরিসই ওকে এই শহরের কথা জানিয়েছে... লেক আর স্যাণ্ডল্যাণ্ডের যোগাযোগ দেখিয়ে বুঝিয়েছে এখানে ভাগ্য বদলানো সম্ভব। সেজন্যই বব এসেছিল। লোভের ফাঁদে পা দিয়েছিল। কিন্তু বরিসের মাথায় ছিল ভিন্ন প্ল্যান। সেটা কী, তা অবশ্য জানি না। হয়তো ববও শেষ পর্যন্ত জানতে পারেনি। পালানোর সময় আমাকে বলেছিল, বরিসের মতিগতি ওর দুর্বোধ্য লাগছে। কথাটা মেনে নিতে পারিনি। এতদিন ধরে ওরা পার্টনার, অথচ একজনের প্ল্যান অন্যজন জানে না, এ কেমন কথা? তা হলে আমাকেই বা দলে টানল কেন? কিছুক্ষণ পর এখানে এসে ঘোড়া দাঁড় করালাম আমরা। মাটিতে নামতেই ওর পায়ে গুলি করলাম। ও...ও ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। বন্দুক দিয়ে বাড়ি মেরে অজ্ঞান করল। বেঁধে ফেলল হাত-পা। বব ভেবেছিল তোমাদের সঙ্গে লড়াই করে পারবে। তা ছাড়া পায়ে গুলি খেয়ে অনেক রক্ত ঝরেছে ততক্ষণে। এমন দশায় একা খুব বেশিদূর যেতেও পারত না। ভেবেছিল তোমরা ওকে সহজেই ধরে ফেলবে। আর ধরতে পারলেই টাকা চুরির দায়ে প্রতিশোধ নেবে। ওকে খুন করবে।'

'কেসি?' ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল নেভিল। 'আর কী বলেছে বব?' মেয়েটার জন্য বুকের মধ্যে চাপা কষ্ট টের পাচ্ছে নেভিল। নিজেকে এখন আর অপরাধী মনে হচ্ছে না সেজন্য। কেসির কষ্টও কিছু কম হয়নি এই ষড়যন্ত্রে। বেচারি জীবিকা

বইঘর.কম

অর্জনের জন্য কুকর্মে জড়িয়ে গেছে, কারও ক্ষতি করার ইচ্ছে ওর ছিল না।

মুখ তুলে সামান্য হাসল কেসি, 'কী অদ্ভুত, তাই না?' ক্ষীণ কণ্ঠে বলল। 'তোমাকে এতদিন যা যা বলেছি, তার পুরোটাই সত্যি! যদিও ভাবিনি কথাগুলো বিশ্বাস করবে। জানতাম ওরা তোমাকে মারতে চায়, তাই দূরে সরাতে মরিয়া হয়েছিলাম।' আশা নিয়ে এবারে শেরিফের দিকে মুখ ঘোরাল ও। 'আমার সহযোগিতার জন্য কি কোনও পুরস্কার পাব? ববকে না থামালে ও কিন্তু লেকটা পেরিয়ে যেতে পারত। তখন ওর টিকিটাও ধরতে পারতে না তোমরা।'

'অবশ্যই। বিচারের সময় সবটা মাথায় রাখা হবে,' ওকে আশ্বস্ত করল হান শেফার।

কেসির হাতদুটো নিজের হাতে নিল নেভিল। 'কেসি? বব আর কিছু বলেনি?' জানতে চাইল আরও একবার। মনে চিন্তার ঝড় চলছে ওর; পরিবারের চিন্তা, নিজের চিন্তা। দুটো চিন্তাই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

পাথরে মাথা রেখে চোখ বুজল কেসি। 'প্রতিশোধ নিতে চায় বরিস। আট বছরের পুরনো প্রতিশোধ। পুরো পরিকল্পনা সাজিয়ে ও কেবল একটাই উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছে। সবাইকে তোমার বিরুদ্ধে খেপিয়েছে সেজন্যই। চেয়েছে যাতে সমাজের অপবাদ সইতে না পেরে নিজেই আত্মহত্যা করো। অথবা হারাও তোমার পরিবারকে। সব করেছে তোমাকে কষ্ট দিতে। তোমার মেয়েকেও হুমকি দিয়েছে প্রতিশোধ নিতে। কথাটা জানার পরই আমি ববকে থামাতে বাধ্য হয়েছি। চেয়েছিলাম ফিরে গিয়ে তোমাকে সাবধান করব। কিন্তু সে-সুযোগ পাইনি। সে-সুযোগ বব আমাকে...'

চোখ খুলে কেসি দেখল নেভিল ওর পাশে নেই, দৌড়ে

বইঘর.কম

চলেছে ঢাল ধরে নিচে, ফার্সের দিকে।

বাধা দিতে চাইল হান, চিৎকার দিল, 'নেভিল! দাঁড়াও! একা যেয়ো না, আমরাও যাব। একা যাওয়া ঠিক হবে না।'

ডাক্তার থামাল শেরিফকে। বলল, 'ওকে যেতে দাও, হান। এই লড়াইটা ওকেই লড়তে হবে। নিজের জন্য, সবার জন্য।'

একুশ

অতীতের স্মৃতিগুলো আচমকা ভিড় জমিয়েছে নেভিলের চিন্তায়। দৌড়ে চলেছে ফার্সের দিকে, কিন্তু মন পড়ে আছে হারানো অতীতে। সেই আট বছর আগে... ভেসপার এডের দোকান, সেই রাইফেল শট, বেরি গ্যাঙের বিনাশ, নিক বেরির পালানোর দৃশ্য, সবকিছু চোখের সামনে ভেসে উঠছে একে একে। হান শেফার বারবার চেষ্টা করেছে যাতে নেভিল ওসব ভুলে যায়, স্বাভাবিকভাবে জীবনটা কাটাতে পারে। বলেছে, ওরা কেউ বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলেও কোনও দিন ফিরবে না। অথচ সে সবই ছিল মিথ্যে সান্ত্বনা। বরিস ফিরে এসেছে... আট বছরের জমা ক্ষোভ নিয়ে। এতদিন ধরে পুষে রেখেছে রাগ। নিশ্চয়ই বরিসের সঙ্গে যোগাযোগ আছে বেরি গ্যাঙের। না হলে কিছুতেই এতদিন ধরে ওর জন্য বুকে প্রতিশোধের আগুন জ্বেলে রাখত না লোকটা।

তাড়াহুড়ো করে ফার্সের পিঠে চাপল নেভিল, স্যাডলে স্থির

বইঘর.কম

হলো। হাঁটুর চাপে মুখ ঘোরাল ঘোড়ার। কেসি বলেছে বরিস উন্মাদ, হয়তো ঠিকই বলেছে! পাগল ছাড়া পেনির ক্ষতির কথা ভাবতেও পারবে না কেউ। চিঠিগুলো পাবার পর থেকেই নেভিল নিজেকে সেটাই বোঝাতে চেয়েছে। চিঠি, নোট, যা-ই বলা হোক না কেন, ওখানে স্পষ্ট করে বলা আছে আসল উদ্দেশ্যর কথা। নিক বেরির বাবা আর ভাই হত্যার বদলা নেয়া হবে। প্রতিশোধ নেয়া হবে নেভিলের স্ত্রী-মেয়ের জীবনের বিনিময়ে।

বাড়িতে একমাত্র বেল ফ্রিম্যান আছে বরিসের পথের কাঁটা হয়ে। ওই পাগলের সঙ্গে ফ্রিম্যানের মত সাদাসিধে মানুষের এঁটে ওঠা অসম্ভব। চিন্তাটা মাথায় আসতেই তুমুল বেগে ঘোড়া ছোটাল নেভিল। শহরে ফিরতে হবে, জলদি।

উদ্দাম গতিতে পথ চলল বেশ কিছুক্ষণ, তারপর রাশ টেনে গতি কমাল নেভিল। ঘোড়াটা শহর ছাড়িয়ে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে। এক ফোঁটা বিশ্রাম পায়নি। আবার ওকে ছোটানো হয়েছে শহরের পথে। অবলা প্রাণী, অভিযোগ করতে পারে না। কিন্তু এত ধকল সইবে কীভাবে! এভাবে বেশিক্ষণ চললে স্রেফ মারা পড়বে বেচারা। তেমন হলে পায়ে হেঁটে মরুভূমি পেরুতে হবে ওকে। স্যাণ্ডল্যাণ্ডে এতদূর হাঁটার অভিজ্ঞতা মোটেই সুখের হবে না। হান শেফার আর ডাক্তার গ্রে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। সঙ্গে করে কেসিকে টানতে হচ্ছে ওদের। তাই খুব জোরে ছুটতে পারছে না ওরা। মেয়েটা অসুস্থ, তাড়াহুড়ো করতে চাইছে না সেজন্য। হয়তো ববের লাশটাও বয়ে আনবে ওরা। লাশ মানেই বাড়তি বোঝা। আরও আছে শহরবাসীর লুট হওয়া টাকাকড়ি। এতকিছু নিয়ে জলদি শহরে ফেরা অসম্ভব।

ফার্সের প্রতি সহানুভূতিশীল হলো নেভিল। গতি নিয়ন্ত্রণ করল। রয়ে-সয়ে চলতে হবে, যতই তাড়া থাক না কেন!

সন্ধে নেমে এল। দিনের শেষ আলোটুকু বিদেয় নিল প্রকৃতি

বইঘর.কম

থেকে। পিছনে ছেড়ে গেল একাকী নেভিল আর ক্যাসকেড সিটিকে। চিন্তাগুলো আরও গাঢ় হলো প্রকৃতির উপহাসের সঙ্গে, তাড়া দিল নেভিলকে। শহরটা বড্ড বেশি দূরে, অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই যেন পৌঁছুতে পারছে না। যতই যাচ্ছে, পথ যেন বেড়ে চলছে ক্রমশ। বাড়ি ফিরতে কি খুব বেশি দেরি হচ্ছে? ভাবনাটা মাথায় বাসা বাঁধতেই ভয়ে কেঁপে উঠল ও। বড্ড বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ফার্সের দশা ক্রমশ করুণ হয়ে পড়ল। নেভিল এই ওকে রাশ টেনে থামায়, আবার পরক্ষণেই তাড়াহুড়ো করে ছোটাতে চায়। জুনিপারের ঝাড়গুলো আবছা হয়ে গেল দু'ধারে, তীব্র গতিতে ঝাপসা হয়ে এল দৃশ্যপট। বাতাসের ঝাপটায় বুজে এল দু'চোখ। তবুও বিরামহীন ছুটে চলল নেভিল আর ফার্স। দূর আকাশ থেকে জ্বলজ্বলে তারাগুলো তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে, কটাক্ষ করছে নেভিলকে। শীতের হাওয়া কামড় বসাচ্ছে হাড়ে, ওর প্রাণ কেড়ে নিতে চাইছে লক্ষ্যে পৌঁছার আগেই। www.boighar.com

সময়টা খুব জরুরি, অথচ ওটাই হাতে নেই। কী কী হওয়া সম্ভব, সেসব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে নেভিলের। কিন্তু কীভাবে বিপদ রুখবে ও? আপাতত ফার্সের জীবনের মূল্যও ওর কাছে অতটা না। কেবল ওকে জায়গামত পৌঁছে দিতে পারলেই ঘোড়াটার দায়িত্ব খতম। তারপর নেভিলের কাজ শুরু। নিজের জীবনের পরোয়াও নেই ওর, লরা আর পেনির ক্ষতি না হলেই চলবে। ওখানে পৌঁছানো পর্যন্ত ওরা বেঁচে থাকবে তো? নাকি তার আগেই খারাপ কিছু হয়ে যাবে? জানে না নেভিল। ভাবনাগুলো প্রতি মুহূর্তে দিশেহারা করে তুলছে ওকে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, মাইলের পর মাইল পথ সরে চলল পিছে। প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে নেভিলের শেষ ভরসাটুকু।

বইঘর.কম

অবশেষে বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছল নেভিল। রাশ টেনে থামাল ফার্সকে। দিশেহারা দৃষ্টিতে পরখ করল বাড়িটা। দোতলায়, পেনির ঘরে আলো জ্বলছে। নিচতলাতেও আলো দেখা যাচ্ছে। শিরদাঁড়া দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল, নেভিলের হতাশায় বাড়তি পালক জুটল। লোকটা কি এখনও ওখানেই আছে? নাকি কাজ সেরে এরই মধ্যে বিদেয় হয়েছে? নাহ, নিশ্চয়ই আছে, না থাকলে ঘরের বাতি জ্বলবে কেন? সবাই মারা গেলে আলো জ্বালবে কে! নিশ্চয়ই ওরা মরেনি, অন্তত এখনও না; নিজেকে বোঝাতে চাইল নেভিল। চিন্তা আর যুক্তিগুলো সব এলোমেলো হয়ে গেছে, কোনও কিছুই পুরোপুরি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না।

ঘোড়া থেকে নেমে নিঃশব্দে হেঁটে চলল নেভিল। হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলল, পা রাখল ভেতরে। আস্তে করে চেপে দিল ফ্রন্টডোর, সিক্সশুটার ড্র করল গানবেল্ট থেকে। হাত কাঁপছে, শীতল ট্রিগারে চেপে বসেছে আঙুল। দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘরের ভেতরে চোখ রাখল নেভিল। পায়ের নিচে আর্তনাদ করল কাঠের পাটাতনগুলো। মেঝে কয়েকটা জায়গায় দুর্বল হয়ে আছে, ওগুলো এড়িয়ে চলার কথা মাথাতেই ছিল না ওর।

একবার ফিরে যেতে চাইল নেভিল। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ড্রইংরুমের দরজাটা হাট করে খোলা। ওখানে যে-ই থাকুক, তাকে এড়িয়ে কোথাও যাওয়া অসম্ভব। তবে এমন হতেই পারে ওখানে বরিস নেই! হয়তো অন্য কোথাও আছে লোকটা। ঘাপটি মেরে পেনির ঘরে বসে থাকতে পারে ওর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে। কিংবা হয়তো লরাকে বন্দি করে পাহারা দিচ্ছে সিক্সশুটার হাতে।

ঝুঁকি নিল না নেভিল, দম বন্ধ করে অপেক্ষায় রইল। ঘড়ির টিকটিক শব্দ একটানা কানে বাজছে, অসহ্য লাগছে। শরীরের

বইঘর.কম

শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষ হতে চলেছে। বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা জমল কপালে। টানা পথচলার ক্লান্তি, আশঙ্কা ওকে আটকে ফেলেছে মাকড়সার জালের মত। যদি ধরা পড়ে যায়, তা হলে কী হবে, ভাবতে পারছে না।

সব জল্পনা-কল্পনা মিটিয়ে দিল বরিসের একঘেয়ে পানসে কণ্ঠ। 'ওয়েলকাম, ক্রস। এবারে হাত দুটো মাথার ওপর তুলে এদিকে এসো দেখি। সাবধান! এদিক-ওদিক কিছু করলে তোমার ব্যাঙ্কারের খুলিটা ফুটো হয়ে যাবে।'

মাথা চক্কর দিয়ে উঠল নেভিলের, এতটা চমকে উঠবে ভাবেনি। ভয়ে হাত-পা জমে কাঠ হয়েছে সহসাই। নিজেকে রক্তশূন্য পুতুলের মত মনে হলো ওর। ড্রইংরুমে বসে আছে বরিস। নির্ঘাত টের পেয়েছে নেভিলের আগমন, অথচ কিছু না করে চুপচাপ বসে আছে ঘাপটি মেরে। নেভিলকে ভাবতে দিয়েছে ঘরে ও নেই, আর বসে বসে মজা নিয়েছে। নেভিলের মনে বাড়তে থাকা ভয় উপভোগ করেছে।

ধীরে ধীরে শরীরে কিছুটা বল পেল নেভিল। ধরা যখন পড়েই গেছে, সেটা নিয়ে আপাতত ভয় পেয়ে লাভ নেই। তবে বেল ফ্রিম্যান আসলেই বরিসের কব্জায় আছে কি না নিশ্চিত হতে পারছে না। অহেতুক ঝুঁকি নেয়া অর্থহীন, ফ্রিম্যান বদমাশটার গানপয়েন্টে থাকলে হিতে বিপরীত হবে। সব দিক ভেবে পিস্তলটা হোলস্টারে নামিয়ে রাখল নেভিল। তারপর হাত ওপর করে এগিয়ে চলল সামনে। www.boighar.com

ড্রইংরুমে পৌঁছেই ফ্রিম্যানের দেখা পেল নেভিল, চেয়ারে বসে আছে ব্যাঙ্কার। হাত দুটো ভাঁজ করে রেখেছে কোলের ওপর। বরিস আবছা আলোয় দাঁড়িয়ে আছে এক হাত কোমরে দিয়ে। অন্য হাতে ধরা সিক্সশুটার সোজা তাক করা ফ্রিম্যানের দিকে, নিশানা স্থির। নেভিলকে ঘরে ঢুকতে দেখে কোনও

বইঘর.কম

হেলদোল হলো না স্লিক বরিসের। বরাবরের মতই অনুভূতিহীন চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিজের জায়গায়।

'বেশ, বেশ। সাহেবের এতক্ষণে আসার সময় হলো তা হলে!' বিদ্রূপ করতে ছাড়ল না বরিস। 'এক কাজ করো তো, বাপু, তোমার বন্দুকটা টেবিলে নামিয়ে রাখো। তারপর একটা চেয়ার টেনে চুপচাপ বসো। তোমার মত ভদ্রলোকের থেকে অবশ্য এটুকু বাধ্যতা আশা করাই যায়, কী বলো?'

'পেনি কোথায়?' জানতে চাইল নেভিল।

'ওর কিছু হয়নি,' জবাবটা আগ বাড়িয়ে দিল ফ্রিম্যান।

'এখনও হয়নি,' যোগ করল বরিস। 'মায়ের সঙ্গে ঘরে আছে। সত্যি বলতে, তোমার পরিবারের সঙ্গে সময়টা নেহাত খারাপ কাটেনি। আফসোস, তুমি ছিলে না। বেকার ঘোড়দৌড় করতে বাইরে গিয়েছিলে।'

ওহ! তারমানে ওর ঘোড়া হাঁকিয়ে বাড়ি ফেরাটাই সতর্ক করেছে বরিসকে! তা হলে তো পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকলেও তেমন কোনও লাভ হতো না। হয়তো পেছনের দরজাটা বন্ধ আছে ভেতর থেকে। মনে মনে ভাবল নেভিল। ফার্সকে আরও আগেই থামিয়ে দিলে বোধহয় ভাল হতো। দিশেহারা দশায় বুদ্ধিটা খেলেইনি মাথায়, আফসোস।

মুহূর্তকাল দ্বিধায় ভুগল নেভিল, অস্ত্রটা কি হুকুম মোতাবেক রেখে দেবে টেবিলে? নাকি একটা চান্স নেবে? চান্স নেয়া মানে ফ্রিম্যানকে বিপদে ফেলা। নাহ, সেটা নেভিল কিছুতেই করতে পারবে না। অগত্যা বরিসের নির্দেশ মেনে নিল ও, পিস্তলটা নামিয়ে রাখল টেবিলে। তারপর একটা চেয়ার টেনে বসল।

'ঘোড়াটাকে পথে খুব জোরে ছুটিয়েছি,' শান্তভাবে বলল নেভিল। 'ফ্রিম্যান বাইরে গিয়ে ওকে দানাপানি দিলে ভাল হয়।'

'বাহ বাহ! তোমাকে তো ব্যাঙ্কারের থেকে এখন বেশি রাখার

বইঘর.কম

মনে হচ্ছে, ক্রুস!' হাসল বরিস। 'ঠিক আছে, ফ্রিম্যান, কাজে লেগে পড়ো। ঘোড়াটার গা ঘষে পরিষ্কার করোগে। তারপর দানাপানি দাও। রাইড হিসাবে ভালই ফার্স। দেখবে, ওর যত্নের যেন কোনও ত্রুটি না হয়। সকালে ফেরার পথে ওকে লাগবে আমার।'

উদ্যত বন্দুক সামান্য কাত করল বরিস, এবারে ওটা সোজা নেভিলের দিকে তাক করল। ফ্রিম্যান উঠে দাঁড়াল, চোখ রাখল নেভিলের চোখে, ওর মনের কথা পড়তে চাইল। ওদিকে মনে মনে আকাশকুসুম ভাবছে নেভিল; বেল ফ্রিম্যানের এটাই একমাত্র সুযোগ, পেছনের জানালায় সিঁড়ি লাগিয়ে পেনি আর লরাকে নামিয়ে নিতে পারবে। তারপর ওদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেবে। দোতলার জানালা দিয়ে ওদের নামাতে খুব বেগ পেতে হবে না নিশ্চয়ই! নেভিলকে অবশ্য জিম্মি রাখা হয়েছে, কিন্তু তাতে কী? ও তো এমনিতেও মরবে, অমনিতেও মরবে। অন্তত ওর পরিবার তো বাঁচুক! তা-ই বা কম কীসে?

মাথা নেড়ে ফ্রিম্যানকে ইঙ্গিত দিতে চাইল নেভিল। লোকটা কিছু বুঝল কি না নিশ্চিত হতে পারল না। ফ্রিম্যান কিচেনের দরজায় পৌঁছতেই বরিস পিছু ডাকল, 'সামনের দরজা দিয়ে যাও, ব্যাঙ্কার। ঘোড়াটাকে ওখান দিয়ে ঘুরিয়ে পিছে নিয়ে যাবে। পেছনের দরজা বন্ধই থাকুক।'

বেল ফ্রিম্যান সামনের দরজা পর্যন্ত পৌঁছা অব্দি চুপচাপ দেখল বরিস, তারপর হাসিতে ফেটে পড়ল। এই প্রথম লোকটাকে এত জোরে হাসতে শুনল নেভিল। যদিও খুব দ্রুতই গায়েব হয়ে গেল হাসিটা, আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেল বরিস।

'বোকার হদ্দ তোমরা, বুঝলে, ক্রুস। একদম বোকার হদ্দ,' বলল বরিস। 'এই মুহূর্তে মনে মনে কী ঘোঁট পাকাচ্ছ সব বুঝি।

বইঘর.কম

ভাবছ, ফ্রিম্যান ঘোড়া নিয়ে শহরে যাবে সাহায্য চাইতে। হয়তো একটা পিস্তল খুঁজে পেছনের জানালা দিয়ে ঢুকে ভড়কে দেবে। তবে এসব কিছুই করতে পারবে না ও। যদি এদিক-ওদিক কিছু হয়, তা হলে পেনি আর লরার সর্বনাশ হয়ে যাবে। মরবে ওরা। তবে আমার কথা শুনে চললে আপাতত ওদের কোনও ক্ষতি হবে না।' নেভিলের দিকে চোখ রেখে কথাগুলো ফ্রিম্যানকে শোনাল নিষ্ঠুর গানম্যান। 'আমার শুধু নেভিলকে চাই, ওর মেয়ে-বউ কিংবা তোমার সঙ্গে কোনও দেনাপাওনা নেই। কি, ব্যাঙ্কার, কথাটা মাথায় ঢুকল?'

'ঢুকেছে,' মিনমিনে সুরে বলল বেল ফ্রিম্যান।

'পনেরো মিনিট সময় পাবে,' শাসিয়ে দিল বরিস। 'এর মধ্যে না ফিরলে খবর আছে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ফ্রিম্যান। সামনের দরজাটা বন্ধ হতেই বরিস বলল, 'বব আর কেসিকে ধরেছ তা হলে?'

'হুম, হর্স রিজে পাকড়াও করেছি,' জানাল নেভিল। 'বব মারা গেছে।'

'আত্মহত্যা?'

'না,' বলল নেভিল। পুরো ঘটনাটা এরপর আগাগোড়া ব্যাখ্যা করল।

পুরোটা শুনে শ্রাগ করল বরিস। 'কাজের লোক ছিল বব। অনেক উপকারে লেগেছে, কিন্তু ভীতুর ডিম একটা। ওভাবে পথের মধ্যে ঘাঁটি গেড়ে লড়াই করেছে শুনে তো অবাকই লাগছে! কেসি গুলি করে ওকে জখম না করলে কিছুতেই বসে থাকত না ওখানে। জানত, ওকে বেঁচে ফিরতে দেবে না তুমি।' ক্ষোভের সঙ্গে একদলা থুতু ফায়ার-প্লেসের আগুনে ফেলল বরিস। 'কেসি! নষ্ট মেয়েমানুষ! কাজের কাজ কিছুই করতে পারল না। ববের বুদ্ধিতে আমাদের দলে শামিল হয়েছিল, আর সেই ওকেই কিনা

বইঘর.কম

গুলি করল! আবার বলে তোমার জন্য ভালবাসা উথলে উঠেছে। দরদে বুক ফেটে যাচ্ছে তোমাদের বিপদে, তাই না? আগেই বুঝেছিলাম, সময় হলেই রঙ পাল্টাবে বদ মেয়েলোক। ওর মত ডাইনির জন্য এটাই স্বাভাবিক।'

'সুন্দর একটা মন আছে বলেই দরদ দেখিয়েছে। সত্যিকারের মানুষ ও,' বলল নেভিল।

'ওহ! আর আমি কী? মানুষ না? ঠিকই বলেছ, আমি মানুষ না, অমানুষ। কিন্তু কে আমাকে অমানুষ করেছে? তুমি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি, নেভিল ক্রস! যদি আজ তোমার মেয়ে-বউয়ের ক্ষতি হয়, তা হলে তার জন্যও দায়ী তুমিই। গত আট বছরে কেবল তোমার ক্ষতি ছাড়া আর কোনও চিন্তাই আমার মাথায় আসেনি। তোমার জীবনটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দগদগে করে দেবার কথা ভেবেছি সব সময়। সফলও হয়েছি, তাই না?'

'কিছুটা তো বটেই।'

চেয়ারে বসে অস্ত্রটা কোলে রাখল বরিস। 'সবে তো শুরু। ধীরে ধীরে সবটা বুঝবে। বোঝাটা জরুরি, ক্রস। জানো, আজকের দৃশ্যটা মনে মনে কতবার দেখেছি? তোমাকে এভাবে বসিয়ে সব কথা একটু একটু করে জানাব বলে আট বছর ধরে অপেক্ষায় আছি। কতটা ধৈর্য ধরেছি কল্পনা করতে পারো? না, পারো না। এবারে সব জানবে। চুপচাপ শুনবে সব, শুনতেই হবে, এছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই তোমার। আরও একটা জিনিস কম আছে তোমার হাতে—সময়। ও... আরেকটা কথা, স্টোররুমে লুকানো অস্ত্রটার কথা ভেবে লাভ নেই। ওটা আগেই হাতিয়ে নিয়েছি। ফ্রিম্যানের অস্ত্রটাও এখন আমার কাছে। ওগুলো পাবার আশা না করলেই ভাল।'

চেয়ারটা খুব কায়দা করে পেতেছে বরিস, বসে বসেই দোতলার সিঁড়িতে নজর রাখছে অনায়াসে। নেভিলকেও চোখের

বইঘর.কম

আড়াল করেনি। যদিও সিঁড়িপথের ওপরটা অন্ধকার। নেভিল এতক্ষণ ভাবছিল লরা ওপর থেকে রিভলভার দিয়ে একটা আক্রমণ চালাতে পারবে, কিন্তু বরিসের কথা শুনে সে আশা উবে গেল। ফ্রিম্যানের সঙ্গে কোনও অস্ত্র ছিল না, নিশ্চয়ই লরাই ওপর থেকে বন্দুকটা নিয়ে ওকে দিয়েছে। লরার নিশানা অবশ্য খুব একটা সুবিধের না, তবে একটা সুযোগ পেলে নেভিল ঝাঁপিয়ে টেবিল থেকে নিজের সিক্সশুটার উদ্ধার করতে পারত। তারপর চান্স নিতে পারত বরিসের ওপর। আপাতত সে আশা নেই।

'বলো, কী বলতে চাও। শুনছি,' পানসে মুখে বলল নেভিল। কথা বলতে খুব একটা ভাল লাগছে না ওর। www.boighar.com

'নিক বেরির হুমকি পাবার পর থেকেই অস্থির হয়ে আছ, ঠিক তো?' বলে চলল স্লিক বরিস। 'ভাবছ, আমার সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক। হান শেফার আর তুমি কম খোঁজাখুঁজি করোনি, চষে ফেলেছ সব। জানতে চাও, নোটগুলো কেন দিয়েছি? কার্লোসকে কেন আনা হয়েছিল? আমি কে? বরিস আর বেরির মধ্যে মিলটা কোথায়?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল নেভিল। 'বলে যাও, শুনছি।'

'আট বছর আগে বেরি গ্যাঙের সঙ্গে লড়তে গিয়েই জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছিলে। সেদিন গানফাইটে না জড়ালেই পারতে, তা হলে আজকে আর এমন দশা হতো না তোমার,' বলল বরিস। 'আমার আসল নাম, স্লিক বেরি। নাম ভাঁড়িয়েছি তোমাকে ধোঁকা দেবার জন্য। জানতাম, বেরিদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক আছে, প্রমাণ করতে পারবে না। আঁধারে সূত্র হাতড়াবে, কিচ্ছু করতে পারবে না। আরও শুনতে চাও? গত রাতে ইচ্ছে করেই টার্গেট মিস করেছি, গুলিটা তোমার গায়ে করিনি। আর কার্লোস? ওকেও আমিই ভাড়া করেছি তোমাকে ঘায়েল করতে। অবশ্য মেরে ফেলার কন্ট্রাক্ট দিইনি ওকে,

বইঘর.কম

বলেছিলাম জখম করতে। যাতে কাতর দশায় জায়গামত পড়ে থাকো। ঠিক আমি যেখানে চাই, সেখানটায়। তবে চালে সামান্য ভুল হয়েছে। কার্লোসকে বেশি দক্ষ ভেবেছিলাম, কিন্তু ওর নিশানা বাজে। তার মাশুলও দিয়েছে—মরেছে। ভালই, একটা সাক্ষী কমল। বেঁচে থাকলে হয়তো আমারই মারতে হতো ওকে। ঠোঁট পাতলা লোক কার্লোস, কথা ছড়িয়ে বেড়ানোয় ওস্তাদ। বেঁচে থাকলে তোতা পাখির মত সত্যিটা শুনিয়ে বেড়াত। ব্যাপারটা খুব একটা ভাল হত না।'

কথাগুলো বরিস ইচ্ছে করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলছে, নেভিলের বুঝতে বাকি নেই। ওকে যতটা চিন্তায় রাখা যায় তার থেকে একটু বেশিই রাখতে চাইছে বদমাশ। তবুও অধৈর্য হয়ে পড়ল, বাড়তি কথা একদম সহ্য হচ্ছে না এখন। মানসিক অবস্থা একেবারেই ভাল নেই।

'আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝেছি,' বাধা দিয়ে বলল নেভিল। 'ফালতু কথা ছেড়ে আসল কথায় এসো।'

'আট বছর। আট বছর ধরে এই দিনটার স্বপ্ন দেখেছি,' বলে চলল বরিস, 'হিসাব চুকানোর কোনও তাড়া নেই, বন্ধু, যতক্ষণ মন চায় জ্বালাব তোমাকে। অবশ্য আমি যে-কষ্ট ভোগ করেছি এতদিন, তার কাছে এটুকু নস্যি। কেন? কারণ আমি নিক বেরির চাচা। সেদিন ওদের সঙ্গে আমিও ছিলাম স্যাণ্ডল্যাণ্ডে। ব্যাঙ্ক ডাকাতিতে আমারই যাবার কথা ছিল। যদি যেতাম তা হলে আজ এমন অবস্থা হতো না। কপাল খারাপ, পা-টা হুট করে মচকে গেল মিশনের আগে। তাই আমার বদলে নিককে যেতে হয়েছিল।'

নেভিলকে শাসানোর ভঙ্গিতে আঙুল তুলল বরিস। কণ্ঠে উঁচু সুর, কাঁপছে। 'আমি নিঃসন্তান। নিক ছাড়া ভালবাসার মত আর কেউ ছিল না জীবনে। ছেলেটাও আমার কথা মতই চলাফেরা

বইঘর.কম

করত, আমাকে পছন্দ করত, কাছে থাকত। ছোটবেলায় ওর বাবার থেকে নিকের বেশি যত্ন নিয়েছি আমি। মা মরা ছেলে, ছোটবেলায় মায়ের আদর পায়নি। সবটা পুষিয়ে দিয়েছিলাম আমি নিজে।

'বাচ্চা ছেলেটাকে অযথা খুন করেছ তুমি, ক্রস। এই পোড়া শহরে ওর আসারই কথা ছিল না। কেবল ঘোড়াগুলোকে সামাল দেবার জন্য ওকে সঙ্গে আনা হয়েছিল। আর তুমি? গুলি করলে নিরীহ ছেলেটাকে। আমি মচকানো পা নিয়ে মরুভূমিতে বসে ছিলাম, ক্যাম্পে। যখন নিক ওখানে এল, দেখি রক্তশূন্য দশা প্রায়! ওকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে বালুর ওপর শুইয়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে। চোখের সামনে নিস্তেজ হয়ে গেল নিক সোনামণি। তোমার বুলেট খেয়েই মরল ও।'

উঠে দাঁড়াল বরিস। ঠাস করে চড় কষাল নেভিলের গালে। বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত করল মাথায়। রক্ত বেরিয়ে এল নেভিলের ঠোঁট কেটে, মাথা ঝুঁকে গেল পেছনে। শার্টের হাতায় মুখ মুছল ও।

'আরও অনেক বেশি কষ্ট তোমার প্রাপ্য, ক্রস। যে-দুঃখ আমি পেয়েছি, তার অর্ধেকও তোমাকে দিতে পারিনি। নিককে মরতে দেখেছি, অথচ ডাক্তারের কাছে নিতে পারিনি। কিচ্ছু করতে পারিনি, কিচ্ছু না। মরার পর এই দুই হাতে কবর দিয়েছি। তারপর তোমাকে চিঠি লিখেছি, সল্ট লেক সিটি থেকে। সেই থেকে জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত কেটেছে আমার প্রতিশোধের নেশায়। ববকে পেয়েছি তারও অনেক পরে। যথাসম্ভব কাজে লাগিয়েছি ওকে।

'এখানে আসার পর থেকে লক্ষ রেখেছি তোমার গতিবিধির ওপর। চেষ্টা করেছি যাতে বন্ধুহারা হয়ে অসহায় হয়ে যাও। ভেবেছিলাম ওরাই তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে, কিন্তু সেটা হলো না শেষমেশ। বাধ্য হয়েই প্ল্যান বদলাতে হলো। ঠিক করলাম ববকে টাকাগুলো নিয়ে চলে যেতে বলব, ওর পেছনে লাগবে

বইঘর.কম

শেরিফ। শহরের বাইরে চলে যাবে তাড়া করে। সেই ফাঁকে আমি চলে আসব তোমার বাড়িতে। কিন্তু টম রড আগেই এসে সব জানিয়ে দিল শেরিফকে। খুব বেশিদূর পালানোর সুযোগ পেল না বব।'

একচুল নড়ল না নেভিল। হাতের মুঠো রাগে শক্ত হয়ে গেছে, চামড়া কেটে বসে যাচ্ছে নখগুলো। বরিসের মুখে উঠে এসেছে একদলা থুতু, চোখের দৃষ্টিতে ভয়াল হিংস্রতা। বাঁচার কোনও উপায় নেই, বুঝল নেভিল। কোনও কিছু বলেই আর শান্ত করা যাবে না বরিসকে। আহত বাঘের মত মরিয়া হয়ে উঠেছে লোকটা। ক্ষোভের সঙ্গে থুতু ছুঁড়ে মারল নেভিলের বুকে।

'ওঠ! দাঁড়াও!' চিৎকার দিল বরিস, 'এখন সিঁড়ি ধরে সোজা ওপরে যাবে। তারপর দেখবে তোমার চোখের সামনে পরিবারের কী হাল করি।'

'তোমার শত্রুতা আমার সঙ্গে,' মনে করিয়ে দিল নেভিল, 'লরা আর পেনিকে এর বাইরে রাখো।'

শার্টের হাতায় মুখ মুছল বরিস। 'তোমার সঙ্গে শত্রুতা? বটে, বটে।' পাগলের মত হাসল ও। হাসিতে আনন্দ নয়, বরং নির্মমতার ছাপ ফুটে উঠল। 'এসব বলে লাভ নেই, ক্রস। কোনও লাভ নেই। পাপের শাস্তি তুমি পাবে, তোমার পরিবারও পাবে। পাপ তো পাপই, তার ফল সবাইকে ভোগ করতে হয়। এবারে চলো, সিঁড়ি ধরো, দেরি কোরো না।'

বইঘর.কম

বাইশ

উঠল না নেভিল। বরিসের মাথায় কী ঘুরপাক খাচ্ছে, বুঝতে পারছে ও। যতভাবে সম্ভব কষ্ট দিতে চাইছে। এতদিন হুমকির নোট পাঠিয়ে মানসিকভাবে ভুগিয়েছে, আর আজ... সত্যি সত্যি লরা আর পেনির ক্ষতি করে চিরস্থায়ী কষ্ট দেবে বলে ঠিক করেছে।

'যাব না,' সাফ জানিয়ে দিল ও। 'চাইলে গুলি করে খুলি উড়িয়ে দিতে পারো। সেটাই তো চাও, তাই না?'

'না!' চিৎকার দিল বরিস। 'মোটেই না। তোমার হৃৎপিণ্ডটা নিংড়ে পেটের ভেতর সেঁধিয়ে দিতে চাই। এত কষ্ট দিতে চাই যে, মরার জন্য চিৎকার করবে, কিন্তু সহজে মুক্তি পাবে না। মরার আগে একশোবার মরবে তুমি। এবারে ওঠো, সিঁড়ি ধরো। জলদি!'

'উঠব না,' নাছোড়বান্দার মত বলল নেভিল। www.boighar.com

ও যে এমন গোয়ার্তুমি করতে পারে, ভাবেনি বরিস। হতভম্ব হয়ে থমকে রইল কিছুক্ষণ। নিঃশ্বাস ঘন হলো অসহায় ক্রোধে। রেগেমেগে নেভিলের দিকে সিক্সশুটার তাক করল বরিস। কী যেন ভেবে সঙ্গে সঙ্গেই আবার নামিয়ে নিল হাতটা। 'ঠিক আছে, দেখি কতটা বেয়াড়া হতে পারো। আগে ফ্রিম্যান বাইরে থেকে ফিরুক, তারপর দেখছি।'

অস্ত্রটা উঁচিয়ে নেভিলকে বসে থাকতে নির্দেশ দিল বরিস। আরও একবার কড়া চোখে পরখ করে নিল শিকারকে। চোখ দিয়ে

ওকেও তীরের মত গেঁথে ফেলল নেভিল। বরিসের অবস্থা ভালই বুঝতে পারছে ও। দীর্ঘ আট বছর প্রতিশোধের আগুনে পুড়ে পুড়ে খাক হয়েছে লোকটা, ঘৃণায় জ্বলেছে। নিজের মতই পুড়িয়ে মারতে চেয়েছে শত্রুকে প্রতি মুহূর্তে। আর এখন, নাটকের শেষ অঙ্কে উপস্থিত হয়ে খেই হারিয়েছে। শত্রুকে কতটা যন্ত্রণা দিলে প্রতিশোধ পূর্ণ হবে, ঠিক করতে পারছে না। মাঝে মাঝে আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্তির থেকে বেশি সুখ দেয়। সেই অর্থে বরিসের অবস্থাটা হয়তো স্বাভাবিক মানুষের পর্যায়েই পড়ে।

নেভিলের সিক্সশুটার এখনও পড়ে আছে টেবিলের ওপর, ওর থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে। চেষ্টা করলে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় জিনিসটা উদ্ধার করতে, কিন্তু টেবিলের কাছে যাবার আগেই বরিস বাধা দেবে। গুলিও করতে পারে। মারা পড়লে ক্ষতি নেই, তবে হাতে-পায়ে গুলি লেগে পঙ্গু হয়ে পড়লে সমস্যা। তখন লরা কিংবা পেনির কোনও উপকারেই লাগতে পারবে না ও। চেষ্টাটা শুধু শুধু বিফলে যাবে।

না, তাড়াহুড়োয় কিছু করা যাবে না, সিদ্ধান্ত নিল ও। সুযোগের জন্য অপেক্ষা করবে। বেল ফ্রিম্যান বাইরে আছে, ও-ই হয়তো উপকারে লাগবে। আচমকা নেভিলের মনে পড়ল আস্তাবলে ফেলে রাখা সিক্সশুটারটার কথা। কার্লোসের সিক্সশুটার, খড়ের গাদায় লুকানো আছে ওটা। কিন্তু ফ্রিম্যান তো জানে না জিনিসটার কথা! ইশশ! যদি নেভিল একবার ওকে বলার সুযোগ পেত... যদি সামান্য ইঙ্গিত দিতে পারত ঘর থেকে বেরুবার সময়!

তাতে কোনও লাভ হতো না, ভাবল নেভিল। বন্দুক হাতে পেলেও চালাকি করে কিংবা ভয় দেখিয়ে বরিসকে হারানোর এলেম নেই ফ্রিম্যানের। লোকটা পালিয়েও যাবে না ওদের ছেড়ে, বিশ্বস্ততা বাধা দেবে ওকে। তবুও, যদি কোনও একটা উপায় ভেবে বের করতে পারে! বাইরেই তো আছে আপাতত, যদি কিছু একটা

বইঘর.কম

করতে পারে! মিথ্যে আশায় বুক বাঁধতে ভয় হয় নেভিলের। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে বুকে-নাকে-মুখে। পেটে গুড়গুড় করে ঘুরে বেড়ায় আতঙ্ক। চলতে থাকে অপেক্ষা।

বসে পড়ল বরিসও। সামনে ঝুঁকে অস্ত্রটা বাম থেকে নিল ডান হাতে, হাবভাবে সতর্কতা স্পষ্ট। ঘরের ভেতর পিনপতন নীরবতা। ঘড়ির কাঁটার টিকটিক শব্দ শোনা যাচ্ছে সবকিছু ছাপিয়ে। একঘেয়ে শব্দটা জ্বালা ধরাচ্ছে নেভিলের কানে, অধৈর্য করে তুলছে ওকে। নেভিলকে কড়া চোখে দেখে চলছে বরিস, এতটা আগ্রহ নিয়ে নতুন স্ত্রীও হয়তো তার স্বামীকে দেখে না। কিন্তু সে-দেখার মধ্যেও কোথায় যেন একটা অস্পষ্টতা টের পেল নেভিল। বরিস অতীতের পাকচক্রে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে; বর্তমান লোকটার জন্য এখন অর্থহীন।

সামান্য নড়েচড়ে বসল নেভিল, উদ্দেশ্য বরিসের মনোযোগ পরখ করা। হাতের অস্ত্রটা মুহূর্তে বাঁকাল বরিস, যাতে ঠিক নেভিলের মাথা বরাবর তাক হয়ে থাকে ওটা। চুপচাপ আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেল নেভিল, হেলান দিল চেয়ারে। বরিস অতীতে ডুবে থাকলেও সতর্ক আছে, গুলি চালাতে ভুল করবে না।

'উঁহুঁ! চালাকি কোরো না, ক্রস,' শীতল কণ্ঠে সাবধান করে দিল বরিস। 'এখুনি তোমাকে পৃথিবী থেকে বিদায় দিতে চাই না, তবে বাধ্য করলে উপায় থাকবে না। জানো তো, তোমাকে নিয়ে ভেবেছি অনেক। সুখের ঘর সাজিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসেছ শহরে... বড় রাঞ্চ, ব্যাঙ্ক। সুন্দরী স্ত্রী আর ফুটফুটে মেয়েও জুটেছে কপালে। তোমার সব আছে, আর আমার? কিচ্ছু নেই। আমি নিঃস্ব।'

ঠোঁট দিয়ে জিভ ভেজাল বরিস, হেলান দিল চেয়ারের হাতলে। কথায় গতি বাড়ছে ক্রমশ, আক্রোশ প্রকট হচ্ছে। ঘৃণায় কুঁচকে গেছে নাক-মুখ। স্লিক বরিস দৃষ্টি দিয়ে খুন করতে চাইছে নেভিল ক্রসকে। বহু বছরের পুষে রাখা ঘৃণার তীরে গেঁথে ফেলছে ওকে।

বইঘর.কম

'ভাইয়ের চোখে বরাবর বেকার মানুষ ছিলাম। চাক আমার থেকে বয়সে বড়, বুদ্ধিও বেশি ছিল। কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ হাসিল করার চেয়ে জোর করে আদায় করাতেই বেশি আগ্রহ ছিল ওর। চাকের স্ত্রীর অকালমৃত্যু হয়। নিক তখন দুধের শিশু। আমিই কোলে পিঠে করে বড় করেছিলাম ছেলেটাকে। ছেলের দিকে বিন্দুমাত্র নজর দেবার আগ্রহ ছিল না চাকের। নিকও তাই বাবাকে দেখতে পারত না, আমাকেই বেশি ভালবাসত, আপন ভাবত।

'নিককে খুব সামলে রাখতাম। এদিক-সেদিক যেতে দিতাম না। ইউজিনের একটা স্কুলে পড়ালেখা করিয়েছি ওকে। আমাদের দু-নম্বরী কাজের ব্যাপারে কিছু জানতই না বেচারা। জানাতে চাইনি কখনও। ছেলেটা যখন তেরো পেরিয়ে চোদ্দতে পা দিল, ওর বাপের আর তর সইল না। চাক বলল, ছেলেকে মানুষ করে ছাড়বে। মানুষ করার চেষ্টায় যদি ছেলে মরে, তা-ও সই! সেই মানুষ করার চেষ্টাই কাল হলো, তোমার বুলেট পূরণ করল চাকের ইচ্ছা। চাক আর ওর বড় ছেলে মরেছে তাতে আমার বিন্দুমাত্র আফসোস নেই। ওরা পাপের শাস্তি পেয়েছে। তুমি না মারলে একদিন হয়তো আমার হাতেই মরত ওরা। কিন্তু, নিককে মেরে একদম ঠিক করোনি, নেভিল। ওই বুলেটই বেচারার শরীরের সঙ্গে তোমার ভাগ্যটা ফুটো করেছে।'

ফের উঠে দাঁড়াল বরিস, হেঁটে গেল টেবিলের দিকে। নেভিলের অস্ত্রটা ওখান থেকে তুলে কোমরে গুঁজে ফেলল। তারপর চেয়ারে ফিরে এল। একই সঙ্গে হতাশ আর অবাক হলো নেভিল। বরিস বড্ড বেশি বকছে, ব্যাপারটা ওর স্বভাববিরোধী। তবে একটা জিনিস আপাতত পরিষ্কার, নিকের ওপর সদয় ছিল না ওর বাবা। বরিস নিজেই চাইত ভাইকে উচিত শিক্ষা দিতে। ভাই মরায় সেই শিক্ষা দেয়ার ভূতটা নেভিলের ঘাড়ে ছায়া ফেলেছে। প্রতিশোধ নেবার জন্য এখন নেভিল ছাড়া আর কেউ নেই। বরিস এক অর্থে

বইঘর.কম

নিরুপায়, বদলা না নিলে মনের জ্বালা জুড়াবে না।

'আগেই বলেছি নিক আমাদের থেকে আলাদা ছিল,' বলে চলল বরিস। 'প্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম ওকে। ও চলে যাবার পর আর কাউকেই সেভাবে ভালবাসতে পারিনি। মরুভূমির শুষ্ক বালুতে আমার কোলে মাথা রেখে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেছে ওর প্রাণবায়ু। পোড়া দু'চোখ দিয়ে আমাকেই দেখতে হয়েছে সেই মৃত্যুযন্ত্রণা, কিচ্ছু করতে পারিনি। ওকে ফেলে যেতে পারিনি, সাহায্য করতে পারিনি, যন্ত্রণা কমাতেও পারিনি। কিছুই করার ছিল না অমন অবস্থায়! সেদিন ওর সঙ্গে আমিও মরেছি। জীবিত মানুষের খোলসে মরা লাশ হয়ে গেছি। মরেছি, তবুও মরিনি, অতৃপ্ত আত্মার পিপাসা নিয়ে জেগে আছি। সেদিন ওই একটাই ভুল করেছিলে, নিকের সঙ্গে আমার শরীরেও যদি একটা বুলেট ঠুসে দিতে পারতে, তবে বেঁচে যেতে।'

বাড়ির ফ্রন্টডোর খুলে বন্ধ হলো একবার। ফ্রিম্যান ফিরে এসেছে। মুহূর্তের জন্য অধরা আশায় বুকটা ধক্ করে উঠল নেভিলের। হয়তো কার্লোসের গানটা খুঁজে পেয়েছে বেল, হয়তো এখনই এসে গুলি ছুঁড়বে বরিসের দিকে। লড়াইয়ে যদি ফ্রিম্যান মরেও যায় তবুও একটা সুযোগ পাবে নেভিল, অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে বদমাশটার ওপর। লোভী চোখে বরিসের কোমরের কাছে চোখ রাখল নেভিল, ওর অস্ত্রটা উঁচু হয়ে আছে পোশাকের নিচে।

ক্ষণিকের মধ্যে দৃশ্যপটে হাজির হলো ফ্রিম্যান। পানি পড়ল নেভিলের আশায়। ফ্রিম্যানের চোখে গানম্যানের আত্মবিশ্বাস নেই, বরং পা কাঁপছে, চেহারা বিবর্ণ। ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে বেচারা। কোনও মতে মিনমিন করে বলল, 'ফার্সের দফারফা হয়ে গেছে, নেভিল, পাগলের মত ছুটিয়েছে! আপাতত দলাই মলাই করে এলাম, হয়তো সকালের মধ্যে আবার ঠিক হয়ে যাবে।'

বইঘর.কম

বরিস এর মধ্যেই দাঁড়িয়ে পড়েছে, অস্ত্রটা এখনও নেভিলের দিকেই তাক করা। ফ্রিম্যানকে ইশারায় বসতে বলল ও। নির্দেশ পালন করল ফ্রিম্যান। বরিস হাসল, 'এবারে, মিস্টার ক্রস, চলো আমরা ওপরের ঘরে যাই। আমার নিককে তুমি মেরেছ, এবারে পেনিকে তোমার চোখের সামনে খুন করে তার বদলা নেব। তবেই না হিসেব-নিকেশ সমান হবে! তাই না?'

চেয়ারে হেলান দিল নেভিল, শক্ত করে আঁকড়ে ধরল হাতলদুটো। যতটা সম্ভব কণ্ঠ স্থির রেখে বলল, 'মারতে চাইলে এখানেই মারো, বরিস। ওপরে যাবার প্রশ্নই আসে না।'

'যাবে তো বটেই। না গেলে তোমার ব্যাঙ্কারকে বুলেট খাওয়াব। প্রথমে ওর হাঁটুতে গুলি করব, তারপর কনুইতে। তবে একেবারে মারব না। কিন্তু ওর যা অবস্থা হবে তার থেকে হয়তো মৃত্যুও ভাল। এবারে বলো, আইডিয়াটা পছন্দ হলো?'

অসহায়ভাবে ফ্রিম্যানকে দেখল নেভিল। হয়তো শেষমেশ বরিসের ইচ্ছেই মেনে নিতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় লোকটাকে কাবু করার একটা সুযোগ পেলেও পেতে পারে, মনে মনে ভাবল ও। কিন্তু কোনোভাবেই ফ্রিম্যানকে পঙ্গু হতে দেখতে পারবে না।

'ওকে গোল্লায় যেতে বলো, নেভিল,' সাহস জোগাল ফ্রিম্যান। 'তোমাকে ওপরে নিতে না পারলে পেনির ক্ষতি করে ওর কোনও লাভ নেই। একদম ওখানে যাবে না।'

ফ্রিম্যানের দিকে ফিরে একগাদা অশ্লীল গালি ঝাড়ল বরিস। নেভিল প্রশংসার দৃষ্টিতে পরখ করল ব্যাঙ্কারকে। লোকটা নিজেই নিজেকে ভীতু বলে, বহুবার বউয়ের কাছে অত্যাচারের শিকার হয়েছে, অথচ এখন কতই না সাহস দেখাচ্ছে! নিজেকে বীর প্রমাণ করছে, নেভিলকে সাহস জোগাচ্ছে। আসলে, পরিস্থিতি মানুষের স্বভাব বদলে দেয়। প্রয়োজনে তাকে সাহসী করে তোলে, আবার

বইঘর.কম

অনেক সময় ঠেলে দেয় ভীরুতার গভীরে। সত্যিই, ওকে ওপরে না নিতে পারলে পেনির কোনও ক্ষতি হবে না।

'বরিস,' সাহসে বুক বাঁধল নেভিলও, 'আমার একটা প্রস্তাব আছে। শুনবে?' www.boighar.com

মুহূর্তে দৃষ্টি নেভিলের দিকে ফিরিয়ে নিল বরিস। ওর হাবভাবে বুনো কয়োটের হিংস্রতা। 'ওসব প্রস্তাব-ট্রস্তাব নিজের কাছেই রাখো। ভ্যানভ্যান করে লাভ নেই,' কড়া গলায় জানিয়ে দিল সে।

'একবার শুনেই দেখো না!' চাপাচাপি শুরু করল নেভিল, 'বব যাবার পথে টাকাগুলো নিয়ে গেছে। আমার ধারণা ওর কোথাও অপেক্ষা করার কথা ছিল, ঠিক তো? সম্ভবত টাকার আধাআধি ভাগ তোমারও প্রাপ্য ছিল।'

ক্ষণিকের জন্য বিভ্রান্ত মনে হলো বরিসকে। মাথা নেড়ে সায় দিল গানম্যান। নেভিল বলে চলল, 'বব মরার পর টাকাগুলো শেরিফের হাতে চলে গেছে। সুতরাং, ও টাকা তোমার কপালে নেই। এক কথায়, তোমার আমও গেছে, ছালাও গেল। উল্টে তোমাদের মূর্খামিতে ব্যাঙ্কের টাকা বাড়ল। ভেবে দেখ, ব্যাঙ্ক ভর্তি টাকা, আর তোমার পকেট ফাঁকা!'

দু'জনকে অবাক করে সশব্দে হেসে ফেলল বেল ফ্রিম্যান। ভাবটা এমন যেন ভীষণ মজা পাচ্ছে বরিসের বোকামিতে। 'কথাটা মন্দ বলোনি তো! যা-ই বলো, বরিস, তোমার পকেট কিন্তু একদম গড়ের মাঠ। এক কাজ করলে পারো, ব্যাঙ্ক থেকে নেভিলের টাকা নিজের পকেটে চালান করতে পারো। তাতে এক অর্থে ওর ওপর প্রতিশোধও নেয়া হবে। বেচারা নেভিল সারা জীবন টাকার জন্য হা-হুতাশ করবে। অন্যদিকে পরের ধনে পোদ্দারি করে তোমার সুখের অন্ত থাকবে না।'

'আমার সঙ্গে চালাকি হচ্ছে?' ঘোঁত করে উঠল বরিস। 'শহরের বুকে ব্যাঙ্কে গিয়ে ডাকাতি করি, আর বুড়ো শেরিফ

বইঘর.কম

আরামসে আমাকে ধরে নিয়ে যাক! তাই না? শহরের সবাই হবে ফ্রি সাক্ষী, ফাঁসি কনফার্মড্।'

'শেরিফ আর ডাক্তার ফিরতে ফিরতে সকাল হয়ে যাবে,' শান্তভাবে জানাল নেভিল। 'ওদের সঙ্গে কেসি আছে। বেচারি আহত। ওকে নিয়ে জোরে ছুটতে পারবে না দুই বুড়ো। তা ছাড়া টাকাগুলোর কথাও ভুলে গেলে চলবে না। তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে ওগুলো খোয়ানোর ঝুঁকি নেবে না নিশ্চয়ই! আর শহরবাসীর কথা বলছ? ওরা তো এখন আমাকে বিশ্বাসই করে না। তোমার সঙ্গে দেখলে উল্টো আমাকেই দোষী ভাববে। ফাঁসি দিলে আমাকেই দেবে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' একমত হলো ফ্রিম্যান। 'ওরা ভাববে বরিস ব্যাঙ্কের টাকা বাঁচাতে গেছে, আর তোমাকে চোর ভেবে ফাঁসিতে লটকে দেবে, নেভিল।'

এতক্ষণে বরিসের মন গলল কিছুটা। চিন্তিতভাবে কানের গোড়া চুলকে চলল ও। আড়চোখে নেভিল আর ফ্রিম্যানকে দেখল কয়েকবার। বিভ্রান্তির পেছনে টাকার চেয়ে প্রতিশোধের ভাবনা বেশি উৎসাহ জোগাচ্ছে, বুঝল নেভিল। টাকা চলে গেলে নেভিল আরও বেশিদিন ধরে কষ্ট পাবে, সেই সম্ভাবনাটাই মনে মনে খতিয়ে দেখছে স্লিক বরিস। প্রতিশোধ এত তাড়াতাড়ি নেয়ার ইচ্ছে থাকলে এতক্ষণে নেভিলকে অন্তত দশবার মারতে পারত বরিস। যেহেতু মারেনি সেহেতু একটা আশা আছে। নেভিল আশাবাদী হয়ে উঠল। বরিসের অবস্থা এখন ললিপপ হাতে শিশুর মত, সাবধানে ক্যাণ্ডিতে জিভ বোলাচ্ছে, যাতে মজা দ্রুত ফুরিয়ে না যায়।

'আস্তাবলে আর ঘোড়া আছে?' শেষমেশ মুখ খুলল বরিস।

'লরার মেয়ারটা আছে,' জানাল নেভিল। 'ভাল ঘোড়া।'

'বাড়তি স্যাডল?'

বইঘর.কম

'লরার একটা আছে, তা ছাড়া আস্তাবলে আরও একটা বাড়তি আছে। চাইলে ওটাও ব্যবহার করতে পারো।'

'হুম। হঠাৎ আমার ওপর এত সদয় হলে যে!' ভুরু তুলল বরিস। 'ভাল ভাল বুদ্ধি বাতলে দিচ্ছ, ব্যাপার কী?'

'ব্যাপার তেমন কিছুই না। যদি এখনই মরে যাই, তা হলে সব আশা শেষ,' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল নেভিল, 'কিন্তু ব্যাঙ্ক ফাঁকা করে তুমি মরুভূমির ট্রেইলে ঢুকলে তোমাকে হারানোর একটা উপায় নিশ্চয়ই বের করতে পারব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'

বরিসের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল। অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ও। 'তোমার যা দশা, তাতে আকাশকুসুম ভাবনা আসতেই পারে। তবে কিচ্ছু করার সুযোগ পাবে না তুমি। সে-আশা বাদ দাও। আজকের দিনটা গত বছরগুলোতে কল্পনায় কতবার করে সাজিয়েছি ভাবতেও পারবে না। জীবনের দাবা খেলায় তোমার থেকে এগিয়ে গেছি আমি, এখন আমার কথা শুনে চলতে হবে তোমায়। নেভিল ক্রস, তুমি এখন আমার ইশারায় নাচবে।'

সামান্য বিরতি নিল বরিস। ওর শান্ত ভাবটা নিরাশ করল নেভিলকে। সামান্য আশা জেগেছিল, আস্তাবলে গেলে কিছু একটা করা যেত, বরিসকে হারানো যেত। এতক্ষণ তেমনটাই ভাবছিল নেভিল। কিন্তু সব আশায় পানি পড়ে গেছে, হয়তো ওখানে যেতেই রাজি হবে না বরিস। ওকে বাড়ি থেকে দূরে সরানোর শেষ পথটাও প্রায় বরবাদ হয়েছে। আশাগুলো মাঠে মরেছে।

'আমরা আস্তাবলে যাব। ঘোড়ায় স্যাডল চাপাব,' নেভিলের আশাটা ফের জাগিয়ে দিল বরিস। 'তারপর ব্যাঙ্কে গিয়ে সিন্দুক খুলবে তুমি। টাকা নিয়ে দ্রুত শহর ছাড়ব। চলতি পথে হর্স ট্র্যাক কীভাবে গায়েব করতে হয় আমার জানা আছে, সমস্যায় পড়ব না। শেরিফের বাবাও আমাকে ছুঁতে পারবে না।' এবারে ফ্রিম্যানের দিকে ফিরল বরিস। নির্দেশের সুরে বলল, 'তুমি যাবে ওপরের

বইঘর.কম

ঘরে। নেভিলের বউ-বাচ্চাকে নিয়ে বাইরে নামবে, ওরাও আমাদের সঙ্গে যাবে। ঠিক পাঁচ মিনিট সময় পাবে। ক্রস এর মধ্যেই স্যাডল পড়াবে ঘোড়াগুলোকে। তেড়িবেড়ি করলে পেনির জীবন শেষ। এক গুলিতে খতম। কথাটা মনে থাকে যেন!'

সম্মতিতে মাথা ঝাঁকাল ফ্রিম্যান। উঠে দাঁড়াল নেভিল। বরিসের দূরদর্শিতা হিসাব করা দায়! আগাগোড়া সব ভেবে এসেছে লোকটা। নেভিলকে কীভাবে শায়েস্তা করতে হবে, সব ঠিক করে রেখেছে! ফ্রিম্যান পেনিকে নিয়ে নিচে নামলে মেয়েটার ক্ষতি করতে পারে ও। তাই ওরা আসার আগেই কিছু একটা করতে হবে, স্থির করল নেভিল। হাতে সময় মাত্র পাঁচ মিনিট।

'ব্যাপারটা আগে মাথায় আসেনি, বুঝলে?' নেভিলকে বলল বরিস। 'বার্নি পর্বতমালার ওদিকেই যাব ভাবছি। ওখানে গিয়ে পেনিকে পাহাড় থেকে ছুঁড়ে নদীতে ফেলব। তুমি মেয়ের মৃত্যু নিজের চোখে দেখবে, ছটফট করবে, কিন্তু ওকে বাঁচাতে পারবে না। এটাই হবে তোমার শাস্তি।'

দোতলার পথ ধরল ফ্রিম্যান। ওদিকে তাকালও না নেভিল। ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে পড়েছে। ফাঁকা হুমকি ঝাড়ছে না বরিস, যা বলছে তা-ই করবে। ফ্রিম্যান যদি বুদ্ধি করে ওদের নিয়ে সামনের দরজা দিয়ে ভাগতে পারে তবেই রক্ষে! নইলে...

'থামো,' হুকুম দিল বরিস। 'সামনের দরজার চাবি কোথায়?'

'দরজার সঙ্গেই আছে,' জানাল ফ্রিম্যান। 'আমি ভেতরে ঢুকে তালা লাগিয়ে দিয়েছি।'

'বাজে বকছ?' ঠোঁট বাঁকাল বরিস। 'যাক গে, ব্যাপার না। তুমি পালাতে চেষ্টা করলে নেভিল মরবে। বুঝেছ? মাত্র পাঁচ মিনিট পাবে। একচুল বেশি-কম না।' এরপর নেভিলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ক্রস, ল্যাম্প জ্বালাও। কাজ শুরু করা যাক।'

তেইশ

ডাইনিং রুম হয়ে কিচেনের দিকে গেল নেভিল। যেতে যেতে ফ্রিম্যানকে আরও একবার সাবধান করে দিল বরিস, 'বাচ্চাটার পোশাক বদলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাইরে আসবে।'

নেভিলের কয়েক কদম পিছেই বরিস, হাতে সিক্সশুটার উঁচিয়ে রেখেছে। নেভিলের পিঠ বরাবর তাক করা অস্ত্রটা। শাসিয়ে দিল, 'ঠিকমত হাঁটো। সামনে একটা ল্যাম্প দেখতে পাচ্ছি, ওটা জ্বালাও।'

ততক্ষণে পেছনের দরজা খুলে ফেলেছে নেভিল, এক দমকা শীতল হাওয়া ধাক্কা মারল ওদের নাকে-মুখে। 'বাতাস বেশি, ল্যাম্পে আগুন ধরানো মুশকিল,' জানাল ও।

'জলদি জ্বালাও,' ধমকে উঠল বরিস। 'কোনও অজুহাত শুনতে চাই না।'

বরিসের ভাবভঙ্গি এখন কিছুটা অপ্রস্তুত। গলার স্বরেও নড়বড়ে ভাবটা টের পেল নেভিল। ঘরের আরও একটু ভেতরে ঢুকে ল্যাম্পে আলো জ্বালতেই স্পষ্ট হলো বরিসের মুখটা। একটু আশাবাদী হলো নেভিল। অপ্রস্তুত হলে বুদ্ধিমান মানুষও ভুল করে। এতক্ষণ ওর থেকে কয়েক কদম এগিয়ে ছিল বরিস, তাই আত্মবিশ্বাসও ছিল অঢেল। এখন পরিস্থিতি ভিন্ন, এই প্রথমবার প্ল্যানের বাইরে কিছু করতে যাচ্ছে লোকটা, আর সেটাই ভাবিয়ে

তুলেছে ওকে।

আলো হাতে বাইরে পা রাখল নেভিল, উঠোন পেরিয়ে চলল আস্তাবলের দিকে। পেছনে শোনা যাচ্ছে বরিসের পদধ্বনি। নিঃশ্বাস ভারী হয়েছে ওর—দুশ্চিন্তার আরেকটা নমুনা,। কিন্তু এতটা চিন্তিতও তো হওয়া উচিত না। কেন হলো? মনে মনে আবার ভাবতে চেষ্টা করল নেভিল। না, টাকার চিন্তা লোকটার কখনোই ছিল না। এখন হয়ত ভাবছে ফ্রিম্যান পেনি আর লরাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। তাতে নেভিল মরবে ঠিকই, কিন্তু বরিসের প্রতিশোধ পূর্ণ হবে না। এত সহজে নেভিলকে নিস্তার দেয়ার প্ল্যান নেই লোকটার। নিকের মৃত্যুতে নিজে যতটুকু কষ্ট পেয়েছে, নেভিলকেও ঠিক সেই পরিমাণ কষ্ট দিতে মুখিয়ে আছে সে। পেনিকে খুন না করলে সে-কষ্ট দেয়া সম্ভব না।

আস্তাবলের দরজা খুলতেই বরিস বলল, 'আলোটা নামিয়ে রাখো, ওটা আমি ধরছি। তুমি স্যাডল চাপাও।'

ধীরে ধীরে ল্যাম্প নিচে নামাল নেভিল, খড় বিছানো মেঝেতে সাবধানে রাখল। বলল, 'পেনিকে আর পাচ্ছ না, বরিস। ফ্রিম্যান তোমার প্ল্যান এতক্ষণে লরাকে বলে দিয়েছে। মেয়েকে নিয়ে লরা সামনের দরজা দিয়ে পালাবে। শহরে গিয়ে সাহায্য নিয়ে ফিরবে।'

'তাতে তোমার কোনও উপকার হবে না,' হিসিয়ে উঠল বরিস। 'অবশ্য... আমার মনে হয় না তোমার বউ এতটা নিষ্ঠুর হবে। মেয়েটা বড্ড ভালবাসে তোমাকে। আর মেয়েরা যখন কাউকে ভালবাসে, তখন ওদের মাথার ঠিক থাকে না। ও চাইবে দু'জনকেই বাঁচাতে। কিন্তু কাউকেই বাঁচাতে পারবে না।'

ফার্সের পিঠে স্যাডল চাপাল নেভিল, সেবা-শুশ্রূষার পর ঘোড়াটাকে জায়গামত রেখে গেছে ফ্রিম্যান। বরিস কড়া পাহারায় রাখছে ওকে। www.boighar.com

আবার কথা চালল নেভিল, 'আমার ঘোড়া বেশিদূর যেতে

বইঘর.কম

পারবে না। যা ছোটান ছুটিয়েছি, বেচারা ক্লান্ত।'

'তেমন হলে তোমার কপাল খারাপ, হেঁটেই যাবে,' বলল বরিস। 'আমি লরার ঘোড়াটায় উঠব।'

এদিক-ওদিক তাকাল নেভিল। পাঁচ মিনিট এর মধ্যেই পেরিয়ে গেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ঘড়ির দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না বরিস। পেনি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইছে সম্ভবত। মেয়েকে নিয়ে ফ্রিম্যান হাজির হলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে... অপেক্ষা করার কোনও উপায় নেই।

একপাশের দেয়ালে কয়েকটা লাগাম সাজানো, ওদিকে তাকাল নেভিল। কপট বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'আহ্! লাগামটা আবার গেল কোথায়?'

'নাকের ডগায় একগাদা ঝুলছে, দেখতে পাও না?' রেগেমেগে বলল বরিস। 'নেভিল, আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়ো না। তোমার টাকার নিকুচি করি, ফ্রিম্যান নামলেই আমরা লেকের দিকে যাব। ব্যাঙ্কের প্রোগ্রাম বাতিল। হাত চালাও।'

কথাগুলো শুনে একটুও অবাক হলো না নেভিল। টাকার লোভ যে বেশিক্ষণ বরিসকে ধরে রাখতে পারবে না, সেটা আগেই জানা ছিল ওর। আপাতত ব্যর্থতার ভয় বাসা বেঁধেছে শয়তানটার মনে। তাই টাকার চিন্তা বাদ দিয়ে নেভিলের সর্বনাশের ইচ্ছেটাকে আঁকড়ে ধরেছে। প্রতিশোধ নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব এই এলাকা থেকে সরে যেতে চায় বরিস। পালাতে চায় সূর্য ওঠার আগেই।

'ওহ্! মনে পড়েছে,' বলতে বলতে আস্তাবলের পেছনে এগোল নেভিল। 'লাগামটা এদিকে ফেলেছিলাম।'

'ক্রস, তোমার কি মাথা খারাপ? একটা লাগাম নিয়ে পড়ে আছ!' আরও খেপে গেল বরিস। 'দেয়ালেরগুলোতে কী সমস্যা, শুনি?'

ফাঁকা খোপটার সামনে দাঁড়াল নেভিল। ঠাণ্ডা গলায় বলল,

বইঘর.কম

‘ওগুলো আমার বাবার আমলের। আগে এখানে অনেক ঘোড়া ছিল, তখন কাজে লাগত। এখন মোটে দুটো ঘোড়া, তাই ওগুলো ব্যবহার করি না। যাক গে, বাদ দাও। আমি ফার্সের লাগামটা এক্ষুণি বের করছি।’

এমন সময় পেছনের দরজাটা খট করে খুলে যাবার শব্দ শোনা গেল। নিশ্চয়ই পেনিকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে ফ্রিম্যান। দ্রুত হাত চালাল নেভিল। কার্লোসের অস্ত্রটা ভুষি রাখার যে-পাত্রটায় ফেলেছিল, ওটা হাতড়ে চলল। জীবনে এই প্রথম অভিনয় করছে ও, বোকার চরিত্রে। কতক্ষণ বিভ্রান্ত করতে পারবে জানে না। বরিসের এক হাতে ল্যাম্প, অন্যহাতে উদ্যত সিক্সশুটার। বার বার চোখ ফিরিয়ে আস্তাবলের দরজার দিকে তাকাচ্ছে ফ্রিম্যানকে দেখবার আশায়, আবার নেভিলের ওপরও নজর রাখতে চাইছে।

প্রাণপণ হাতড়ে চলছে নেভিল, অস্ত্রের দেখা নেই। বরিসের আচরণ সুবিধের নয়, যে-কোনও সময় গুলি চালাতে পারে। এত চাপেও নিজেকে আশ্চর্য রকমের স্থির মনে হচ্ছে নেভিলের। মরতে ভয় করছে না, শুধু নিশ্চিত করতে চায় যেন বরিসকে সঙ্গে নিয়ে মরতে পারে। তা হলেই পেনি বাঁচবে, ওর পরিবার বাঁচবে। এমনভাবে দাঁড়িয়েছে, যাতে ভুষির পাত্রটা বরিসের চোখের আড়ালে থাকে, অস্ত্রটা পাওয়া গেলে দেখতে পাবে না সে।

‘হাত চালাও!’ চিৎকার দিল বরিস। ‘ওরা চলে এসেছে। এখনও একটা ঘোড়ায় স্যাডল চাপানো বাকি।’

‘এত তাড়া কীসের?’ নিষ্পাপ স্বরে বলল নেভিল। হাতড়াচ্ছে পাত্রের তলা। ‘আমি তো পালিয়ে যাচ্ছি না!’

‘পালাতে পারবেও না, গাধা কোথাকার,’ দাঁতে দাঁত পিষল স্লিক বরিস।

একগাদা খড় জমে আছে পাত্রটায়। অস্ত্রটা ওর তলাতেই চাপা পড়েছে। ওটা নিচেই আছে। আছে তো? নাকি ভুলে ফেলে দিয়েছে

বইঘর.কম

অন্য কোথাও?

বাইরে পেনির গলা শোনা গেল, 'বাবা, কোথায় তুমি?'

'ফ্রিম্যান, এদিকে এসো!' হুকুম দিল বরিস। 'বড্ড দেরি করে ফেলেছ।'

www.boighar.com

ব্যর্থতার হতাশা এর মধ্যেই জেঁকে ধরতে শুরু করেছে নেভিলকে। মেয়েকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টাটাও বুঝি বৃথা গেল! হাল প্রায় ছেড়েই দিয়েছে, ঠিক এমন সময় হাতে ঠেকল অস্ত্রটা। এক কোনায় পড়ে ছিল ওটা।

গোড়া ধরে ওটা তুলে নিল নেভিল। 'পেয়ে গেছি,' বলেই সিক্সশুটার হাতে ঘুরল ও। হ্যামার ড্র করার শব্দেই সচেতন হলো বরিস। বন্দুকটা দেখল কি দেখল না ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু দ্রুত ট্রিগার টিপল শয়তানটার আঙুল। গুলিটা নেভিলের দিকে না ছুটে ছুটল বাড়ির পেছনের দরজা বরাবর। পেনিকে খুন করার চেষ্টা করছে বরিস।

নেভিলের গানফায়ার বরিসের গুলির শব্দে চাপা পড়ল। কান-ফাটানো শব্দে কেঁপে উঠল আস্তাবল। নেভিলের দিকে ঘুরতে চাইল বরিস, পারল না। তার আগেই নেভিল গুলি করল ওকে। দুর্বল আঙুলে ঠিকঠাক নিশানা করতে পারল না বরিস, নেভিলকে মিস করল ওর ওয়াইল্ড শট। পায়ে বল হারাল বেপরোয়া গানম্যান, বসে পড়ল মেঝেতে। বরিসের পিঠ ঠেকল আস্তাবলের দেয়ালে, মুখটা খুলে হাঁ হলো। লালা গড়িয়ে পড়ল ঠোঁটের কিনার বেয়ে। রক্ত উঠে এল লালার সঙ্গে।

মুক্তি পেল স্লিক বরিস। মৃত্যুই রেহাই দিল ওর জমানো প্রতিহিংসাকে। লাশটার দিকে ফিরে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করল না নেভিল। অস্ত্র ফেলে সোজা বাইরে ছুটল।

উঠোন পেরিয়ে ছুটে এল লরাও। চোখে জল। 'নেভিল, তুমি ঠিক আছ?' কাতর স্বরে জানতে চাইল ও।

'আমার কিছু হয়নি,' জানাল নেভিল। 'কিন্তু... পেনি, বেল... ওরা কোথায়?'

মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে ফ্রিম্যান। পেনি বাড়ির দেয়ালে মুখ গুঁজে কাঁদছে। বিছানা-বালিশের একটা স্তূপ পড়ে আছে ফ্রিম্যানের পাশে। পেনিকে কাঁপা হাতে কোলে তুলে নিল নেভিল, দেখল কোথাও লেগেছে কি না। না, লাগেনি। অদ্ভুত এক আনন্দে ছেয়ে গেল হৃদয়। মেয়েকে জাপটে ধরল নিবিড় আলিঙ্গনে। সব ভালয় ভালয় শেষ হয়েছে—মারা পড়েছে বরিস, পেনি অক্ষত।

এবার চকিতে মনে পড়ল ফ্রিম্যানের কথা। 'বেল! ওর কী অবস্থা?'

লরা হাঁটু গেড়ে বসল অচেতন ব্যাঙ্কারের পাশে। 'গুলি লেগেছে, ওকে ঘরে নিতে হবে। আমি ল্যাম্পটা আনছি। পেনিকে নামিয়ে দাও, ও ঠিক আছে, একাই ঘরে যেতে পারবে।'

ল্যাম্পটা আস্তাবলের সামনে থেকে নিয়ে এল লরা। আপাতত বরিসের ব্যাপারে আর কথা বাড়াল না ও। লাশের দিকে ফিরেও তাকাল না। শক্ত ধাতুতে গড়া লরার মনটা। নেভিল খুশি হলো স্ত্রীর সাহসে।

ফ্রিম্যানের এক হাত নিজের কাঁধে উঠিয়ে ওকে টেনে তুলল নেভিল। হাঁটতে শুরু করল বাড়ির দিকে। সামনে চলল লরা, ওর এক হাতে ল্যাম্প, অন্য হাতে পেনির ছোট্ট হাত। মুখে যা-ই বলুক, মেয়েকে একা ছাড়তে ভরসা পাচ্ছে না লরা। পেনির কান্না এখনও পুরোপুরি থামেনি, থেকে থেকে ফোঁপাচ্ছে ছোট্ট মেয়েটা। এই দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেতে হয়তো অনেকটা সময় লেগে যাবে ওর। কিন্তু যন্ত্রণাটা চিরস্থায়ী নয়, সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে যাবে বিস্মৃতিতে। সবচেয়ে বড় কথা ও বেঁচে আছে, সুস্থ আছে। আর কী চাই?

ড্রইংরুমের একটা চেয়ারে ফ্রিম্যানকে বসিয়ে দিল নেভিল। 'আমি ঠিক আছি,' মিনমিন করে জানাল ফ্রিম্যান। 'তখন আসলে

বইঘর.কম

ভয়েই অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম। ভেবেছিলাম গুলিটা বুঝি ফুঁড়ে দিয়েছে আমাকে।'

'দিয়েছে তো,' বলল নেভিল। ফ্রিম্যানের শার্ট খুলে ক্ষতটা পরীক্ষা করল। গুলি চামড়া ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে। কয়েকদিন জ্বালাপোড়া থাকবে, তবে আঘাতটা খুবই মামুলি।

'ব্যাণ্ডেজ করতে হবে,' লরাকে জানাল নেভিল। 'আপাতত ক্ষতটা ঢাকলেই চলবে। পরে ডাক্তার যা হয় একটা ব্যবস্থা নেবে।'

পেনিকে আবার কোলে তুলে নিল নেভিল। চেয়ারে বসে চোখ বুজল। পেনি মাথা লুকাল বাবার বুকে। সহসা ক্লান্তি নেমে এসেছে নেভিলের সারা দেহে, একচুল নড়তে ইচ্ছে করছে না। উষ্ণ পরিতৃপ্তি ছুঁয়ে গেল ওকে। দুঃস্বপ্নের প্রহর ফুরিয়েছে। এখন চাইলেই ও চলে যেতে পারে রাঞ্চে। ব্যাঙ্কটা ফ্রিম্যানের দায়িত্বে রেখে গেলেই চলবে। মাঝে মধ্যে এসে তদারক করবে নেভিল, ব্যস। অতীতের কথা ভাবল ও, হেরম্যান মনের ভুলেও এই সিদ্ধান্ত মেনে নিত না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাবার চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে ফেলল নেভিল। বাবার মতামত এখন আর জরুরি নয়। নিজের ভাবনা এখন নিজেই ভাবতে পারে নেভিল।

ভোরের আলো ফুটতে এখনও কিছুটা সময় বাকি। সকালে র‍্যামসনের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিল ও। এই পোড়া শহরের উন্নতির জন্য অনেক কাজ করতে হবে, সে-সবের জন্য প্রচুর টাকা চাই। র‍্যামসন ইনভেস্ট করলে সুবিধেই হবে।

সহসা উঠোনে পড়ে থাকা চাদর আর বালিশের স্তূপটার কথা মনে পড়ল নেভিলের। ওটা ফ্রিম্যানের হাত থেকেই পড়েছিল। ঝট করে চোখের পাতা মেলল ও। দেখল লরা বসে আছে চেয়ারের পাশে, মেঝেতে। www.boighar.com

'ফ্রিম্যান? চাদরের স্তূপটা নিয়ে কী করছিলে তখন?' জানতে চাইল নেভিল। 'ওটা...'

বইঘর.কম

'তোমার উপকারের প্রতিদান দিচ্ছিল ও,' বলল লরা 'আমাকে অন্তত তা-ই বলেছে কাজটা করার আগে। সময় ছিল ন হাতে, তাই বাধা দিতে পারিনি।'

'প্রতিদান দেয়ার মত কোনও উপকারই করিনি,' লজ্জিতভাবে বলল নেভিল।

'ভুল বললে,' শুধরে দিল ফ্রিম্যান। 'অবশ্যই করেছ। সেই আট বছর আগে যখন গুলি খেয়েছিলাম মনে একটা ভয় বাস বেঁধেছিল। জীবনে কিছু করতে পারব, সেই আশাটুকুও হারিয়ে ছিলাম। তারপরেও আমাকে ব্যাঙ্কের কাজ থেকে সরিয়ে দাওনি এক মুহূর্তের জন্য। সবসময় পাশে থেকেছ। তাই প্রতিদান দেয়ার সুযোগটা হাতছাড়া করিনি। জানতাম, বরিস তাড়াহুড়োয় ওই বালিশে মোড়া চাদরের দলাটাকেই পেনি ভেবে ভুল করবে পেনিকে অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে রেখে তোমার নাম ধরে ডাকতে বলেছিলাম, যাতে বরিসের ভুলটা পাকাপোক্ত হয়। পেনি আমার সঙ্গে নেই, সেটা যেন বুঝতে না পারে শয়তানটা।'

'এত সাহস পেলে কোথায়!' নেভিল অবাক হয়ে বলল 'বুঝলাম, বরিস ধোঁকা খেয়েছে। কিন্তু শেষমেশ পেনিকে না পেলে তোমাকেও তো মেরে ফেলতে পারত!' www.boighar.com

'জানি না কীভাবে সব করলাম,' অকপটে স্বীকার করে নিল ফ্রিম্যান। 'তোমার কাছে অস্ত্র থাকবে স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু জানতাম বরিস অসতর্ক হয়ে পড়লে তুমি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভেবেছিলাম ওর হাতে চাঁদরের স্তূপটা ধরিয়ে দিলে রেগে পাগল হয়ে যাবে লোকটা, দিশেহারা হয়ে পড়বে। আর সেই সুযোগটাই কাজে লাগাবে তুমি। বদমাশটা ওর কাছে যাবার আগেই গুলি চালিয়ে দেবে, কে জানত!'

চুপ হয়ে গেল নেভিল। পুরো বিষয়টা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবল। নিজের জীবনের কোনও পরোয়া ছিল না বরিসের। জানত

বইঘর.কম

নেভিলকে মেরে ফেললে পুরো শাস্তি দেয়া হবে না। তাই পেনিকে খুন করতে চেয়েছে। পেনিকে মেরে ও নিজে মরলেও নেভিলের ওপর প্রতিশোধ নেয়া হতো। নেভিলকে খোলা বইয়ের মত পড়ে ফেলেছিল শয়তানটা, ভেবেই শিউরে উঠল ও। মেয়ের ওপর হাতের বাঁধন শক্ত হলো অজান্তেই।

লরা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'জানো, ভেবেছিলাম আজ রাতটা আর কখনও ভোর হবে না। তুমিও আর বেঁচে ফিরবে না।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' বলল নেভিল, লরার কাঁধেও চাপিয়ে দিল একটা হাত। ফ্রিম্যান শান্ত হয়ে বসে আছে কাছেই। লোকটাকে এতটা সাহসী হয়ে উঠতে দেখবে স্বপ্নেও ভাবেনি নেভিল। চিরচেনা ব্যাঙ্কার আজ বড্ড অচেনা, দুর্বোধ্য। কিছুক্ষণ আগেই ওদের জন্য জীবন দিতে চেয়েছিল ফ্রিম্যান। প্রশংসার সুর ফুটল নেভিলের গলায়, 'ফ্রিম্যান, তোমার মত সাহসী মানুষ আমি আর দুটো দেখিনি। ভাবছি আমরা ক্রস রাঞ্চে ফিরে যাব। ব্যাঙ্কটা এখন থেকে তুমিই সামলাবে।'

'তোমার যা মর্জি,' কাঁধ ঝাঁকাল ফ্রিম্যান। 'আমার কোনও আপত্তি নেই।' www.boighar.com

পেনি এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে নেভিলের কোলে। লরা এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে কান্না রোখার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। নিজেকে খুব বেশি ভাগ্যবান মনে হলো নেভিলের। বাবার স্বপ্নগুলো সফল করার জন্য সময় আছে হাতে। টম রডকেও সাহায্য করা যাবে দেনা-মুক্তির পথে। শহরবাসীকে জানানোর সময় এসেছে, ঘৃণার দিন শেষ, সুসময় আসন্ন। জীবনটা আবার নতুন করে শুরু হবে ভোরের আলোর সঙ্গে। সেখানে সব থাকবে, থাকবে না কেবল সুদীর্ঘ আট বছর ধরে বয়ে চলা দুঃস্বপ্নের কালো ছায়া।

নেভিল আজ মুক্ত, স্বাধীন।

***

বইঘর.কম
www.boighar.com